NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে বিশেষ

শ্রীরামপুরে দ্রুতগতির লরিতে পিষ্ট হয়ে মৃত ৪ ৫

কলকাতা ১০ মে ২০২৪ ২৭ বৈশাখ ১৪৩১ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৩২৭ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.5.2024, Vol.17, Issue No. 327, 12 Pages, Price 3.00

৪০ ঘণ্টার দুঃসাহসিক অভিযানে খতম ৩ জঙ্গি

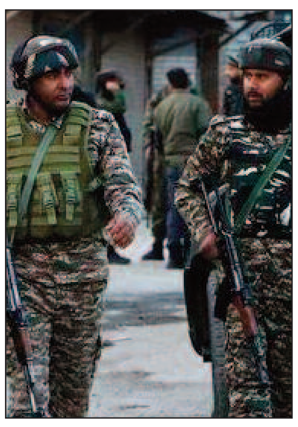

শ্রীনগর, ৯ মে: ৪০ ঘণ্টা ধরে একটানা অভিযান। লাগাতার গুলির লড়াই। উপত্যকায় অবশেষে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। খতম করা হল তিন জঙ্গিকে। সেনা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার রাত থেকে জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামে যে এনকাউন্টার অভিযান চলছিল, তা বৃহস্পতিবার সকালে শেষ হয়। মোট ৩ জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। এদের মধ্যে এনআইএ-র মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা জঙ্গি রয়েছে, যিনি লস্কর-ই-তইবার কমান্ডার ছিলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ৭ মে থেকে কুলগামে শুরু হওয়া সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে ভারতীয় সেনার চিনার কর্পস ও পুলিশের যৌথ অভিযান প্রায় ৪০ ঘণ্টা পর শেষ হয়েছে। ৩ জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে।

তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়েই সোমবার রাতে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামের রেওয়ানি পাভিন এলাকায় অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী।

টানা ৪০ ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানে লস্কর-ই-তইবার শাখা সংগঠন দ্য রেসিস্টেন্স ফ্রন্টের কম্যান্ডার বাসিত আহমেদ দরকে নিকেশ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এনআইএ-র মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে বাসিতের নাম ছিল। উপত্যকায় সেনা ও সাধারণ নাগরিকদের হত্যায় জড়িত ছিল বাসিত। বাসিত ছাড়াও মোমিন গুলজার ও ফহিম আহমেদ বাবা নামক দুই জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ১৮টি হত্যার মামলা রয়েছে।

সন্দেশখালির আরও এক ভাইরাল ভিডিওয় চাঞ্চল্য

ক্রমশঃ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি কাটায় বিদ্ধ বিজেপি। আবারও একটি ভিডিও ভাইরাল হলো সন্দেশখালি নিয়ে (যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন)। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন সন্দেশখালি নিয়ে আরও একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়াতে বিপাকে বিজেপি। একের পর এক ভিডিও ও বক্তব্য প্রকাশ্যে আসায় বিপাকে বিজেপি। ভাইরাল ওই ভিডিও প্রকাশ পাওয়ার পর বিস্ফোরক দাবি করেছেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রর। সন্দেশখালির আন্দোলনকারী হিসেবে যাদের রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের পরিচয় নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন তিনি। আন্দোলনকারী মাম্পি দাসও প্রশ্ন তুললেন।

নতুন যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, তাতে রেখা-সহ তিন মহিলাকে দেখা গিয়েছে। এক মহিলাকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা সন্দেশখালির আন্দোলনে যুক্ত। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ছিলাম আমরা সবাই। আমাদের ছাড়া রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে কারা গেল? আমরা তাহলে কারা?' আরেক মহিলা বলেন, 'অনুপ দাস নিয়ে গিয়েছিল বলে খবর পেয়েছি। ভিতরে ভিতরে তৃণমূল নেতা শিবু হাজরার কাছ থেকে মাসে ১০ হাজার টাকা করে নিতেন। ওর সঙ্গে একজন গিয়েছিলেন, তাহলে কি ওই মহিলা তৃণমূলের লোক, উপরে উপরে বিজেপি করেন?' ওই ভিডিওয় রেখাকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা নির্যাতিতা মায়েরা যদি সন্দেশখালিতে পড়ে আছি, তাহলে আমাদের হয়ে কারা গিয়েছে, তা জানা প্রয়োজন। আর রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে গিয়েছেন যে, আমাদের কিছু জানিয়েছিলেন? আমরা আন্দোলনের মুখ, আমাদের না নিয়ে গিয়ে অন্যদের সাজিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহস কে দিয়েছে?' আন্দোলনকারী মহিলাদের দাবি, সন্দেশখালির নির্যাতিতা বলে কিছু জনকে রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তারা। আন্দোলনকারীদের প্রশ্ন, 'তাহলে আমরা কারা?'

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভিডিও-য় রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়া মহিলাদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ বিজেপি প্রার্থী রেখা। প্রধানমন্ত্রী যখন বারাসাতে এসেছিলেন, সেই সময় তার সঙ্গে দেখা করেন রেখা এবং অন্যরা। এর পর পরই দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে যান কিছু মহিলারা, যারা নিজেদের সন্দেশখালির আন্দোলনকারী বলে পরিচয় দেন। সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সন্দেশখালির রেখা এবং অন্যরা। তাদের দাবি, যারা আন্দোলনে সামিলই ছিলেন না, তাদের রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ তুলেছেন। এক মহিলা বিজেপি নেত্রীর নামও উঠে আসছে, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এমনকী বিজেপি নেতা অনুপ দাস একসময় শিবুর ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন তারা।

সম্প্রতি সন্দেশখালি থেকে একটি ভিডিও সামনে আসে, যেখানে বিজেপি-র অঞ্চল সভাপতিকে বলতে শোনা যায়, সন্দেশখালির গোটা ঘটনাই পরিকল্পিত এবং সাজানো। মিথ্যে ধর্ষণের মামলা দায়ের হয়। শেখ শাহজাহানের মতো প্রভাবশালীদের জেলে পুরতে শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর সহযোগীই গোটা পরিকল্পনা করেন এবং সেই মতো টাকা জোগান বলে ভিডিও-য় দাবি করতে শোনা যায় বিজেপি-র ওই অঞ্চল সভাপতিকে। এবার আরও এক ভিডিও সামনে এল। এ নিয়ে সন্দেশখালিরতৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাত বলেন, 'গোটাটাই নাটক ছিল। কখনও রেখাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কখনও অন্যদের নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে সন্দেশখালির মহিলাদের যে অসম্মান হয়েছে, গোটা বাংলার অসম্মান হয়েছে, বিজেপি--র মতো রাজনৈতিক দল এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। এই জঘন্য, নির্লজ্জ রাজনীতি গোটা দেশে কায়েম করতে চায় বিজেপি।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'যাদের সামনে আনা হয়েছে তারাই কি শুধু ভুক্তভোগী? যারা মুখ খুলছেন না, যারা প্রকাশ্যে আসছেন না, তাঁরা কি ভুক্তভোগী নন? তারা রাষ্ট্রপতির সামনে বলেন। সন্দেশখালিতে পাড়ায় পাড়ায় ভুক্তভোগী। ১০ বছর ধরে এই ঘটনা চলছে। যারা একথা বলছেন, নির্বাচনের পর বুঝতে পারবেন যখন সকলে রাস্তায় নামবেন।'

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিকাণ্ডে 'ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ তুলে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের আর্জি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। চিঠি দিল শাসকদল। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে নির্বাচন সদনে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের আর্জি জানিয়ে চিঠি দেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, 'সন্দেশখালিকাণ্ডে নতুন করে যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তাতে যাদের দেখা গিয়েছে তাঁদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক।' নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ ঠোকার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরে ভাইরাল ভিডিওতে প্রমাণ বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে, ভোটারদের কাছে তৃণমূল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করতে সন্দেশখালি নিয়ে ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব। ২০০০ টাকা, ৩০০০ টাকার বিনিময়ে মহিলাদের অভিযোগ করানো হয়েছিল। গোটা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন শুভেন্দু। তাই তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে পদক্ষেপ করার জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানিয়েছি।' পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে গিয়ে সন্দেশখালি নিয়ে মিথ্যা বলে তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্টের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ক্ষমাপ্রার্থনারও দাবি জানিয়েছেন সাগরিকা। তাঁর কথায়, 'বাংলায় প্রচারে গিয়ে সন্দেশখালি নিয়ে সাধারণ মানুষকে মিথ্যা বলে বিভ্রান্ত কররার চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দুজনের উচিত হাতজোড় করে মিথ্যাচারের জন্য ক্ষমা চাওয়া।'

শ্লীলতাহানি ইস্যুতে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করল রাজভবন

মুখ্যসচিবকে দ্রুত তদন্ত বন্ধ করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলা কর্মীর শ্লীলতাহানি ইস্যুতে উত্তপ্ত রাজভবন। উত্তাল রাজ্যরাজনীতি। এমত অবস্থায় নিজের গায়ে লাগা দাগ মুছে ফেলতে বৃহস্পতিবার দু'দফা পদক্ষেপ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রথমত সেদিনের ঘটনার কিছু ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা হল রাজভবনের তরফে। দ্বিতীয়ত,তাঁর বিরুদ্ধে যে অনুসন্ধান করা হচ্ছে তা বেআইনি বলে দাবি করে তদন্ত দ্রুত বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকাকে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল। তবে এই ঘটনা পরম্পরা বিতর্কের আগুন নেভানোর পরিবর্তে আরও উস্কে দিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কারণ, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগের প্রেক্ষিতে পূর্ব ঘোষণা মতোই এদিন রাজভবনের তরফে কয়েকটি সিসিসটিভি ফুটেজ সামনে আনা হয়। সাংবাদিকরা ছাড়াও কয়েকজন আমন্ত্রিতকে ওই ফুটেজ দেখাতে কলকাতা রাজভবনে আনা হয়েছিল। কিন্তু ঘণ্টা দেড়েকের ওই ভিডিও ফুটেজে মূলত রাজভবনের বাইরের অংশে অভিযোগকারিণীর গতিবিধিই সামনে আনা হয়েছে। অভিযোগকারিণী মহিলাকে মোট দু'বার দেখা গিয়েছে। তাঁকে সেখানে হন্তদন্ত হয়ে একবার পুলিশ আউটপোস্ট, একবার ওসি-রাজভবনের ঘরে ছুটোছুটি করতে দেখা গিয়েছে। তবে এই সিসিটিভি ফুটেজে রাজভবনে ভিতরের অংশ বা রাজ্যপালকে দেখা যায়নি। ফলে এই ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার যৌক্তিকতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। সঙ্গত কারণেই তৃণমূল কংগ্রেস এই ফুটেজ প্রকাশ করা নিয়ে রাজ্যপালকে তীব্র কটাক্ষ করেছে।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'দেখা গেল রাজভবনের বাইরে কিছু পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন মহিলা যাচ্ছেন। যদি ওই মহিলাই হয়ে থাকেন তবে তার মুখটা ব্লার করে দেওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, রাজ্যপাল বলেছিলেন সত্য সামনে আসবে। তাহলে সেই সময়ের ঘটনা দেখাতে পারতেন। আর ওই মহিলা তো পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। যে ১০০ জন ফুটেজ দেখলেন তাঁরা কারা? প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ করে সবাই তো ওঁর বশংবদ। এমন ফুটেজে কি প্রমাণ হবে? প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এদিকে এই বিতর্কের মধ্যেই সংবিধানের ৩৬১ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালের রক্ষাকবচের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকাকে এদিন চিঠি দিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ যে অনুসন্ধান করছে তা অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। শ্লীলতাহানির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রালের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি বিশেষ অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই রাজভবনে চিঠি পাঠিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ চেয়েছে। শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর বিবৃতি দিয়ে রাজ্যপাল বোস রাজভবনের স্থায়ী, অস্থায়ী কর্মীদের জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে পুলিশ কোনওরকম তথ্য চাইলে তা না দিতে।

তাঁর যুক্তি, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি পদক্ষেপ করা যায় না। কিন্তু ইতিমধ্যেই লালবাজারের তরফে এই ইস্যুতে তদন্ত করা হচ্ছে। যা নিয়ে অখুশি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই প্রেক্ষিতে এবার রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে নতুন করে। কেন, কাকে আড়াল করতে রাজ্যপাল এই অনুসন্ধান বন্ধ করতে এত উদগ্রীব তা নিয়েই জনমানসে প্রশ্ন দানা বাঁধছে।

নতুন রায় সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩৯২৯টি শূন্যপদ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সে বিষয়ে নতুন রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। ওই শূন্যপদগুলিতে ভবিষ্যতের শূন্যপদ থেকে নিয়োগ হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। ২০২২ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওই ৩৯২৯টি শূন্যপদ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী নিয়োগ হবে। এই শূন্যপদগুলিতে নিয়োগ নিয়ে এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট অন্য নির্দেশ দিয়েছিল। তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পদগুলিতে মামলাকারীদের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে মান্যতা দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

শিলাবৃষ্টির সাক্ষী থাকল কলকাতাবাসী, রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলাবৃষ্টির সাক্ষী রইল কলকাতাবাসী। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কিছুটা ভ্যাপসা গরম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘে ঢাকতে থাকে আকাশ। এরপর শিলাবৃষ্টি একেবারে চমকে দিয়েছে কলকাতাবাসীকে। বিভিন্ন জেলা থেকেও আসে এই শিলাবৃষ্টি খবর। কলকাতাতেও দীর্ঘদিন পর শিল পড়তে দেখা যায় এদিন। দক্ষিণ কলকাতার একাধিক জায়গা যেমন যাদবপুর, কুঁদঘাট-সহ একাধিক জায়গায় শিলাবৃষ্টি দেখা যায়। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার পর্যন্ত চলবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি। শুক্রবারও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। একইসঙ্গে বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, পূর্ব বাংলাদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। অন্যদিকে, পূর্ব অসম থেকে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে অপর একটি অক্ষরেখা। এরফলে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বৃষ্টিপাতের ও ঝড়ের আশঙ্কা। এরই জেরে উত্তরবঙ্গেও শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে। তারপর বৃষ্টি পরিমাণ কমবে বাড়বে তাপমাত্রা। বুধবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫.৩ ডিগ্রি কম।

তবে শুক্রবার ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বেশি কলকাতা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমানে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৬০-৭০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া হইতে পারে এই জেলাগুলিতে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্ভাবনা। ৫০-৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কা। শনি ও রবিবার উপকূলের জেলা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০-৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। রবিবারের পর ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে, বাড়বে তাপমাত্রা।

বর্ধমান-দুর্গাপুরে পদ্ম-জোড়াফুলকে চ্যালেঞ্জ বামের

শুভাশিস বিশ্বাস

বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাস্তব ছবিটা মোটেই সুখকর নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে চলছে মন্দা। শহরের মধ্য দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে ব্যবসায় মন্দা আরও বেড়েছে। গ্রাম থেকে খরিদ্দার আসতে পারছেন না শহরের বাজারে। বিসি রোড, বিবি ঘোষ রোড-সহ একাধিক বাজার ধুঁকছে যথেষ্ট কেনাবেচা না হওয়ায়। এর জেরে স্থানীয় সাধারণ মানুষের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা বেহাল। একইসঙ্গে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের কাছে শুনতে হচ্ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির কথা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া লাটে উঠেছে, ভর্তি হতে গেলে শাসক দলকে টাকা দিতে হচ্ছে। এই সব নানা ইস্যুতে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের মনে তৈরি হয়েছে প্রচণ্ড ক্ষোভ। এর পাশাপাশি তৃণমূল -বিজেপি'র দুই প্রার্থীর অসৌজন্যবোধ, কুকথার লড়াই বর্ধমান-দুর্গাপুরের মানুষ ভালো চোখে নিচ্ছেন না। এই কেন্দ্রের মানুষই কানাঘুষো বলছেন, দুই ফুলের মেকি লড়াই চলছে। এরই পাশাপাশি বর্ধমান-দুর্গাপুরের মানুষ মনে করছেন বিজেপি'র প্রাক্তন সাংসদ তথা এবার তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদকে ভোট দেওয়া মানে আরএসএসকেই ভোট দেওয়া। আবার বিজেপি'র প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে ভোট দেওয়ার অর্থ আরএসএসকে সমর্থন করা তো বটেই। এদিকে এই লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী ড. সুকৃতি ঘোষাল দুই ফুলের প্রার্থীদের কুরুচিকর মন্তব্যকে পাত্তা না দিয়ে মানুষের রুজি-রুটি, পেটের লড়াইকে সামনে তুলে ধরছেন। ধর্ম বা জাতপাত নয়, নীতির ভিত্তিতে রুটি-রুজির লড়াইকে সামনে আনছেন বামপন্থী কর্মীরা। ফলে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে যেন ত্রিমুখী লড়াই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এরই পাশাপাশি বাম শিবিরের দাবি, বড়লোকদের দুই পার্টির চেয়ে গরিব, মধ্যবিত্তদের পাড়ায় লাল ঝান্ডার প্রতি মানুষের উৎসাহ, সাড়া চোখে পড়ার মতো। কারণ, দুই ফুলের প্রার্থীই বহিরাগত। সেখানে বাম প্রার্থী ভূমিপুত্র হওয়ায় স্থানীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর অনেকটাই কাছের। ফলে এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে ২০২৪-এর নির্বাচনী লড়াই জমে গিয়েছে বর্ধমান-দুর্গাপুরে। এদিকে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিসংখ্যান বলছে, পাঁচ বছরের বেশি কোনও রাজনৈতিক দলই টিকতে পারেনি এই কেন্দ্রে। লোকসভা কেন্দ্র হিসেবে এখানে চতুর্থ বারের নির্বাচন। এই লোকসভা কেন্দ্রের গঠনগত বৈচিত্র বেশ নজরকাড়া। ফলে চ্যালেঞ্জও একাধিক। সেখানে কোন দল দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরতে পারবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। প্রশ্ন উঠেছে বিজেপির দিলীপ ঘোষ এখানে নিজের ক্যারিশ্মা দেখাতে পারবেন কি না তা নিয়েও। উল্লেখ্য, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রটির মধ্যে পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। অন্যদিকে, দু'টি বিধানসভা পশ্চিম বর্ধমানে। দুর্গাপুর পূর্ব এবং দুর্গাপুর পশ্চিম ছাড়া এখানে সমস্ত বিধানসভা এলাকাগুলি পূর্ব বর্ধমানের। ফলে বর্ধমান -দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে যেমন শস্যগোলা রয়েছে, তেমনভাবেই রয়েছে ইস্পাতনগরী শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর। ফলে কৃষি এবং শিল্প দুই বিষয়ে সাম্যতা রেখে লড়াই প্রচার চালাচ্ছেন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীরা।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

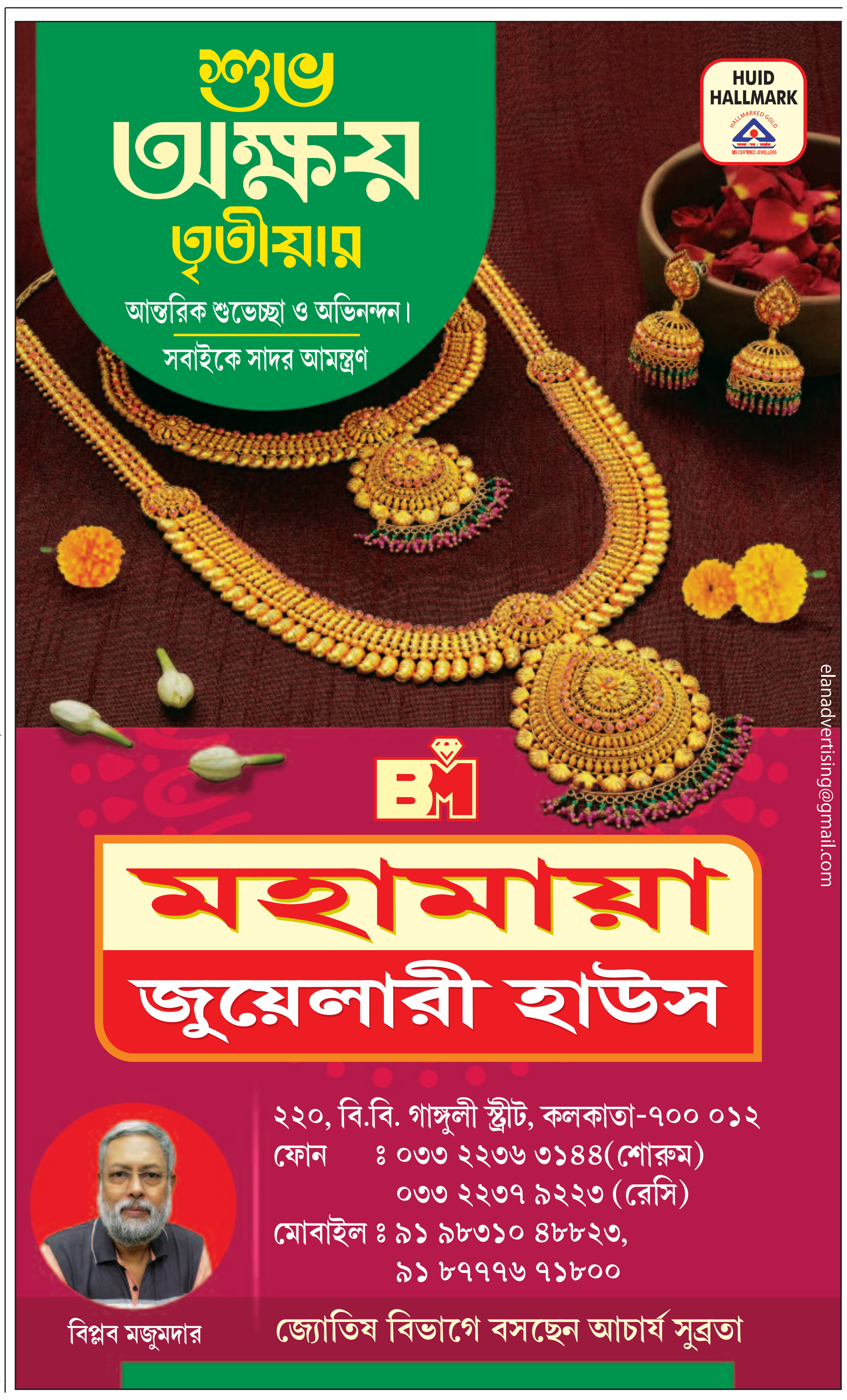

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ০৭/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে Pranab Kumar Ananta Mukherjee S/o. Ananta Addinath Mukherjee ও Pranab Kumar A. Mukherjee S/o. Ananta Addinath Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০২/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৯৫৪ নং এফিডেভিট বলে Dhiman Kumar Sau S/o. Mathura Mohan Sau ও Dr. Dhiman Kr. Sau S/o. Lt. M. M. Sau সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৭/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Tamas Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jahar Lal Ghosh ও J. C. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৭/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১৩৫ নং এফিডেভিট বলে বলে Palash Pal S/o. Santosh Pal ও Palas Kr. Pal S/o. S. Kr. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৬/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১০৬ নং এফিডেভিট বলে Harsh Agarwal S/o. Pawan Agarwal ও Harsh Garodia S/o. Purshottam Garodia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৬/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১০৫ নং এফিডেভিট বলে Sumit Banerjee S/o. Nirmal Chandra Banerjee ও Sumit N. Banerjee S/o. Nirmal Chandra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী
গত ০৬/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১০৪ নং এফিডেভিট বলে Gour Chandra Sarkar S/o. Lalchand Sarkar ও Gour Ch. Sarkar S/o. L. C. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৭ নং এফিডেভিট বলে Dayamoy Chakraborty S/o. Late Bhaskar Chakraborty ও Dayamay Chakraborty S/o. Bhaskar Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Milon Chakraborty ও Milan Chakraborty S/o. Dayamoy Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৩/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬০০৫ নং এফিডেভিট বলে Aminur Rahaman Mallick S/o. Delwar Hossain Mallick ও Aninur Rahaman Mallick S/o. Lt. D. H. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৭/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১৩৮ নং এফিডেভিট বলে বলে Shyamal Chattopadhyay S/o. Sunil Chattopadhyay ও Shyamal Chatterjee S/o. S. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৭/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Bibek Chatterjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Paresh Chatterjee ও P. Ch. Chatterjee সাং বাঁশবেড়িয়া, সাহাগঞ্জ, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি
In The Court of Ld Civil Judge 1st (Jr. Divi.) at Uluberia

Probate Case No. 1/2024

দরখাস্তকারীঃ-মাধব সর্দ্দার ওঃ প্রামানিক দিং

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে অবগতি করানো যাইতেছে যে, জেলা- হাওড়া থানা- উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত শ্যামসুন্দরচক গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় নিমাই সর্দ্দার ওঃ প্রামানিক দরখাস্তকারীগনের নাম বরাবর শ্যামসুন্দরচক মৌজার সম্পত্তি সম্বন্ধে গত ইং-১৫/০৩/২০০৫ তারিখে একটি উইল সম্পাদন করেন। নিমাই সর্দ্দার ওঃ প্রামানিক পরলোকগমনের পর উক্ত উইল probate certificate লইবার জন্য উল্লিখিত আদালতে অত্র নং probate মোকর্দ্দমা দায়ের করেন। যদি উক্ত উইল সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি হইবার ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার এ্যাডভোকেট মহাশয়ের দ্বারা উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন। নচেৎ আইন আমলে আসিবেন।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

১) জেলা- হাওড়া থানা- A.D.S.R. উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত ১০২ নং জে.এল. ভুক্ত শ্যামসুন্দরচক মৌজায় এল.আর. ২৪৫ নং খতিয়ানে সাবেক ৩৩৪, এল.আর. ৬৩৩ নং দাগে ডোবা ২ শতক, সাবেক ২৪০ এল.আর. ৫১৮ নং দাগে ডাঙ্গা ৪ শতক, সাবেক ২৩৩ এল.আর. ৫১১ নং দাগে ডাঙ্গা ১৯ শতক, সাবেক ৩৪৫ এল.আর. ৬৪৮ নং দাগে ডাঙ্গা ০.৫৯ শতক, সাবেক ৩৪৩ এল.আর. ৬৪৬ নং দাগে বাস্তু ২ শতক, সাবেক ৩৪৪ এল.আর. ৬৪৭ নং দাগে ডোবা ১ শতক, সাবেক ৪৪০ এল.আর. ৭৪৪ নং দাগে ডাঙ্গা ২ শতক, এল.আর. ৭৮৩ নং খতিয়ানে এল.আর. ৬৪২ নং দাগে ডাঙ্গা ১ শতক, এল.আর. ৭৮৩ নং খতিয়ানে এল.আর. ৬৩৫ নং দাগে ডাঙ্গা ১ শতক। সর্বমোট ৯টি দাগে ৩২.৫৯ শতক।

আদেশানুসারে
অনুপ ভৌমিক,
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ জুনিয়ার
ডিভিশন কোর্ট-১ উলুবেড়িয়া,
২৪-৪-২০২৪

নাম-পদবী
গত ৩০/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Papiya Paul ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Supriyo Pal ও Supriya Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

PUBLIC NOTICE

I, (Sanjukta Mukherjee), D/o. Samrat Mukherjee & W/o. Sekh Nuruddin, Residing at Fortgloster, D, Block No.2, Howrah, W.B.- 711310 shall henceforth be known as (Jashmin Fariya) as declared before the First Class Judicial Magistrate Alipore court W.B. vide affidavit no. 18315 dated 17/11/2023. "Sanjukta Mukherjee" & "Jashmin Fariya" both are same and identical person.

REQUIRED

Full-time Company Secretary required for a Kolkata-based company (NAVGATI MERCHANTS Pvt. Ltd.)

Interested candidates may mail their resumes on suman.aga1971@gmail.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল হস্তান্তর দলিল নং ১৭৬-১৯৩৬ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এসআরও-বেহালা অফিসে,বুক নং ১, ভল্যুম নং ৫, পৃষ্ঠা ১০৭ থেকে ১১৬, সম্পত্তি অবস্থিত ৯৬ জগতপুর শিশির বাগান রোড,থানা : বেহালা, কলকাতা : ৭০০০৩৪, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২০ অধীন, সাধারণ কাজকর্মের সময়ে আমার মক্কেল (শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস) এর হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেহালা থানায় ১৭.১১.২০১০ তারিখে উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ১৫৩২/১০ তারিখ ১৭.১১.২০১০ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও সন্ধান পেলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় সংশ্লিষ্ট তারিখের পর কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

আপনার বিশ্বস্ত,
সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর পক্ষে
মেসার্স সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
নর্থ উইং, ৫ম তল, ৭ রেড ক্রস প্লেস,
কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন: ০৩৩-৪০০৭ ২৬২৩
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com
তারিখ : ০৯.০৫.২০২৪

বিজ্ঞপ্তি
In the Court of Ld. Civil Judge (Jr. Divn.) 1st Court at Uluberia

Succession Case No-15/2023

Puja Methor, ...Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, মৃত পুতুল মেথর স্বামী- মৃত রমেশ মেথর সাং- বাগনান এন.ডি.ব্লকঃ বাগনান-I পোঃ+ থানা- বাগনান, জেলা-হাওড়া, **Gratuity** বাবদ প্রাপ্য টাকা **Rs.- 755, 145,** যাহা **Pension A/C No- Pen. XI/CH-5/P/23/11/571216/112 3324045/P/23/11/400476, Pension File ID No- 2242277675,** এ গচ্ছিত আছে। উক্ত টাকা পাইবার জন্য অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর **Succession** মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া, দরখাস্তকারীনী কন্যা বিধায় আবেদন করিয়াছে। অতএব অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া লিখিত আপত্তি জানাইবেন, নচেৎ আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আদেশানুসারে
অনুপ ভৌমিক,
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ জুনিয়ার
ডিভিশন ১ নং কোর্ট, উলুবেড়িয়া,
২৩-৪-২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ মে। শুক্র বার, ২৭ শে বৈশাখ। তৃতীয়া তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক- সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়।হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর, বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন, তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন। পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ। আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুটো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্বপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ। আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল, কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে। বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

(বৈশাখ শুক্লপক্ষ। অক্ষয় তৃতীয়া।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চতুর্থ ও পঞ্চম দফা নির্বাচনে সংকটপ্রবণ ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চতুর্থ এবং পঞ্চম দফায় রাজ্যের ক্রিটিকাল বা সংকট প্রবণ ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। ওই দুই পর্বে দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলার ১৫টি লোকসভা আসনে ভোট নেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী চতুর্থ দফায় ৮ লোক সভা কেন্দ্রের মোট ১৫ হাজার ৫০৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৩৬৪৭ টিকে সংকট প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে বোলপুর কেন্দ্রে সর্বাধিক ৬৫৯ টি ভোট কেন্দ্র সংকট প্রবণ। সবথেকে কম সংকট প্রবণ ভোট কেন্দ্র রয়েছে বর্ধমান পূর্বে- ৩০১ টি। এছাড়া বীরভূমের ৬৪০, বহরমপুরে ৫৫৮, বর্ধমান দুর্গাপুরে ৪২২, রানাঘাটে ৪১০, কৃষ্ণনগরের ৩৩৮, আসানসোলে ৩১৯ টি ভোটকেন্দ্রকে সংকট প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একই রকমভাবে পঞ্চম দফার সাত লোকসভা আসনের ১৩ হাজার ৪৮১ ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৭ হাজার ৭১১টিকে সংকট প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। এই পর্বে সর্বাধিক সংকট প্রবণ ভোট কেন্দ্র রয়েছে হুগলিতে- ১৭৮৭টি। সব থেকে কম সংকট প্রবণ ভোটকেন্দ্রে রয়েছে বনগাঁয়- ৫৫০ টি। এছাড়া আরামবাগের ১৭৭০, শ্রীরামপুরের ১২৩৬, ব্যারাকপুরে ১০৫৯ উলুবেরিয়ায় ৬৯৪ এবং হাওড়ায় ৬০৫ টি ভোট কেন্দ্র সংকট প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

কমিশনের বিধিমাফিক কোনও একটি ভোটকেন্দ্র বা বুথ 'ক্রিটিক্যাল' বলে চিহ্নিত করার জন্য সেখানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা দেখা হয়। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এক বছর আগের পঞ্চায়েত ভোটের মানদণ্ড প্রাধান্য পাচ্ছে। পঞ্চায়েত ভোটের গোলমাল বা হিংসার ইতিহাস মাথায় রাখা হচ্ছে। কোনও একটি এলাকায় জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার হার এবং গোলমাল পাকানোর মতো লোকের সংখ্যাও দেখা হয়। আর কমিশনের নিয়ম মতো কোনও একটি বুথে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়লে, কোনও এক জন প্রার্থী ৭০ শতাংশের বেশি ভোট পেলে এবং কোনও একটি বুথে ১০ শতাংশের কম ভোট পড়লেও তা অতি সংকট প্রবণ বলে ধরা হয়। যার ভিত্তিতে নিরাপত্তা ও বাহিনীর মোতায়নের রূপরেখা স্থির করা হয়।

সবচেয়ে বড় গুন্ডার নাম পার্থ ভৌমিক, দাবি শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সবচেয়ে বড় গুন্ডার নাম পার্থ ভৌমিক। বৃহস্পতিবার নৈহাটিতে দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে প্রচারে এসে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, 'ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টে ১৯ জন গুন্ডার নাম ছিল। তার মধ্যে পার্থ ভৌমিকের নামও ছিল।' তাঁর অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি কর্মীদের খুন করা হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের ঘরছাড়া করা হয়েছে। ঘরবাড়ি লুঠ করা হয়েছে। দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ব্রিটিশরা যা অত্যাচার করেনি। ২০২১ সালের নির্বাচনের পর পার্থ ভৌমিক তা করেছে। সেই অত্যাচারের জবাব সুদে-আসলে নৈহাটি ও ব্যারাকপুরের মানুষ দেবে। এদিন নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে রোড শো করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নৈহাটির সাহেব কলোনি মোড় থেকে রোড শো শুরু হয়। বড়দা ব্রিজ অতিক্রম করে রোড শো ঘোষপাড়া রোড ধরে এসে অরবিন্দ রোড হয়ে বড়মা মন্দিরের কাছে শেষ হয়। রোড শো শেষে শুভেন্দু অধিকারী ও অর্জুন সিং বড়মার কাছে পুজো দেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখে ামুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, 'যেভাবে বহরমপুর থানার আইসিকে সরানো হয়েছে, একইভাবে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক থানার আইসিদের সরানো উচিত।' মমতা-অভিষেক কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'পিসি ভাইপো তো আকাশে থাকেন। ওনারা মাঠে নামবেন কী করে?'

হজের প্রথম উড়ান ছাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার ১৬৩ জন হাজিকে নিয়ে হজের প্রথম উড়ান আল্লাহর বায়তুল্লাহ শরিফের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। দ্বিতীয় উড়ানে ১৬৪, তৃতীয় ও চতুর্থ উড়ানে যথাক্রমে ২৭২ এবং ৩০০র বেশি হাজি রওনা হয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে। যাত্রীদের মোবারকবাদ জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন পীরজাদা তহা সিদ্দিকী, মাওলানা কারি ফজলুর রহমান, মাওলানা শফিকুল ইসলাম ও আই এ এস অফিসার পিবি সেলিম সহ উচ্চ পদস্থ অফিসাররা।

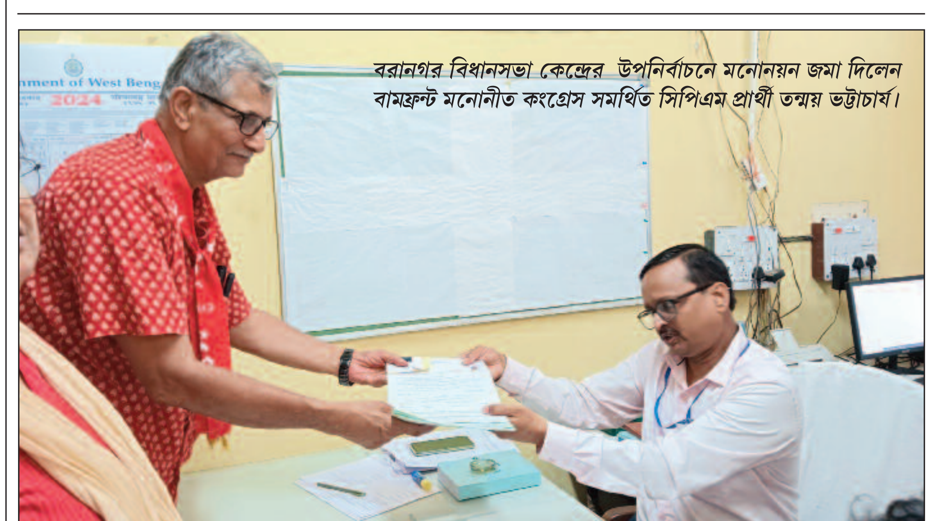

বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিলেন বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্য।

বিধাননগর এলাকায় ৩৩৩টি বাড়ি বেআইনি নির্মাণ হিসেবে চিহ্নিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধাননগর পুরনিগম এলাকায় ৩৩৩টি বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করেছে পুরনিগম। এরপরই ওই সমস্ত বাড়ির মালিকরা এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের অভিযোগ, পুরনিগমের তরফ থেকে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নথি সঠিক ভাবে না পর্যালোচনা করে দেওয়া হয়েছে বাড়ি ভাঙার নির্দেশ। বাড়ির মালিকদের এই আর্জির প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বৃহস্পতিবার নির্দেশ দেন, এই ৩৩৩টি নির্মাণের আবাসিকদের যাদের যাদের মনে হচ্ছে তাদের নির্মাণ বৈধ, তাঁরা বিধাননগর পুর কমিশনারের কাছে সমস্ত নথিপত্র দিয়ে আবেদন জানাবেন। কমিশনার সমস্ত খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে। প্রসঙ্গত, বিধাননগর পুরনিগম এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন পুরনিগমের তৎকালীন মেয়ের সব্যসাচী দত্ত। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বিধাননগর পুরসভাকে বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন। পুরসভা টিম গঠন করে বেআইনি বাড়ি চিহ্নিত করেছিল। তবে এখন ওই বাসিন্দাদের দাবি, সব্যসাচী দত্ত সহ অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই মামলা করেছিলেন। এদিকে গার্ডেনরিচের ঘটনার পরই আদালতের তরফ থেকে বেআইনি নির্মাণ ইস্যুতে কড়া অবস্থান নেওয়া হয়। একাধিক জায়গা থেকে অভিযোগ আসার ঘটনায় পুরসভাকে কড়া কিছু নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে কলকাতার একাধিক জায়গার বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশও দেওয়া হয়।

বর্ধমান-দুর্গাপুরে পদ্ম- জোড়াফুলকে চ্যালেঞ্জ বামের

প্রথম পাতার পর...

তবে বিজেপি আর তৃণমূলের মূল সমস্যা হল দুই দলই তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত। দুই ফুলের প্রার্থীরাই প্রচারে বের হয়ে দলীয় ক্ষোভ ও কোন্দলের মুখে পড়ছেন। অন্যদিকে, বামপ্রার্থী সেখানে শুরু থেকেই গরিব ও সাধারণ মানুষের দাবিগুলি নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষের দরজায় দরজায়। সেখানে বাম প্রার্থী ড. সুকৃতি ঘোষাল নির্বাচনী প্রচারে তুলে ধরেছেন, একসময়ে এই লোকসভা কেন্দ্রের শিল্প ও কৃষির জন্য ভারতজোড়া খ্যাতির কথা। কিন্তু তৃণমূল ও বিজেপির শাসনে সেই শিল্প উধাও তো বটেই, সঙ্গে দেখা দিয়েছে তীব্র কৃষির সঙ্কট। গত ১২ বছরে নতুন শিল্প তো হয়ইনি, উলটে পুরানো শিল্পগুলিও ধুঁকছে। অন্যদিকে, কৃষির উৎপাদন খরচ বেড়েছে। সরকার ভরতুকি তুলে নিয়েছে সার, বিদ্যুৎ, বীজে। ফলে কৃষক সেভাবে ফসলের দাম পাচ্ছেন না। গ্রামে কাজ নেই, খেতমজুর পরিবারগুলিতে হাহাকার। একইসঙ্গে বামদের তরফ থেকে প্রশ্ন উঠেছে, মূল্যবৃদ্ধি, ওষুধের দাম কেন বাড়ছে তা নিয়েই। সঙ্গে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কর্পোরেটের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূল কীভাবে দেশ ও দেশের মানুষের সর্বনাশ করেছে তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

তবে একের পর এক নির্বাচনী ফল বিশ্লেষণে ধরা পড়ছে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভায় এগিয়ে তৃণমূলই। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তৃণমূলের কাছ থেকে আসনটি ছিনিয়ে নিলেও জয়ের সেই ট্র্যাডিশন ২০২১-এর বিধানসভায় ধরে রাখতে পারেনি বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচন এবং পুরসভা নির্বাচনের ছবি বলছে, এই লোকসভায় প্রাধান্য তৃণমূলেরই। বিধানসভা নির্বাচনের ভিত্তিতে পূর্ব বর্ধমানের ৫টিতে জয় পায় আর দুর্গাপুরের দুটির মধ্যে একটিতে তৃণমূল ও একটিতে বিজেপি জেতে। পাশাপাশি এই লোকসভা আসনের অন্তর্গত দুর্গাপুর ও বর্ধমান পুরসভা দুটিতেও দখলে রয়েছে তৃণমূলের। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিকল্প কিছু কি না বর্ধমান- দুর্গাপুরের বাসিন্দারা তা বুঝতে ৪ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

তালান্ডুর রামানুজ কুঞ্জ ও বাগবাজার গৌরীয় মঠে চন্দন যাত্রা উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ধমানের তালুন্ডু রামানুজকুঞ্জে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব এবং কলকাতার বাগবাজার গৌরীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা উৎসব শুরু হচ্ছে পুণ্য অক্ষয়তৃতীয়ার শুভলগ্নে। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের মানসপুত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী পরাঙ্কুশ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত তালান্ডু রামানুজ কুঞ্জে সারাদিনব্যাপী নাম সংকীর্তন, অভিষেক, পূজা পাঠ এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ নিয়ে নৌকো বিহার মাধ্যমে সংলগ্ন রামান্দ মঠে সাময়িক অবস্থান এবং পুনরায় রামানুজ কুঞ্জে সংকীর্তন সহ ফিরে আসার অনুষ্ঠান পালিত হবে। সামগ্রিক অনুষ্ঠান পরিচালনায় থাকবেন রামানুজ মহারাজ। অন্যদিকে উত্তর কলকাতার বাগবাজার গৌরীয় মঠে একমাসব্যাপী চন্দন যাত্রা শুরু হচ্ছে। চলবে ১০ জুলাই পর্যন্ত।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য কেন? জনস্বার্থ মামলা ফেরাল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে। কিন্তু সাংবিধানিক রক্ষা কবচ থাকা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি তদন্ত করা যায় না এত সহজে। এদিকে, এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপালকে নিয়ে ভোট প্রচারের মঞ্চ থেকে প্রকাশ্যে নানা রকম মন্তব্য হচ্ছে। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সম্মান হানিকর মন্তব্যে আপত্তি তুলে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করলেন একজন।

বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। প্রসঙ্গত, গত ২ মে রাজভবনের অস্থায়ী মহিলা কর্মী হেয়ার স্ট্রিট থানায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু রাজ্যপাল সংবিধানের রক্ষাকবচ পান। তাই তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ফৌজদারি তদন্ত করতে পারে না। এক্ষেত্রে তাই পুলিশের কী করণীয়, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল।

এদিকে এই শ্লীলতাহানির ঘটনায় রাজ্যপাল বোস প্রথম থেকেই অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, ভোটের বাজারে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হচ্ছে। এরপরই রাজভবন থেকে বিবৃতি জারি করে সেখানে পুলিশের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন রাজ্যপাল। লালবাজার জানায়, কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়, একটি ঘটনার অভিযোগের অনুসন্ধান করছে পুলিশ।

যদিও সেই জনস্বার্থ মামলা ফেরাল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। আবেদনকারী প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যপালকে নিয়ে পুলিশ কেন বিভিন্ন মন্তব্য করছে? সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের নিজস্ব রক্ষাকবচ রয়েছে। এরপরও বিনা প্রমাণে তাঁর সম্মানহানি করা হচ্ছে। আবেদনকারীর আইনজীবী তীর্থঙ্কর দে-র সওয়াল, কোনও অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতাদের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিক আদালত।এরই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম জানান, এ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা হয় না। আদালত এখন কোনও ভাবেই

বামফ্রন্ট প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা আলিপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বামফ্রন্ট প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হল আলিপুরে। পুলিশের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ভাবে অসহযোগিতার অভিযোগ তুললেন সিপিএম প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ কলকাতার বামফ্রন্ট প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে হাজরা থেকে আলিপুর কোর্ট পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি আগেই নেওয়া ছিল। অভিযোগ, সপ্তাহের অন্যতম ব্যস্ত দিনে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরপর মিছিল আলিপুর ব্রিজ থেকে নামার সময় তৃণমূলের পক্ষ থেকে জমায়েত করে মাইকে গান বাজানো হয় ইচ্ছাকৃত ভাবে। সিপিএম কর্মীদের উদ্দেশ্যে স্লোগান দেওয়া হয়। পাল্টা সিপিএম এবং কংগ্রেস কর্মীরা 'চোর' স্লোগান দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হাতাহাতি শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে। সেখানে একেবারেই ঠুঁটো জগন্নাথের মতো ভূমিকা পালন করে পুলিশ। ঘটনার বেশ কিছু পর পুলিশ কর্মীরা তৃণমূলের কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় বিক্ষোভ দেখান মহম্মদ সেলিম সহ কর্মীরা।

অন্য দিকে, আলিপুর জেলা শাসকের দপ্তরে সৃজন ভট্টাচার্য, প্রতীক উর রহমানরা ঢুকতে গেলে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। প্রশাসনের দাবি সঙ্গে কোন লোক নিয়ে ঢোকা যাবে না। উল্লেখ্য কমিশনের নিয়মে আছে, প্রার্থীর সাথে চার জন ভিতরে যেতে পারেন। এই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেশি লোক নিয়ে তৃণমূল প্রার্থীরা ভিতরে গিয়েছে বলে দাবি করেন সিপিআইএম প্রার্থীরা। ব্যারিকেড ঠেলে এক প্রকার গায়ের জোরেই ভিতরে প্রবেশ করেন তাঁরা।

এরপরই সৃজন এবং প্রতীক উর বলেন, 'নরেন্দ্র মোদির ফর্মুলা মানছেন মমতা বন্দ্যোপাধায়। গুজরাতের মতো মনোনয়ন জমা করতে দেবে না। যাতে সময় মতো মনোনয়ন না জমা দেওয়া যায় তাই এই চক্রান্ত। পুলিশ কোনও নিয়ম মানছে না। তৃণমূল যত এই সব করবে ততো ওদের ভোট কমবে।'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার একসঙ্গে র‍্যালি করে মনোনয়ন জমা দেন বামেদের ৫ প্রার্থী। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সৃজন ভট্টাচার্য, দক্ষিণ কলকাতার সায়রা শাহ হালিম, ডায়মন্ড হারবারের প্রতীক-উর-রহমান, মথুরাপুরের শরৎচন্দ্র হালদারের পাশাপাশি জয়নগরের আরএসপি প্রার্থী সমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল হাজরা মোড় থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে তাঁরা নিজেদের সংশ্লিষ্ট ইকেলটোরাল অফিসে মনোনয়ন পেশ করেন। মনোনয়ন জমা দিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন সায়রা শাহ হালিম। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন সিপিএম নেতা ডাক্তার ফুয়াদ হালিম। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং তার পরিবার ওই কেন্দ্রের ভোটার। বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করে সায়রা জানান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। গত কয়েকবছর ধরেই শারীরিক অসুস্থতার কারণে ঘরবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বুদ্ধবাবু। খুব বেশি চলাফেরার সক্ষমতা নেই। বয়স আশির ঘর ছুঁয়েছে। তবে আগের তুলনায় এখন কিছুটা সুস্থ রয়েছেন বুদ্ধবাবু। সায়রার কথায়, 'আগের চেয়ে উনি কিছুটা সুস্থ। আমাকে বললেন, সায়রা এই লড়াই জিততে হবে। ওনার কাছ থেকে এই ভরসাটা নিতেই এসেছিলাম।' আর কী কথা হল বুদ্ধবাবুর সঙ্গে? সায়রা বলেন, 'মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে উনি বলেছেন এই কঠিন লড়াই লড়তে হবে। মানুষকে ভরসা দিতে হবে, যে সিপিএম লড়তে পারে, জিততে পারে।'

শিক্ষকের অভাব পূরণে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ানোর ধরনে বিশেষ বদলের ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চ মাধ্যমিকে অসংখ্য বিষয়। অথচ দেখা যায় কোনও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয়তো বিশেষ একটি বিষয়ের শিক্ষক নেই। সেই সব সমস্যার সমাধানে এবার থেকে ক্লাস্টার কনসেপ্টে ক্লাসে পড়ানোর ভাবনা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের। এর ফলে স্কুল গুলিতে শিক্ষকের অভাব মিটবে অন্য দিকে বিভিন্ন বিষয়ে সব স্কুলের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও করা যাবে। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই পরিকল্পনা শুরু করার ইচ্ছে রয়েছে সংসদের।

কী এই ক্লাসটার কনসেপ্ট? এই বিষয়ে জানাতে গিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এত বিভিন্ন ধরনের বিষয় রয়েছে যেখানে দেখা যায় প্রত্যেক স্কুলেই কোনও না কোনও বিষয়ের শিক্ষকের অভাব রয়েছে। যদি দেখা যায়, একটি স্কুলে কোনও একটি বিষয়ের শিক্ষক রয়েছেন কিন্তু পাশের স্কুলে সেই বিষয়টি নেই সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কুলের সেই শিক্ষককে পাশের স্কুলে নিয়ে গিয়ে বা পাশের স্কুলের ওই বিষয়ের পড়ুয়াদের সেই স্কুলে নিয়ে এসে পড়ানো হবে। প্রয়োজনে কলেজের অধ্যাপকরা এসেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াতে পারেন। এই পুরো ভাবনাটিকেই বলা হচ্ছে ক্লাস্টার কনসেপ্ট। এদিকে চলতি ২০২৪- ২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই অ্যাপ্লিকেশন অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সাইবার সিকিউরিটি ও সাইন্স অ্যান্ড ওয়েল বিইং বলে তিনটি নতুন বিষয় নিয়ে আসা হচ্ছে। এই বিষয়গুলোর জন্যই অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেবে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তবে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করে নয়, বরং এই নতুন বিষয়ের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন সম্ভাব্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।'

ভুয়ো নথি দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ধৃত প্রাথমিক শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভুয়ো নথি দিয়ে বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষাধিক টাকা ঋণ নেওয়ার অভিযোগ উঠল প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। প্রতারণার অভিযোগে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে ওই মহিলাকে। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, ধৃতের নাম পায়েল মণ্ডল।

পুলিশ সূত্রে খবর, কাশীপুর এলাকার একটি সরকারি স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষিকা ওই মহিলা। বেসরকারি ব্যাঙ্কে থেকে তিন লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত ঋণ নেন তিনি। এর জন্য কিছু নথিও ওই ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন পায়েল মণ্ডল। পরবর্তীতে ব্যাঙ্ক তাঁর নথি দেখেই বুঝতে পারে তা ভুয়ো। একই নামের কোনও অন্য মহিলার নথি দিয়েছেন পায়েল।

এরপরেই ব্যাঙ্কের তরফ থেকে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ জানানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ জানতে পারে যে, পায়েল মণ্ডল যাঁর নথি দিয়ে ঋণ নিয়েছেন তিনি কসবা এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত সরকারি স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষিকা পায়েল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। এই মহিলার সঙ্গে আর কারা জড়িত আছে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কল্যাণের ইলেকশন পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর, তবে এখন-ই নির্বাচন নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি নেতা কল্যাণ চৌবের ইলেকশন পিটিশন প্রত্যাহার করার আবেদন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলাকারীর আর্জি মেনে মামলা প্রত্যাহার করার অনুমতি দেন। তিন বছর পর মানিকতলার উপ নির্বাচন নিয়ে জট খুললেও এখনই নির্বাচন নয় বলেই জানাচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

প্রসঙ্গত, ৯ বার বিধায়ক হন সাধন পাণ্ডে। ২০২১ সালেও বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবেকে পরাজিত করেন তিনি। এরপরই কল্যাণ মানিকতলার ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন। এদিকে ২০২২ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রয়াত হন সাধন পাণ্ডে। এই মামলার কারণে এখনও উপনির্বাচন হয়নি ওই কেন্দ্রে।

এরই মধ্যে কল্যাণের অনীহার কারণে হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে গত মাসে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার প্রেক্ষিতেই শীর্ষ আদালত কল্যাণকে তীব্র ভর্ৎসনা করে। শোকজ নোটিস দেওয়া হয় মানিকতলার বিজেপি প্রার্থীকে।

শীর্ষ আদালতের ওই ভর্ৎসনার পরে গত ২৯ এপ্রিল হাইকোর্টে মামলা প্রত্যাহার করার কথা জানান কল্যাণ। সেই সূত্রে আবেদন বিবেচনা করার কথা জানান বিচারপতি সেনগুপ্ত। বৃহস্পতিবার পিটিশন প্রত্যাহারের অনুমতি দেন তিনি। তবে যেহেতু নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি হয়ে গিয়েছে, তাই এখনই নির্বাচনের কোনও সম্ভাবনা নেই মানিকতলায়, এমনটাই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

যদিও এই প্রসঙ্গে গত সোমবার মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, মানিকতলা আসনের উপ নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে যে নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করার পরে তারা উপ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে পারে। নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, পিটিশন প্রত্যাহার যেদিন করা হবে, ওই দিনই মানিকতলা কেন্দ্রটি স্পষ্টভাবে বিধায়কশূন্য হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। তাই, নির্বাচনী পিটিশনটি প্রত্যাহার করলে তবেই মানিকতলায় উপনির্বাচন করা সম্ভব।

অমলিন শৈশব। জমা জলে লম্ফঝম্ফ দুই খুদের। *ছবি: অদিতি সাহা*

বরানগরে উদ্ধার বৃদ্ধার পচাগলা দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২ দিন ধরেই বের হচ্ছিল পচা গন্ধ। ক্রমশই বাড়তে থাকে সেই দুর্গন্ধ। অবশেষে সেই গন্ধের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মিলল পচাগলা দেহ। বৃহস্পতিবার বরানগর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মতিলাল মল্লিক লেন এলাকায় ঘরের ভিতর থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের নাম মালা দে। বয়স ৭০। এদিন সকালে প্রচণ্ড দুর্গন্ধে টিকতে না পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকার কাউন্সিলর সঞ্চিতা দে-কে খবর দেন। এরপরই কাউন্সিলরই থানায় যোগাযোগ করেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর থেকে দেহ উদ্ধার করে।

কাউন্সিলরের দাবি, বার্ধক্য জনিত কারণে মৃত্যু হয় থাকতে পারে মালা দাস নামে ওই বৃদ্ধার। তবে বরানগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজ, শূন্যপদ নিয়ে নয়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৪ সালের টেট সংক্রান্ত মামলায় নয়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশকে মান্যতা না দিয়ে শূন্য পদ নিয়ে নতুন নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত।

২০১৪ সালে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩৯২৯ টি শূন্যপদ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামীদিনে তৈরি হওয়া শূন্যপদের সঙ্গে ওই ৩৯২৯টি পদ যুক্ত করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ২০২২ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ৩৯২৯টি শূন্যপদ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী নিয়োগ হবে। এর আগে

কলকাতা হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ওই পদগুলিতে মামলাকারীদের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাই কোর্টের সেই নির্দেশকে মান্যতা দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে রাজ্য দু'দফায় নিয়োগ করলেও ৩৯২৯টি পদে কোনও নিয়োগ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হৃষীকেশ রায় এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামীদিনে তৈরি হওয়া শূন্যপদের সঙ্গে ওই ৩৯২৯টি পদ যুক্ত করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে রাজ্য ২০১৬ এবং ২০২০ সালে নিয়োগ করে। ২০২০ সালে ১৬,৫০০ শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তার মধ্যে ৩৯২৯টি পদ খালি রয়ে যায়। পরে এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। ওই মামলায় হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, মামলাকারীদের মধ্যে থেকে মেধার ভিত্তিতে ৩৯২৯টি পদে নিয়োগ করতে হবে। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যান ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণেরা। তবে ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীদের আর্জি খারিজ করে দেন। এরপরই সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ২০১৭-র টেট উত্তীর্ণেরা।

সেই মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ভবিষ্যতের শূন্যপদের সঙ্গে ওই ৩৯২৯ পদটি যুক্ত করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। সেখানে আবেদন করতে পারবেন ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরাও।

জগদ্দলে প্রধানমন্ত্রীর সভার মাঠ পরিদর্শন করলেন এসপিজি কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগামী ১২ মে নির্বাচনী প্রচারে জগদ্দলের পেপার মিল ময়দানে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও ঠিক তার আগে প্রধানমন্ত্রীর সভার মাঠ ট্রাক্টর দিয়ে খুঁড়ে দেওয়ার অভিযাগ উঠেছে ভাটপাড়া পুরসভার বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রীর সভা ভণ্ডুল করার চেষ্টার অভিযোগে সরবও হয়েছেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিকে বৃহস্পতিবার বেলায় সভার মাঠ পরিদর্শনে আসেন এসপিজি কর্তারা। মাঠে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস। তবে এদিন পেপার মিল ময়দানে হাজির হয়েছিলেন জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। কিন্তু জগদ্দলের বিধায়ক মাঠে আসতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বিজেপি কর্মীরা। তারা জগদ্দলের বিধায়কের উদ্দেশ্যে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে থাকেন। যদিও কিছুক্ষন মাঠে থাকার পর জগদ্দলের বিধায়ক মাঠ থেকে চলে যান।

প্রধানমন্ত্রীর সভার মাঠ পরিদর্শন এসে ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবনকুমার সিং ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'খুঁড়ে দেওয়া মাঠটিকে মজদুর লাগিয়ে লেভেল করা হচ্ছে। কিন্তু পুরসভার তরফে কোনও সহযোগিতা করা হয়নি। সভা ভণ্ডুল করতে পুরসভা মাঠটিকে পুরো খুঁড়ে দিয়েছে। মাঠটি যাতে সভা করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে, তা জেলাশাসককে দেখতে বলা হয়েছে।' ট্যাক্টর দিয়ে মাঠ খোঁড়ার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা, এই বিষয়ে পবন কুমার সিং বলেন, 'মাঠটি পেপার মিল কর্তৃপক্ষের। মিল কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ করা উচিত ছিল। অথচ মাঠ খোঁড়ার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মিল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হল না।'

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একাধিক উড়ান বাতিলের জেরে সমস্যায় যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের উড়ান বাতিলের জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শহরবাসীকে। অভিযোগ, একাধিক উড়ান নির্দিষ্ট সংস্থার দেরিতে চলায় সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরা।

কারণ, কার্যত গণছুটিতে গিয়েছেন টাটা গোষ্ঠীর লো-কস্ট উড়ান পরিষেবা সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের বেশ কয়েক জন কেবিন ক্রু। এর জেরে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ১০০টিরও বেশি উড়ান বাতিল হয়েছে। সময়ে রওনা হতে পারেনি আরও বেশ কয়েকটি বিমান। চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েছেন বিভিন্ন বিমানবন্দরে অপেক্ষারত কয়েক হাজার যাত্রী। এদিকে এই ঘটনা সামনে আসতেই সংস্থার কাছে রিপোর্ট চেয়েছে বিমান মন্ত্রক। একইসঙ্গে অবস্থা স্বাভাবিক করতে দ্রুত পদক্ষেপেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিমান মন্ত্রকের তরফ থেকে।

উল্লেখ্য, গত মাসে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস কেবিন ক্রুদের একটি অংশের প্রতিনিধিত্বকারী এক ইউনিয়ন অভিযোগ করে, বিমান সংস্থাটিতে চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনা রয়েছে। এবং কর্মীদের সঙ্গে আচরণেও সমতার অভাব রয়েছে। ফলে কর্মীদের মনোবল প্রভাবিত হয়েছে। বিতর্ক যে কতদূর এগিয়েছে, তা এদিনের ঘটনা থেকেই পরিষ্কার, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ।

এমনই এক পরিস্থিতিতে এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে জানান, শেষ মুহূর্তে এভাবে এতজন কর্মী অনুপস্থিত হয়ে পড়ায় আর পরিস্থিতি সামলানো যায়নি। কিন্তু এরপরও নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন যাত্রীরা। অনেকেই নিজেদের টিকিটের টাকা পুরো ফেরত চেয়েছেন। কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই অন্য বিমানের টিকিটের বন্দোবস্ত করে দেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

বাঙালির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে নিজস্ব সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে হবে

পয়লা বৈশাখ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক উৎসব। বাংলা নববর্ষ বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। ইংরেজি নতুন বছরের দিন শুরু হয় মধ্যরাতে। আর বাংলা সাল শুরু হয় ভোরে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল বাংলা সনের প্রবর্তন। মোগল সম্রাট আকবরের আদেশে তাঁর রাজস্ব কর্মকর্তা ফতেহ উল্লাহ সিরাজি 'সৌর সন' এবং আরবি 'হিজরি' সালের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সন তৈরি করেন। হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা যাত্রার সময়টিকে (৬২২ খ্রিস্টাব্দে) সূচনা বিন্দু ধরে 'হিজরি' অব্দের গণনা শুরু হয়। প্রথমে এই সালের নাম ছিল 'ফসলি সন,' পরে তা 'বঙ্গাব্দ' বা 'বাংলা নববর্ষ' নামে পরিচিত হয়। অনেকে মনে করেন, বাংলা দিনপঞ্জির উদ্ভব ঘটান বাংলার স্বাধীন রাজা গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক। ইতিহাসবিদদের মতে, বঙ্গাব্দের গণনায় আকবরের রাজ্যাভিষেককেই সূচনা বলে ধরে নেওয়া হয়। সম্রাট আকবরের বাংলা সন প্রবর্তনের সঙ্গে শুরু হয় 'হালখাতার প্রথা'। হালনাগাদের খাতাটি হল বিগত বছরের যাবতীয় হিসাব বিবরণীর নথি। আজও ব্যবসায়ীরা লাল রঙের শালু কাপড়ের মলাটে মোড়ানো খাতাটি ব্যবহার করেন। নববর্ষের প্রথম দিন ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের হিসাবের হালখাতা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করেন। থাকে মিষ্টিমুখের আয়োজন। পয়লা বৈশাখ শুধু একটি তারিখমাত্র নয়, বাঙালির উৎসবের দিন। আহারে-বিহারে সাজগোজে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া থাকে এই দিনটিতে। বাঙালির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে নিজস্ব সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। চর্চা করতে হবে। মনে-প্রাণে তাকে লালন করতে হবে। যে জাতি যত সংস্কৃতিমান, সেই জাতি তত উন্নত এবং সমৃদ্ধ। নববর্ষ মানে বিগত বছরের সমস্ত জীর্ণতা ও মলিনতাকে মুছে দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর দিন।

আনন্দকথা

মাস্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস-ভক্তি থাকলে এরূপ হয়। গানটি এই ঃ

চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।
কিবা, অনুপমভাতি, মোহনমূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত;
(কিবা) বিজলি চমকে, সেরূপ আলোক, পুলক শিহরে জীবন।

গানের ই চরণটি গহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত! চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

পঙ্কজ কুমার মল্লিক

১৯০৫ বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিকের জন্মদিন।
১৯৭৩ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় দহিয়ার জন্মদিন।
১৯৭৯ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সুখবিন্দর সিংয়ের জন্মদিন।

অক্ষয় তৃতীয়ায় বীরত্ব, সাহসের মূর্ত প্রতীক যোদ্ধা ঋষি পরশুরাম আবির্ভূত হয়েছিলেন

প্রদীপ মারিক

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে অন্যতম পরশুরাম। তাকে যোদ্ধা ঋষি হিসাবে চিত্রিত করা হয়। তার হাতে কুঠার বীরত্ব ও সাহসের মূর্ত প্রতীক। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, ভগবান পরশুরাম এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন পৃথিবী কলুষিত ছিল এবং পাপে পূর্ণ ছিল। কথিত আছে যে তিনি যজ্ঞ করে তার সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে ভূমি শুদ্ধ করেছিলেন। বিশ্বাস করা হয় যে তার ত্যাগের কাজটি জমিকে শুদ্ধ করতে এবং ধর্মকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেছিল। পরশুরামের কাহিনী ত্রেতাযুগের অন্তর্গত। পরশুরাম শব্দের অর্থ কুঠার সহ ভগবান রাম। হিন্দু পুরাণ আর বিভিন্ন মহাকাব্যে একাধিক মৃত্যুহীন ব্যক্তির কথা বলা রয়েছে। হিন্দু পুরাণে যে কজন অমরত্বের অধিকারী হয়েছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বর্ণময় এক চরিত্র হলেন পরশুরাম। রামায়ণ ও মহাভারতেও পরশুরামের কথা উল্লেখ রয়েছে। ঋষি জমদগ্নি ও স্ত্রী রেণুকার পাঁচ সন্তান হলেন বসু, বিশ্বাসবসু, বৃহৎ-ভানু, বৃহৎ-কণ্ব ও পরশুরাম। পরশুরাম ছিলেন তাদের কনিষ্ঠ সন্তন। ভাগবত পুরাণ অনুসারে, একসময় সমাজে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বেড়ে যায়। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সকল দেবতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কাছে অভিযোগ জানায়। ক্ষত্রিয়দের শায়েস্তা করার জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বরে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। আবার অন্য আর এক পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, পৃথিবী স্বয়ং একটি গাভীর রূপ ধারণ করে বিষ্ণুর কাছে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানিয়েছিলেন। তখন বিষ্ণু পরশুরাম হয়ে আবির্ভুত হয়ে পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন। কথিত আছে যে তিনি যজ্ঞ করে তার সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে ভূমি শুদ্ধ করেছিলেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে তার ত্যাগের কাজটি জমিকে শুদ্ধ করতে এবং ধর্মকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেছিল। মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমে তার সকল সন্তানরা যখন বেদ-বেদান্ত চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন, পরশুরামের তাতে কোনো উৎসাহই ছিল না, বরং তীর-ধনুক চালনার কৌশল শিখতেই তিনি বেশি মনোযোগী ছিলেন। জন্মের পর থেকেই পরশুরাম জেনে এসেছেন ক্ষত্রিয়দের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই তার জন্ম হয়েছে। অল্প বয়স থেকেই তিনি হয়ে উঠলেন দাম্ভিক, রাগী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। দেবতাদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি ব্রহ্মার কাছ বেশ কয়েকটি মারণাস্ত্র আদায় করে নেন।

মহাদেবকে তুষ্ট করে পরশু অর্থাৎ কুঠার অস্ত্রটি লাভ করেন। সেই থেকে তার নাম হয় পরশুরাম। তার প্রকৃত নাম ছিল রাম। মহাদেবের নির্দেশে এ অস্ত্র দিয়ে তিনি অনেক অসুর নিধন করেন। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন এক পরাক্রমশালী যোদ্ধা। তাই পরশুরাম ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও কর্মে তিনি হয়েছিলেন ক্ষত্রিয়। তিনিই প্রথম যোদ্ধা ব্রাহ্মণ। একজন যোদ্ধা হিসেবে তার প্রচণ্ড খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও, পরশুরামও ছিলেন শিবের একনিষ্ঠ অনুসারী। পুরাণে আছে তিনি একবার তাঁর আশীর্বাদ পেতে ভগবান শিবের আবাসস্থল কৈলাস পর্বতে গিয়েছিলেন। পরশুরাম জানতেন না তাঁর আগমনের আগে মহাদেব তাঁর অনুগত পুত্র গণেশকে তাঁর ঐশ্বরিক আবাসের প্রবেশদ্বার পাহারা দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি গণেশকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করে বললেন, 'হে কৈলাসের রক্ষক, আমি পরশুরাম, ভগবান শিবের একনিষ্ঠ সেবক। আমি প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রবেশ করতে চাই।' গণেশ, তার কর্তব্যের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি আপনাকে জানাতে দুঃখিত যে আমার বাবা ধ্যান করার সময় কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দয়া করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, কারণ প্রভুর ধ্যান শীঘ্রই শেষ হবে।' পরশুরাম অধৈর্য এবং ক্রোধীত হয়ে ওঠেন প্রভু দেবাদিদেব মহাদেবকে দেখার জন্য। পিতার প্রতি গণেশ যে অটল ভক্তি ও কর্তব্য পালন করছিলেন তা তিনি বুঝতে পারেননি। পরশুরাম ঐশ্বরিক কুঠারটি তার মাথার উপরে তুলে গণেশের দিকে ছুঁড়ে দেন। গণেশের মুখে কুঠার আঘাত করার সাথে সাথে কৈলাসের পবিত্র ভূমিতে ঐশ্বরিক শক্তির সংঘর্ষ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এর প্রভাব ছিল গভীর, এবং এর ফলে গণেশের একটি দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। ভগবান পরশুরাম তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ক্ষমা চাইলেন গণেশের কাছে। গণেশ, যন্ত্রণা সহ্য করেও, অসাধারণ করুণা এবং উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি পরশুরামের দিকে ফিরে সদয়ভাবে বললেন, 'পরশুরাম, আমি বুঝতে পারছি যে কুড়ালটি আমাকে আঘাত করছে তবু কিছু বলিনি কারণ এটা আমার পিতার উপহার। পৃথিবীতে অশুভ শক্তি নির্মূল করার জন্য আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্য আসবেই, আমি আপনাকে আশীর্বাদ করছি।' পরশুরাম ভারতের কোঙ্কন অঞ্চলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, ভগবান পরশুরাম সমুদ্র থেকে ভূমি পুনরুদ্ধার করে কোঙ্কন অঞ্চলের সৃষ্টি করেছিলেন। ভগবান পরশুরাম রাজা কার্তবীর্য অর্জুন ও তার সেনাবাহিনীকে হত্যা করে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেন। এতে তিনি দুঃখ এবং অপরাধ বোধে কাবু হয়েছিলেন। তিনি তার যোদ্ধা জীবন ত্যাগ করার এবং তার কর্মের জন্য তপস্যা চাইতে সিদ্ধান্ত নেন। একটি তপস্যা হিসাবে, ভগবান পরশুরাম সমুদ্র থেকে এটি পুনরুদ্ধার করে জমি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার কুঠার বা পরশুকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে ব্যবহার করেছিলেন, যার ফলে ভূমি সমুদ্র থেকে উঠেছিল। এই ভূমি কোঙ্কন অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল, যা ভগবান পরশুরামের ভূমি বলে বিশ্বাস করা হয়। ভগবান পরশুরামকে ব্রাহ্মণ ও কোঙ্কন অঞ্চলের রক্ষক বলে মনে করা হয়। পরশুরাম ছিলেন কুরু পিতামহ ভীষ্ম ও কর্ণের অস্ত্রগুরু। একদা ভীষ্ম তার সৎ ভাই বিচিত্রবীর্যের বিয়ের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে আসেন। কাশীরাজের বড় মেয়ে অম্বা জানান যে, তিনি আগে থেকে শাম্বরাজকে স্বামী হিসেবে মেনে নেওয়ায় বিচিত্রবীর্যকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন ভীষ্ম অম্বাকে শাম্বরাজের কাছ পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শাম্বরাজ অম্বাকে আর গ্রহণ না করায় অম্বা ভীষ্মের কাছে ফিরে আসেন এবং তাকে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু ভীষ্ম আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকার প্রতিজ্ঞা করায় তার পক্ষে অম্বাকে বিয়ে করা সম্ভব নয় বলে জানান। অম্বা তখন পরশুরামের কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন। পরশুরাম এসেও ভীষ্মকে এই বিয়েতে রাজি করাতে ব্যর্থ হলেন। তখন পরশুরামের সাথে ভীষ্মের ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। ২৩ দিন যুদ্ধের পরও পরশুরাম ভীষ্মকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, জীবনে আর কোনো ক্ষত্রিয়কে অস্ত্রশিক্ষা দেবেন না। এরপর পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে মহাদেবের কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। মহাবীর কর্ণ অস্ত্রশিক্ষা লাভের জন্য পরশুরামের কাছে উপস্থিত হন। কর্ণ জানতেন যে, পরশুরাম ক্ষত্রিয়বংশজাত কোনো ব্যক্তিকে অস্ত্রশিক্ষা দেবেন না। তাই কর্ণ নিজের পরিচয় গোপন করে পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা নিতে থাকেন এবং নিজেকে একজন বড় ধনুর্বিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গুরুর কাছ থেকে বিভিন্ন অস্ত্রের ব্যবহারের কৌশল রপ্ত করতে সক্ষম হন।

কিন্তু একদিন পরশুরাম কর্ণের ছলনার কথা জানতে পারেন। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করায় পরশুরাম কর্ণের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি কর্ণকে অভিশাপ দেন যে, অন্তিম মুহূর্তে কর্ণ তাঁর কাছে পাওয়া বড় বড় অস্ত্রের ব্যবহারের কৌশল ভুলে যাবেন। এই কারণেই কুরুক্ষেত্রে কর্ণের করুণ মৃত্যু ঘটেছিল। লোককাহিনী অনুসারে, পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র দিয়েছিলেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতারের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের কর্তব্যে অবহেলাকারী পাপী ও ধর্মহীন রাজাদের হত্যা করে পৃথিবীর বোঝা মুক্ত করা। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ এবং রূপমন্ডনের মতো মূর্তিবিদ্যার হিন্দু সাহিত্যে তাকে ম্যাটেড তালাওয়ালা, দুই হাতে, একজন কুঠার বহনকারী একজন মানুষ হিসাবে বর্ণনা করে। অগ্নি পুরাণ অনুযায়ী পরশুরামের চার হাতে তার কুঠার, ধনুক, তীর এবং তলোয়ার বহন করে তার মূর্তিকে চিত্রিত করেছে। ভাগবত পুরাণ তার মূর্তিকে বর্ণনা করে চার হাত বিশিষ্ট, তার কুঠার, ধনুক, তীর এবং যোদ্ধার মতো একটি ঢাল বহন করে। একজন যোদ্ধা হলেও তার মূর্তিটি একটি কুড়াল হাতে উপবিষ্ট। ঋষি কশ্যপকে পরশুরাম পৃথিবী দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে ভগবান পরশুরাম ২১ বার সমস্ত ক্ষত্রিয় এবং রাজাদের গ্রহ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। ঋষি কশ্যপের সাহায্যে তিনি একটি যজ্ঞ করেন এবং পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল দান করেন। পরশুরাম হলেন শক্তি, সাহস এবং ধার্মিকতার প্রতিনিধিত্বকারী। তিনি পাপীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং ধর্মের শিক্ষা অনুসারে তাঁর জীবন কাটিয়েছিলেন। ভক্তরা পরশুরাম জয়ন্তীতে ভগবান পরশুরামের পূজা করে, তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এবং বিশেষ পূজার আচার পালন করে। এই দিনে, অনেকে উপবাসও করেন, পূজা শেষ হলেই উপবাস ভাঙেন। এই দিনে ভক্তরা তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্ম অনুসরণ করার জন্য একটি অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। পরশুরাম জন্মজয়ন্তী পালনে মন্দের উপর ন্যায়ের বিজয় কেতন ওড়ে।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভাষণ দিয়ে নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করা অসম্ভব

শুভজিৎ বসাক

ভোটপর্ব এলেই সব রাজনৈতিক দলই অনেক বিষয়ের মতই নারী সুরক্ষা, তাদের ক্ষমতায়নকে রীতিমত প্রধান বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য হিসাবে তুলে ধরে ভোটের প্রচারপর্বে সরব হয়ে ওঠে। সমীক্ষা হিসাবে দেখা যায় যে মহিলারা সামাজিক অবক্ষয়ের অঙ্গ হিসাবে অচিরেই ভোটসর্বস্ব বিষয় হয়ে উঠে আসে যা অদেখা হয়ে পড়ে থাকে, বিষয়টা ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকে।

নারী সুরক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যার শিকড়ে রয়েছে যুব সমাজের একটা বিশাল অংশের বেকারত্ব বা স্থায়ী কর্মসংস্থানের অভাব। শুধু কর্মসংস্থানের অভাবে দেশের বিপুল জনশক্তি দেশের বাইরে কাজ করতে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ দেশে দক্ষতা নির্ভর কাজ যেমন মার্চেন্ডাইজিং, ম্যানেজমেন্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে নিয়োজিত বিদেশি দক্ষ বিপণনী সংস্থাকে বছরে প্রায় ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেতন প্রদান করা হয়। তাই উচ্চশিক্ষা অর্জন করে চাকরি না পেয়ে জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে হাজার যুবক। পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সবাই যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। একটা মিথ্যা ভার্চুয়াল জগতের মোহ আমাদের তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। এর মাধ্যমে বাড়ছে চরম একাকিত্ব। আর এই হতাশায় ও একাকিত্বে ভুগে মানুষ সেবন করছে মাদক, দেখছে পর্নোগ্রাফি। ইন্টারনেট ফিল্টার রিভিউ ডটকমের সমীক্ষা মতে, পর্নোগ্রাফি দেখছে এমন দর্শকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে যাদের বয়স ১২ থেকে ১৭ বছর। এমনকি ১১ বছরের শিশুরাও পর্নোগ্রাফির ছোবলে আক্রান্ত হচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতিকে ভীতিকর হিসেবেই দেখছেন সামাজিক বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদ মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিযোগিতার মধ্যে যেখানে নারীকে উপস্থাপন করা হচ্ছে পণ্য হিসাবে। পুঁজিবাদের ছোঁয়ায় ভোগের মাত্রা এই পরিমাণ বেড়েছে যে- একজন কিশোরী যেখানে বান্ধবী বা প্রেমিকা হিসাবে সময় কাটানোর কথা ভাববে তরুণ বা কিশোরের সঙ্গে, সে এখন শুধুই আর্থিক নিরাপত্তার কারণে একজন বয়সী পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। তরুণীদের মাঝে রঙিন পৃথিবীর মোহ স্বাভাবিক ভালোবাসা থেকে তাদের অস্বাভাবিক সম্পর্কে জড়াতে উৎসাহিত করছে। এবং এরই ফাঁদে পড়ে অনেক মহিলাই ভুল মানুষ নির্বাচন করে বিভিন্ন অপরাধমূলক চক্রে অজান্তেই সামিল হয়ে পড়ছে। অতএব মুখে যতই নারী স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা বলা হোক, সামাজিক পরিসরে গ্রাম থেকে শহরের প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় সৃষ্টিশীল প্রতিকূলতা মহিলাদের স্রেফ বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে সীমিত রাখছে।

কিছুদিন আগের এক সরকারি গণনায় জানা গিয়েছে যে সর্বশেষ ২০ বছরে এক কোটি গর্ভপাতের ঘটনা ঘটেছে, যা শুধু মাত্র নারী হওয়ার কারণে বাবা-মা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ বছরে ৫ লাখ নারী ভ্রূণ হত্যা করা হয়। ১৯৯০ সাল থেকে ২ কোটি ৫৮ লাখ কন্যাশিশুকে জরায়ুতেই হত্যা করা হয়েছে বলে জানায় সেই গবেষণা। লিঙ্গভিত্তিক গর্ভপাত দেশে বেআইনি হলেও তা একপ্রকার মানা হয় না। সম্প্রতি উত্তরাখন্ড রাজ্যের একটি খবর থেকে ভ্রূণ হত্যার ভয়াবহ চিত্র জানা যায়। প্রকাশ হওয়া তথ্যে বলা হয়, গত জুলাইয়ে উত্তরকাশির ১৩২টি গ্রামে কোনো কন্যাশিশুর জন্মই হয়নি।

অতএব মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টা সম্পূর্ণ মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক পরিসরে জড়িয়ে গিয়েছে সেখানে ভোটের মঞ্চে রাজনৈতিক ভাষণের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শ্রীরামপুরে দ্রুতগতিতে আসা লরির চাকায় পিষ্ট টোটোর ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: ভেঙে গুড়িয়ে যাওয়া একটা টোটো। তার মধ্যে দলা পাকিয়ে গিয়েছে চার-চারটে শরীর। রক্তে ভাসছে রাস্তা। একটা শরীর এমন ভাবেই থেঁতলে গিয়েছে, যে টোটোর সঙ্গে কার্যত মিশে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সাতসকালে ভয়ঙ্কর দৃশ্যে শিউরে উঠেছে গোটা এলাকা। সকালে টোটোয় চেপে কাজে যাচ্ছিলেন তাঁরা। পিছনের সিটে বসেছিলেন চারজন। পিছন থেকে একটি দ্রুতগতিতে আসা লরি পিষে দেয় টোটোটিকে। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা শ্রীরামপুরের বাঙ্গিহাটি দিল্লি রোডে। এখনও পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু খবর আসছে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। দিল্লি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুরের দিক থেকে কোন্নগরের দিকে যাচ্ছিল টোটোটি। পিছন থেকে একটি লরি এসে ধাক্কা মারে। সামনে দাঁড়িয়েছিল আর একটি লরি। দুটো লরির মাঝে রীতিমতো পিষে গুঁড়িয়ে যায় টোটোটি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই টোটোর মধ্যেই পিষে যায় চারজনের শরীর। দৃশ্য দেখে ছুটে আসেন রাস্তার ধারের দোকানি, স্থানীয় বাসিন্দারা। উদ্ধার করার আগেই সব শেষ। এরপরই ক্ষেপে ওঠেন এলাকার মানুষ। ঘাতক লরি সহ কয়েকটি লরি ভাঙচুর চালাতে থাকেন তাঁরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দিল্লি রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারা।

পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাইওয়েতে যান নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা নেই। বেপরোয়া গতির জন্যই এই দুর্ঘটনা। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'ডানকুনির দিকে যে রাস্তা যাচ্ছে, তাতে পরপর দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ি। রাতে পুলিশ এসে তোলা তোলে। এর আগেও দুর্ঘটনা ঘটেছে। তখন পুলিশ আশ্বাস দিয়েছিল এখানে ট্র্যাফিক সিগন্যালের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু সেটা হল কই? ভোটের আগে এই ইস্যু আমরাও তুলি। সবাই দেখে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তারপর আর কী!' যাত্রীদের দেহ উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেহগুলির ময়নাতদন্ত করা হবে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে পুলিশ।

কলকাতা স্থিত ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-১

ও এ নং : ১৮৫ -২০১৩ সালের
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
-বনাম-
জয় দাদা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি এবং অন্যান্য
সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে ২৬.০৪.২০২৪ তারিখ ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন সংস্করণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে শাখার নাম এবং ঠিকানা পড়তে হবে কলকাতা -৭০০০৭১ - কলকাতা -১ ৭০০০৭১ এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার বিজ্ঞপ্তি
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

জয়ন্তী কমার্শিয়াল লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস : **অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি @ ৫, ১৬ তম তল, ইউনিট ১৫১১, প্লট ৫, ব্লক-বিএন, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১ সম্পর্কিত**

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে বুধবার ৮ মে ২০২৪ তারিখে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি @ ৫, ১৬ তম তল, ইউনিট ১৫১১, প্লট ৫, ব্লক-বিএন, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১ কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত অবস্থান/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বয়ং/রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :

রেজিস্টার্ড অফিস : অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি @ ৫, ১৬ তম তল, ইউনিট ১৫১১, প্লট ৫, ব্লক-বিএন, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

দরখাস্তকারীর পক্ষে
জয়ন্তী কমার্শিয়াল লিমিটেড
স্বা/-
শিল্পা ঝুনঝুনওয়ালা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন-০১৯৪৫৬২৭

তারিখ : ১০.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮২/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭(১)(এ) -এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা শনিবার, ২৫ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে

১) ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ড করা হবে।
২) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য চূড়ান্ত লভ্যাংশের সুপারিশ বিবেচনা করতে পারে।
৩) কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক/ সংবিধিবদ্ধ অনুমোদন সাপেক্ষে, পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিটি ১০/- টাকা ফেস ভ্যালুর ইক্যুইটি শেয়ারের উপ-বিভাগ/ বিভাজনের প্রস্তাব।

উক্ত নোটিস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.wpil.co.in/investor-services.php** -তেও পাওয়া যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
৯ মে, ২০২৪

PRE-OFFER AADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTAINTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS") FOR THE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS OF

CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED

Corporate Identification Number: L92100WB1986PLC218825
Registered Office: 80, Burtolla Street, Kolkata – 700007, West Bengal, India | **Phone:** +91-77199 13351 | **E-mail ID:** cinerad@gttsolutions.in | **Website:** www.cineradcommunications.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 49,82,098 (FORTY NINE LAKHS EIGHTY TWO THOUSAND NINETY EIGHT) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (INDIAN RUPEES TEN) EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 26.00% (TWENTY SIX) PERCENT OF THE EMERGING VOTING CAPITAL OF THE TARGET COMPANY FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED, BY PANKAJ RAMESH SAMANI ("ACQUIRER NO. 1"), KAUSHAL UTTAM SHAH ("ACQUIRER NO. 2") UGPATWARDHAN SERVICES PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER NO. 3"), GANESH NATARAJAN ("ACQUIRER NO. 4"), UMA GANESH NATARAJAN ("ACQUIRER NO. 5"), MANOJ MANOHAR PANVELKAR ("ACQUIRER NO. 6"), NITIN NEMINATH PATIL ("ACQUIRER NO. 7") AND BASANTA KUMAR SWAIN ("ACQUIRER NO. 8") (HEREINAFTER, COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER").

This pre-offer advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement (**"Pre-Offer Advertisement"**) is being issued by Vivro Financial Services Limited, the Manager to the offer (**"Manager to the Offer"**), for and on behalf of the Acquirers, in compliance with Regulation 18(7) and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

This Pre-Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with (a) the Public Announcement dated January 22, 2024 (**"PA"**); (b) the Detailed Public Statement dated January 29, 2024, that was published in Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Navshakti (Marathi) and Ek Din (Bengali) (**"Newspapers"**) on January 30, 2024 (**"DPS"**); (c) the Draft Letter of Offer dated February 6, 2024 (**"DLOF"**) and (e) the Letter of Offer dated May 4, 2024 (**"LOF"**); e) Recommendation of Committee of independent directors of the Target Company which were approved on May 7, 2024 and published in Newspapers on May 8, 2024 (**"IDC Recommendation"**) (the PA, DPS, DLOF, LOF and IDC Recommendation are herein collectively referred to as **"Offer Document"**) issued by the manager on behalf of the Acquirers.

This Pre-Offer Advertisement is being published in all the Newspapers in which the DPS was published.

The Public Shareholders of the Target Company are requested to make a note of the following details relevant to the Offer.

Capitalized terms used but not defined in this Pre-Offer Advertisement shall have the meanings assigned to such terms in the LOF.

1. **Offer Price:** The Open Offer is made at a price of ₹10/- (Indian Rupees Ten only) per Offer Shares determined in accordance with Regulation 8(1) and Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Assuming full acceptance, the total consideration payable by the Acquirers under the Open Offer will be ₹ 4,98,20,980/- (Indian Rupees Four Crore Ninety-Eight Lakhs Twenty Thousand Nine Hundred Eighty only).

2. **Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC"):** The IDC Recommendation was approved on May 7, 2024 and published in Newspapers on May 8, 2024. The IDC is of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable in terms of the SEBI (SAST) Regulations.

3. **Other details of the Offer.**

3.1 This Open Offer is a mandatory offer being made by the Acquirers in compliance with Regulations 3(1) and 4 of SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price will be payable in cash by the Acquirers in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations.

3.2 The dispatch of the LOF to the Public Shareholders as on the Identified Date i.e. April 26, 2024, in accordance with Regulation 18(2) of the SEBI (SAST) Regulations has been completed through email and speed post on May 07, 2024. It is clarified that all the Public Shareholders whose names do not appear in the register of members of the Target Company as on the Identified Date (even if they acquire Equity Shares or if they become shareholders of the Target Company after the Identified Date) or those who have not received the LOF are eligible to participate in the Offer (except the Acquirer, Sellers and Promoters of the Target Company).

3.3 A Public Shareholder may participate in the Offer by approaching their Selling Broker and tender the Equity Shares in the Offer as per the procedure mentioned in the LOF.

3.4 Public Shareholders of the Target Company may download the LOF from the website of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE (www.bseindia.com), Manager to the Offer (www.vivro.net) or obtain a copy of the same from Niche Technologies Private Limited ("Registrar to the Offer") on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company.

3.5 In case of non-receipt/non-availability of the LOF / Form of Acceptance-cum-Acknowledgement, Public Shareholder may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholders), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares being tendered, and other relevant documents as mentioned in the LOF. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by BSE before the closure of the Offer.

4. **The procedure for tendering the Equity Shares in the Offer is as below:**

4.1 **For Holding Equity Shares in The Physical Form:**
Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Offer by approaching their respective Selling Broker along with complete set of relevant documents in the manner as set out in paragraph 8.3 on page 42 of the LOF.

4.2 **For Holding Equity Shares in The Dematerialized Form:**
Public Shareholders holding Equity Shares in dematerialised form may participate in the Offer by approaching their respective Selling Broker and providing the details of Equity Shares they intend to tender in the Offer in the manner as set out in paragraph 8.2 on page 41 of the LOF.

5. In accordance with Regulations 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the DLOF was submitted to SEBI on February 6, 2024. SEBI vide its letter bearing reference number no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2024/15797/1 dated May 2, 2024, issued its observations on the DLOF in terms of Regulation 16(4) of SEBI (SAST) Regulations (**"SEBI Observation Letter"**). SEBI's observations have been incorporated in the LOF.

6. **Material Changes:** The comments specified in the SEBI Observation Letter and certain changes (occurring after the date of the PA and/or DPS) which may be material have been incorporated in the LOF and are more particularly disclosed below:

6.1 Clause 3.2 of Paragraph II (Background of the offer) of the DPS shall be read as follows:
Below is the table summarizing the details of sale and acquisition of equity shares of GTT and equity shares proposed to be issued by the Company to the shareholders of GTT:

Sr. No.	Selling Shareholders of GTT	No. of equity shares of GTT to be sold/ transferred	No. of equity shares of Company to be issued under swap arrangement
1	Ganesh Natarajan	3,02,123	49,85,030
2	Uma Ganesh Natarajan	75,890	12,52,185
Total		**3,78,013**	**62,37,215**

6.2 The Schedule of activities as mentioned in the definition of Tendering Period on page no. 11 and at clause 7.1.6. on page no. 36 of the LOF is updated as follows:

Date of commencement of Tendering Period **(Offer Opening Date)**	Monday, May 13, 2024
Date of closure of Tendering Period **(Offer Closing Date)**	Monday, May 27, 2024

6.3 Clause 1.2 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.1.2 on page no. 20 of the LOF which is as follows:
Acquirer-1 holds 9,00,000 Equity Shares representing 4.70% of the Emerging Voting Capital of the Target Company. Except for acquisition of 9,00,000 Equity Shares pursuant to consummation of SPAs, Acquirer-1 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this LOF.

6.4 Clause 1.4 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.1.4 on page no. 20 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-1 is the Managing Director of the Target Company.

6.5 Clause 1.5 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.1.5 on page no. 20 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-1 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction as detailed in para 3.1 (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer. Further, Acquirer-1 is also interested to the extent of his shareholding in the Target Company and remuneration payable to him for being on the Board of Directors of the Target Company.

6.6 Clause 2.2 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.2.2 on page no. 21 of the LOF which is as follows:
Acquirer-2 holds 5,59,771 Equity Shares representing 2.92% of the Emerging Voting Capital of the Target Company. Except for acquisition of 5,59,771 Equity Shares pursuant to consummation of SPAs, Acquirer-2 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this LOF.

6.7 Clause 2.4 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.2.4 on page no. 21 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-2 is a Non-Executive Director of the Target Company.

6.8 Clause 2.5 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.2.5 on page no. 21 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-2 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction as detailed in para 3.1 (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer. Further, Acquirer-2 is also interested to the extent of his shareholding in the Target Company and fees payable to him for being on the Board of Directors of the Target Company.

6.9 The following paragraph has been incorporated at clause 4.3.3 on page no. 22 of the LOF which is as follows:
Acquirer-3 holds 9,00,000 Equity Shares representing 4.70% of the Emerging Voting Capital of the Target Company. Except for acquisition of 9,00,000 Equity Shares pursuant to consummation of SPAs, Acquirer-3 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this LOF.

6.10 Clause 3.5 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.3.6 on page no. 22 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-3 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction as detailed in para 3.1 (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer. Further, Acquirer-3 is also interested to the extent of its shareholding in the Target Company.

6.11 Clause 4.2 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.4.2 on page no. 24 of the LOF which is as follows:
Acquirer-4 holds 49,85,130 Equity Shares representing 26.02% of the Emerging Voting Capital of the Target Company. Except for acquisition of 49,85,130 Equity Shares pursuant to consummation of SPAs, Acquirer-4 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this LOF.

6.12 Clause 4.4 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.4.4 on page no. 24 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-4 is a Non-Executive Director of the Target Company.

6.13 Clause 4.5 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.4.5 on page no. 24 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-4 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction as detailed in para 3.1 (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer. Further, Acquirer-4 is also interested to the extent of his shareholding in the Target Company and fees payable to him for being on the Board of Directors of the Target Company.

6.14 Clause 5.2 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.5.2 on page no. 25 of the LOF which is as follows:
Acquirer-5 holds 12,52,285 Equity Shares representing 6.54% of the Emerging Voting Capital of the Target Company. Except for acquisition of 12,52,285 Equity Shares pursuant to consummation of SPAs, Acquirer-5 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this LOF.

6.15 Clause 5.5 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.5.5 on page no. 25 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-5 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction as detailed in para 3.1 (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer. Further, Acquirer-5 is also interested to the extent of her shareholding in the Target Company.

6.16 Clause 6.2 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.6.2 on page no. 26 of the LOF which is as follows:
Acquirer-6 holds 17,23,745 Equity Shares representing 9.00% of the Emerging Voting Capital of the Target Company. Except for acquisition of 17,23,745 Equity Shares pursuant to consummation of SPAs, Acquirer-6 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this LOF.

6.17 Clause 6.5 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.6.5 on page no. 26 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-6 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction as detailed in para 3.1 (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer. Further, Acquirer-6 is also interested to the extent of his shareholding in the Target Company.

6.18 Clause 7.2 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.7.2 on page no. 26 of the LOF which is as follows:
Acquirer-7 holds 17,23,745 Equity Shares representing 9.00% of the Emerging Voting Capital of the Target Company. Except for acquisition of 17,23,745 Equity Shares pursuant to consummation of SPAs, Acquirer-7 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this LOF.

6.19 Clause 7.4 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.7.4 on page no. 26 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-7 is a Non-Executive Director of the Target Company.

6.20 Clause 7.5 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.7.5 on page no. 26 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-7 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction as detailed in para 3.1 (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer. Further, Acquirer-7 is also interested to the extent of his shareholding in the Target Company and fees payable to him for being on the Board of Directors of the Target Company.

6.21 Clause 8.2 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.8.2 on page no. 27 of the LOF which is as follows:
Acquirer-8 holds 14,77,510 Equity Shares representing 7.71% of the Emerging Voting Capital of the Target Company. Except for acquisition of 14,77,510 Equity Shares pursuant to consummation of SPAs, Acquirer-8 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this LOF.

6.22 Clause 8.5 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 4.8.5 on page no. 27 of the LOF which is as follows:
As of the date of this LOF, Acquirer-8 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction, as detailed in para 3.1 (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer. Further, Acquirer-8 is also interested to the extent of his shareholding in the Target Company.

6.23 Clause 10.2 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 5.2 on page no. 28 of the LOF which is as follows:
The registered office of the Target Company is situated at 80, Burtolla Street, Kolkata – 700007, West Bengal India. Tel. No.: +91-77199 13351, Email id: cinerad@gttsolutions.in, website: cineradcommunications.com. There has been change in the registered office of the Target Company from Subol Dutt Building 13, Brabourne Road, Mezzanine Floor, Kolkata- 700001, West Bengal, India to 80, Burtolla Street, Kolkata – 700007, West Bengal, India vide board meeting dated April 22, 2024.

6.24 Clause 10.5 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 5.5 on page no. 29 of the LOF which is as follows:
The authorized share capital of the Target Company is ₹ 20,00,00,000 (Rupees Twenty Crores Only) comprising of 2,00,00,000 (Two Crore) Equity Shares of the face value of ₹ 10/- each. The issued, subscribed, paid up and voting equity share capital of the Target Company is ₹ 19,16,19,150/- (Rupees Nineteen Crore Sixteen Lakhs Nineteen Thousand One Hundred Fifty Only) comprising 1,91,61,915 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each.

6.25 Clause 2 of Part V (Financial Arrangements) of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 6.12.2 on page no. 35 of the LOF which is as follows:
In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer have opened an escrow account under the name and style of "Cinerad Communications Ltd. - Open Offer Escrow Account" ("Escrow Account") with "Kotak Mahindra Bank Limited", ("Escrow Banker") pursuant to an escrow agreement dated January 23, 2024 ("Escrow Agreement"). In accordance with the Regulation 17(3)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have made therein a cash deposit of ₹ 5,00,00,000 (Rupees Five Crore Only) in the Escrow Account, which is more than 100% of the total consideration payable in the Offer, assuming full acceptance. In terms of the Escrow Agreement, the Manager to the Offer has been authorized by the Acquirers to operate the Escrow Account in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. The cash deposit has been confirmed by the Escrow Banker by way of a confirmation letter dated January 29, 2024 and March 05, 2024.

6.26 Clause 1 of Part VI *(Statutory and other Approvals)* of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 7.3.1. on page no. 39 of the LOF which is as follows:
As on the date of this LOF, to the best of the knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required by the Acquirers to complete the Underlying Transaction. Further, BSE vide letter dated February 29, 2024 issued its inprinciple approval for issue of 28,00,000 Equity Shares to non-promoters on preferential basis for cash consideration and 1,11,61,915 equity shares to promoters on preferential basis pursuant to share swap. Further, shareholders by way of extra-ordinary general meeting had approved the Underlying Transaction on February 16, 2024. If, any other statutory or other approval becomes applicable prior to completion of such acquisitions, the Underlying Transaction contemplated under the SPAs and the Open Offer would be subject to receipt of such statutory approvals and consent of shareholders.

6.27 The following paragraph has been inserted at clause 3.1.12 on page 17 of the LOF which is as follows:
The Board of Directors of the Target Company, at its meeting held on March 13, 2024, inter-alia approved the following:
a) Appointment and resignation of Directors & KMP:

Sr. No.	Name	Designation	DIN	Reason
1	Pankaj Ramesh Samani	Managing Director	06799990	Appointment
2	Kaushal Uttam Shah	Non-Executive Director	02175130	Appointment
3	Ganesh Natarajan	Non-Executive Director	00176393	Appointment
4	Nitin Neminath Patel	Non-Executive Director	07686672	Appointment
5	Satyam Jaiswal	Independent Director	09282921	Resignation
6	Santosh Choradia	Non-Executive Director	08471379	Resignation
7	Pritika Choraria	Independent Director	08752495	Resignation
8	Nitesh Singh	Independent Director	08751700	Resignation
9	Pradeep Kumar Daga	Non-Executive Director	00080515	Resignation
10	Vinita Daga	Executive Director – CEO-MD	00080647	Resignation
11	Sudhir Kabra	Non-Executive Director	00307213	Resignation
12	Dilip Kumar Hela	Chief Financial Officer	N.A.	Resignation
13	Chirag Samani	Chief Financial Officer	N.A.	Appointment
14	Ebrahim Nimuchwala	Company Secretary	N.A.	Appointment
15	Priti Jain	Company Secretary	N.A.	Resignation

b) Allotment of Equity Shares to the Acquirers, pursuant to consummation of SPAs.
c) Allotment of Equity Shares on Preferential basis to public shareholders as detailed in the notes to clause no. 5.19 of this LOF.

6.28 Clause 11.17 of the DPS has been modified in the LOF and appears at clause 3.2.12 on page no. 19 of the LOF which is as follows:
In terms of Regulation 22(2) the Acquirers has deposited 100% of escrow amount as required under Regulation 17 in the escrow account and taken control of the Target Company after expiry of 21 (Twenty-One) working days from the date of this Detailed Public Statement. Accordingly, the Acquirers have been classified as promoters of the Target Company pursuant to consummation of the Underlying Transaction.

6.29 There are no outstanding convertible instruments (Warrants/FCDs/PCDs) of the Target Company, and the same has been updated at clause 5.16 on page no. 30 of the LOF.

7. **Details regarding the status of the statutory and other approvals**:
To the best of the knowledge and belief of the Acquirers, as on the date of this Pre-Offer Advertisement, there are no other statutory or other approvals required to implement the Offer. If any other statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals. Please also refer to paragraphs 3 (Details of the Open Offer) and paragraph 7 (Terms and Conditions of the Open Offer) of the LOF for further details.

8. **Schedule of activities.**

Activity	Original Day and Date	Revised Day and Date
Issue of Public Announcement	Monday, January 22, 2024	Monday, January 22, 2024
Publication of DPS in newspapers	Tuesday, January 30, 2024	Tuesday, January 30, 2024
Last Date of filing of Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday, February 6, 2024	Tuesday, February 6, 2024
Last date for Public Announcement for competing offer	Wednesday, February 21, 2024	Wednesday, February 21, 2024
Last date for receipt of comments from SEBI on the draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	Wednesday, February 28, 2024	Thursday, May 02, 2024
Identified Date	Friday, March 01, 2024	Friday, April 26, 2024
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders	Monday, March 11, 2024	Monday, May 13, 2024
Last date by which a committee of independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer	Wednesday, March 13, 2024	Wednesday, May 08, 2024
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the offer Size	Thursday, March 14, 2024	Friday, May 10, 2024
Date of publication of opening of Open Offer public announcement in the newspaper in which DPS has been published	Friday, March 15, 2024	Friday, May 10, 2024
Date of commencement of Tendering Period (**Offer Opening Date**)	Monday, March 18, 2024	Monday, May 13, 2024
Date of closure of Tendering Period (**Offer Closing Date**)	Tuesday, April 02, 2024	Monday, May 27, 2024
Last date of communicating of rejection/acceptance and completion of payment of consideration for accepted tenders or return of unaccepted shares	Friday, April 19, 2024	Monday, June 10, 2024
Last date for publication of post Open Offer public announcement in the newspaper in which DPS has been published	Friday, April 26, 2024	Tuesday, June 18, 2024
Last Date of Filing the Final report to SEBI	Friday, April 26, 2024	Tuesday, June 18, 2024

9. The Acquirers and their directors accept full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company) and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this offer.

10. The Pre-Offer Advertisement would also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in and on the website of the Manager to the Offer at www.vivro.net.

Issued by Manager to the Offer on Behalf of the Acquirers	Registrar to the Offer
VIVRO **Vivro Financial Services Private Limited** **Address:** Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India. **Tel No.:** 079-4040 4242 | **SEBI Reg. No.:** MB/INM000010122, **Email:** investors@vivro.net | **Website:** www.vivro.net **Contact Person:** Shivam Patel | **CIN:** U67120GJ1996PTC029182	**Niche Technologies Private Limited** 3A Auckland Place, 7 th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata- 700 017 **Tel. No.:** +91 33 2280 6616 / 17 / 18 **SEBI Reg. No.:** INR000003290 | **Website:** www.nichetechpl.com **Email:** nichetechpl@nichetechpl.com **Contact Person:** Ashok Sen

For and on behalf of the Acquirers
Sd/-
Pankaj Ramesh Samani
Acquirer-1

Place: Mumbai
Date: May 9, 2024

AdBaaz

নির্বাচনের পর তৃণমূল নেতাদের বাড়িছাড়া করার হুঁশিয়ারি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নির্বাচনের পর তৃণমূল নেতাদের বাড়িছাড়া করার হুঁশিয়ারি ওন্দার বিধায়কের। ২৪ এর নির্বাচনের পর তৃণমূল জেলা যুব সভাপতি এবং ব্লক সভাপতিকে বাড়িছাড়া করার হুঁশিয়ারি পাশাপাশি পুলিশকেও একহাত নিলেন ওন্দার বিধায়ক। বিধায়ককে পালটা হুঁশিয়ারি তৃণমূল জেলা যুব সভাপতির।

বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন ওন্দা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অমরনাথ শাখা। মঞ্চে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর উপস্থিতিতে ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখা বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন। হুঁশিয়ারি দিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সুব্রত দত্ত ওরফে গোপী দত্তকে এবং পাত্রসায়ের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রভাত মুখোপাধ্যায় ওরফে বুলে মুখোপাধ্যায়কে। প্রকাশ্য মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওন্দার বিধায়ক কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, '২০২৪ সালের পর গোপী দত্ত এবং বুলে মুখোপাধ্যায়কে পাত্রসায়েরে পাওয়া যাবে না আমরা এটা দেখতে চাই। তাঁদেরকে আমরা ঘরছাড়া করবই করব, কারও বাবার ক্ষমতা নেই, পুলিশ প্রশাসনের ক্ষমতা নেই যে তাঁদেরকে আটকায়।' পুলিশ প্রশাসনের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা মমতা বেগমের চামচাগিরি করে কতদিন বাঁচবেন।'

এমনকি সংবাদ মাধ্যমের মুখে ামুখি হয়েও ওন্দার বিধায়ক তৃণমূল যুব সভাপতির উদ্দেশে বলেন, 'মনে করলে এখনই গোপী দত্তকে বাড়িছাড়া করতে পারি, আমার কর্মীগুলো যদি ঠিক থাকে।' পালটা প্রতিক্রিয়া বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সুব্রত দত্তর। তিনি বলেন, 'আমি এলাকার মানুষকে বলব এদেরকে ভোট দিয়ে মানুষ জিতিয়েছে এলাকার উন্নয়ন করার জন্য মানুষের পাশে থাকার জন্য। এরা ভোটে জিতে উন্নয়নের কথা ভুলে গিয়েছে, মানুষের পাশে থাকার কথা ভুলে গিয়েছে, এরা ঘরছাড়ার কথা বলে, এই তো এমএলএ, এই তো বিজেপি দল, এই তো তাদের সংস্কৃতি।' তবে অমরনাথ শাখার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এটা তাঁর দিবা স্বপ্ন, স্বপ্নের দুনিয়ায় থাকুন, বাস্তবে এলে বাস্তব চিত্রটা অনেক কঠিন আর কঠিন থেকে কঠিনতর কী ভাবে করতে হয় সেটা আমি জানি। আমরা জেতার আগে উন্নয়নের বার্তা দিয়েছিলাম আর এরা যে তার আগে ঘর ছাড়ার বার্তা দিচ্ছে।'

বিজেপি মায়েদের সম্মান নিয়ে খেলছে, সেটা বাংলায় সম্ভব নয়, দাবি রাজন্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: 'বিজেপি মায়েদের সম্মান নিয়ে যে খেলা খেলছে,সেটা বাংলায় সম্ভব নয়, আর সেটা বাংলার মায়েরাই প্রমাণ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী আসল সত্য ঠিক বের করবেন।' মিছিল শেষে রাজ্য যুবনেত্রী রাজন্যা হালদার সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও প্রসঙ্গে একথা বলেন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শহর দুর্গাপুরবাসী দেখেছে ঐতিহাসিক এক মহামিছিল। এবার শহর নয়, মফস্বলেও আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে ঐতিহাসিক মহামিছিল দেখল দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক মহামিছিলের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই মিছিলটি শুরু হয় মাধাইপুর কোলিয়ারির তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয় থেকে। মিছিলটি প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে এদিন। মিছিলের নজর কাড়ার মতো উপস্থিতি ছিল মহিলাদের। প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক এই মিছিলে পা মেলান। তৃণমূল কংগ্রেসের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, তাঁদের প্রার্থীকে এই এলাকা থেকে ব্যাপক ভোটে লিড দিয়ে বিজয়ী বানানোর অঙ্গীকার নিয়েছেন তাঁরা। এদিনের এই মিছিলে ছিলেন তৃণমূলের যুবনেত্রী রাজন্যা হালদার ও গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ ছাড়াও প্রচুর তৃণমূলের নেতা ও কর্মী।

SBI — এসএমই বালিগঞ্জ শাখা (৪১৪০)
৬ষ্ঠ তল, ৫০এ, গড়িয়াহাট রোড,
কলকাতা - ৭০০০১৯ ই-মেল - sbi.04140@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ : **মেসার্স প্রিশা ট্রেডিং** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত/ দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তাং অনুযায়ী)
মেসার্স প্রিশা ট্রেডিং **স্বত্বাধিকারী : শ্রী সঞ্জয় সাহা** **সম্পত্তির ঠিকানা :** ৫/৩১এ, নেতাজি নগর, কলকাতা : ৭০০০৪০, পশ্চিমবঙ্গ। **বন্ধকদাতা: শ্রীমতি সুমিত্রা সাহা** **ব্যক্তিগত জামিনদাতা :** **১) শ্রী সঞ্জয় সাহা, পিতা প্রয়াত বৃন্দাবন সাহা,** ঠিকানা : ৫/৩১এ, নেতাজি নগর,রিজেন্ট পার্ক,কলকাতা : ৭০০০৪০, পশ্চিমবঙ্গ। **২) শ্রীমতি পূজা পালিত, স্বামী শ্রী সঞ্জয় সাহা,** **ঠিকানা : ক)** ১১/১০, গোবিন্দপুর রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা : ৭০০০৪৫, পশ্চিমবঙ্গ, ঠিকানা : **খ)** ৫/৩১এ, নেতাজি নগর,রিজেন্ট পার্ক,কলকাতা : ৭০০০৪০। **৩) শ্রীমতি সুমিত্রা সাহা, স্বামী প্রয়াত বৃন্দাবন সাহা, ঠিকানা :** ৫/৩১এ, নেতাজি নগর, রিজেন্ট পার্ক,কলকাতা : ৭০০০৪০, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৯ ছটাক ১৫ বর্গফুট - ০৩ কাঠা ০৯ ছটাক জমি থেকে এবং তদস্থিত একটি ভগ্ন কুঠী (ভবন) এস প্লট নং ১৩৫, ই প্লট নং ৪৮৮, নেতাজি নগর কলোনি, মৌজা : খানপুর, জেএল নং ৪৬, সিএস প্লট নং ২৬৮(অংশ), থানা : যাদবপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,ডাক ঠিকানা : ৫/৩১এ, নেতাজি নগর, কলকাতা: ৭০০০৪০, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৮ অধীন। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : এস/পি নং ৫/৪৬ এবং ই/পি নং ৪৯৮ এবং ৫০১, দক্ষিণে : ১৮ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : বিক্রেতার অবশিষ্ট অংশ ,পশ্চিমে : এস/পি নং ৫/৩০ এবং ই/পি নং ৪৮৯। (হস্তান্তর দলিল নং ৯১৫৯-১৩.১২.১৯৯৪ অধীন শ্রীমতি সুমিত্রা সাহার অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত জেলা সাব রেজিস্ট্রার -১,দক্ষিণ ২৪ পরগনা,আলিপুর অধিক্ষেত্রে)।	২২.০৪.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪	**১,৬২,২০,৮৪১.৭৭ টাকা** (এক কোটি বাষট্টি লাখ কুড়ি হাজার আটশ একচল্লিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) **২১.০৪.২০২৪** অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

দ্রষ্টব্য : উল্লেখ্য রেফা নং **SMEB/AMT-IV/2024-25/16** তারিখ ০৬.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পুনরায় অনুরোধ করা হচ্ছে ২০২২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আমাদের পূর্বের নোটিশ তারিখ ২২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী বিবেচিত।

তারিখ : ১০.০৫.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঙ্ক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ **২৭.০৫.২০২৪**

ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
শাখা: দমদম **অ্যাকাউন্টের নাম:** **শ্রী অনিল বিয়ানি (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী পুনম বিয়ানি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **ঠিকানা :-** ২০/১ জে এন তিওয়ারি রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০০২৮	একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬২৫ বর্গফুট (কমবেশি), ''মোহিনী মোহন অ্যাপার্টমেন্ট'' নামক জি+৪ তলা ভবনের ৪র্থ তলার দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাট, ছোট্টো একটু আশা অ্যাপার্টমেন্টের নিকটবর্তী হোল্ডিং নম্বর ৫৪, ঈশ্বর গুপ্ত রোড, মৌজা-দিগলা, জে এল নং ১৮, তৌজি নং ১৭৩, আরএস নং ১৬১, খতিয়ান নং ১৫৩, দাগ নং ৯৭৫/১১৪৫ রেকর্ড অনুযায়ী ৯৭৫/৪৪৯৯, থানা- দমদম এডিএসআর কাশীপুর -এর এক্তিয়ারের অধীনে, দমদম ওয়ার্ড নং ৭, কলকাতা-৭০০০২৮, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর-** ১৫ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা, দক্ষিণে- অমিয় ভূষণ গোষের বাড়ি দ্বারা, পূর্বে - শুক্লা'র বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমে- অরুন মল্লিকের বাড়ি দ্বারা।	**১৫,০১,৫৩২.৬৫/- টাকা** ব্যাঙ্কের পাওনা পরিশোধ না করার কারণে ৩১.০৩.২০২১ থেকে কার্যকর অধার্যকৃত সুদ	১২.০৮.২০২১ এবং ২৫.০৫.২০২৩ (বাস্তবিক দখল)	**১৬,২৫,০০০/- টাকা এবং ১,৬২,৫০০/- টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল ''**অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং**'' **প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auction home/ibapi.index.jsp -এর মাধ্যমে হবে।**
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৭.০৫.২০২৪ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ৪২০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে।** এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। **ডাকদাতারা ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ২২.০৫.২০২৪ বেলা ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে পরিদর্শন করতে পারেন।**
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://www.mstcecommerce.com/auction home/ibapi/index.jsp -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের লিঙ্ক দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রীমতী কুমারী শিল্পী (+৯১৯০৩১১৫৭৬৩৬) অথবা শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১৮২৪৯৩২৮৫৪৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ ''**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**'', ''**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**'' এবং ''**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**'' বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সম্পত্তির শিরোনাম এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/পাওনা, **বাস্তবিক দখল গ্রহণের সাথে জড়িত সময় এবং ব্যয় (প্রতীকী দখলের অধীনে সম্পত্তির জন্য)** সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। অনুমোদিত অফিসার / সুরক্ষিত পাওনাদার **কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি / অধিকার / বকেয়া এবং শারীরিক দখল গ্রহণের সাথে জড়িত বিলম্ব, ব্যয় এবং / অথবা আইনী সমস্যাগুলির জন্য কোনওভাবেই দায়বদ্ধ থাকবেন না (প্রতীকী দখলের অধীনে সম্পত্তির ক্ষেত্রে)**
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) মেসার্স এমএসটিসি দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ২৪.০৫.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত।**
(৮) **সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় সংক্রান্ত অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিড প্রাইস গ্রহণের পর পরবর্তী দিনের মধ্যে পরিশোধিত ইএমডিসহ বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে, তা না হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা / ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে, তবে তিনি সর্বদা নিলামের জন্য আইনত যোগ্য হন। বিড/ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয়ের ১৫তম দিনে বা তার আগে (ব্যাংকিং সময়কালে) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের সময় অথবা শুধুমাত্র অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবেচনায় লিখিতভাবে সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হবে। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে দরদাতা কর্তৃক ইতিমধ্যে জমা কৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংক নিলাম বাতিল এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা থাকবে।**
(৯) **সমগ্র বিক্রয় বিবেচনাপ্রাপ্তির পরে, অনুমোদিত কর্মকর্তা দরদাতার অনুরোধে দরদাতা বা তার মনোনীত ব্যক্তির নামে বা অন্য ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং বিক্রয়টি পরবর্তীতে সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**
(১০) **অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।**
(১১) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১২) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের জন্য ত্রিশ/পনেরো দিনের নোটিশ।
(১৩) আরও বিশদ, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাদি ডাউনলোড করার জন্য, দয়া করে দেখুন https://www.bankofindia.co.in.

তারিখ: ১০.০৫.২০২৪
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.০৫.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ''আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।''

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **২৯.০৫.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৯,১২,২০৩.০০ টাকা (উনিশ লাখ বারো হাজার দুশো তিন টাকা)** ০৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাসোয়ান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা ব্রহ্মদেও পাসোয়ান **ঠিকানা** - ৮২/১ বিএসএনএল স্টাফ কোয়ার্টার, বালিগঞ্জ প্লেস, রুম নং বি৬০১, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** কোয়ার্টার নং ই৫, টাইপ - ৩, বিএসএনএল কলোনি, সিদগোরা, সিদগোরা থানার নিকট, পূর্ব সিংভূম, শহর জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০৯, **এবং** ২০১, ৩য় তল, গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট, মনোহরপুর, ওয়ার্ড নং ৯, ডানকুনি পুরসভা, ডানকুনি, পো. এবং থানা - ডানকুনি, জেলা - হুগলি-৭১২৩১১, **এবং** হরদিমো, খায়রা, জামুই, খায়রা, বিহার-৮১১৩১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০১, তিনতলায় ভবনের নাম ''গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট'' পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৬৫০-২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অর্থাৎ মোট এরিয়া ৭৮০ বর্গফুট মার্বেল মেঝে, ২ বেড রুম,১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা, তপশিল ''এ'' অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত জমি পরিমাণ এরিয়া ১০.৭৪ ডেসিমেল কমবেশি সমপরিমাণ ০৬ কাঠা ০৮ ছটাক, কমবেশি জি-৫ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, আরএস দাগ নং ১৭০৩ এবং ১৭৫৯, আরএস খতিয়ান নং ২১৬, এলআর দাগ নং ২৩৯৪ এবং ২৩৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮২, ৮৭৭৭ এবং ৮০৬/২, স্থানীয় ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৯ অধীন, থানা : ডানকুনি, পিন : ৭১২৩১১, এডিএসআর-জনাই অধিক্ষেত্রে, জেলা : হুগলি, সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত যাবতীয় নির্মাণ, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ সমন্বিত। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক -১, ভল্যুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ২০৪২৪৪ থেকে ২০৪২৮৭, দলিল নং ০৬০৮০৮২৮৭ -২০২১ সালের।
সম্পত্তি শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাশোয়ান, পিতা ব্রহ্মদেও পাশোয়ানের নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২০২, পূর্বে : সিঁড়ি এবং লিফট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
সংরক্ষিত মূল্য : ২১,১০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা : ২,১১,০০০.০০ টাকা এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.০৫.২০২৪ — SARB FILE NO. 19599/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ : ১০.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এ বন্দোবস্ত দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত, অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', এবং ''সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে'', আগামী **১২.০৬.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ ও তারিখ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	**ক) মেসার্স কৃষ্ণ রেডিমেড সেন্টার (স্বত্বাধিকারী- শ্রী কৃষ্ণপদ ভৌমিক, ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), শ্রীমতী বীথিকা ভৌমিক (জামিনদার)** স্বামী- শ্রী কৃষ্ণপদ ভৌমিক **ঠিকানা-** ২, বাচারপাড়া রোড, নেতাজি নগর, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩ **খ) ঠাকুরপুকুর শাখা**	জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ কমবেশি ০২ কাঠা, ০৪ ছটাক, ২১ বর্গফুট জমিতে নির্মিত ৬৬৫ বর্গফুট বিল্ডিং যা পশ্চিমবাড়িশা মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ১৯, আরএস দাগ নং ৪৩, খতিয়ান নং-১৫৫০/৩, দাগ নং-২০৬০ তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, পরগনা খাসপুর, প্রেমিসেস নং- ৫৪৪, ২ নং বাচার পাড়া, কলকাতা- ৭০০০৬৩ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) বিক্রয় দলিল নং আই-৩০৯৮ তারিখ ১৪.০৯.১৯৯৫, বুক নং- আই, ভলিউম নং ৫৩, পৃষ্ঠা-১২ এবং বিক্রয় দলিল নং আই-২৩৫৭ তারিখ - ১৯.০৬.২০০১, বই নং- আই, ভলিউম নং ৫৪, পৃষ্ঠা-১৮৫ থেকে ১৯২, এডিএসআর বেহালায় শ্রী কৃষ্ণপদ ভৌমিক পিতা- প্রয়াত ধনঞ্জয় ভৌমিক এর নামে নিবন্ধিত। **সীমানা:** উত্তর- বিশ্বনাথ দেবনাথের জমি এবং ভবন (দাগ নং ২০৬০), দক্ষিণ- সত্য নায়েকের জমি এবং ভবন (দাগ নং ২০৬০ এর অংশ), পূর্ব- বিজয় মন্ডলের জমি (দাগ নং ২০১৮), পশ্চিম- ১২' -০" কেএমসি রোড দ্বারা। **দখলের ধরন : প্রতীকী**	**১৫,০৮,৬৩২.০০ টাকা (পনের লক্ষ আট হাজার ছয়শো বত্রিশ টাকা মাত্র) ২১.০৯.২০২২ অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ।	**ক) ৩১,০৪,০০০.০০ টাকা** **খ) ৩,১০,৪০০.০০ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) IDIB50237417944** **ঙ) শূন্য**

সম্পত্তির সন্ধান

ব্যাংক ওয়েবসাইট:	ই-অকশন ওয়েবসাইট ইউআরএল- https://ibapi.in/	নথিপত্র	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ফটো	সম্পত্তির ভিডিও

ই-অকশনের তারিখ ও সময়- ১২ জুন, ২০২৪ (১২.০৬.২০২৪) সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১০.০৫.২০২৪, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৮.০৫.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ২১.০৫.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে ডাকদাতার ওয়ালেটের মাধ্যমে যা মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-অকশন সাইট **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** মাধ্যমে আরটিজিএস/ এনইএফটি দ্বারা স্থানান্তর/দাখিল করতে হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিটক প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক ইএমডি ক্রেডিট স্বীকৃতি দেওয়া হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গৃহীত এবং আপডেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে দেখার পরই। এই প্রক্রিয়া ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগতে পারে ফলে ডাকদাতাগণকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে দাখিল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে '**যেখানে যেমন আছে**', '**যেখানে যা আছে**' এবং '**যেখানে যেমন অবস্থায় আছে**' ভিত্তিতে ২৮.০৫.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা বিকেল ৩টার মধ্যে।

[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]

সংশ্লিষ্ট **৭,৫৯,৫৮,৪৩৮.০০ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স অধিকারী ইলেক্ট্রোকেম ইন্ডাস্ট্রিজ লি.** এবং **জামিনদাতাগণ নাম প্রয়াত গোপাল চন্দ্র অধিকারী এবং প্রয়াত সুব্রত অধিকারী, বর্তমানে ১) মাস্টার সুমঙ্গল অধিকারী** (নাবালক) প্রয়াত সুব্রত অধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী **২) কুমারী সুপ্রীতি অধিকারী** (নাবালিকা) প্রয়াত সুব্রত অধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী **৩) শ্রীমতি মধুমিতা অধিকারী** প্রয়াত সুব্রত অধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী এবং জামিনদাতা **৪) অশোকা অধিকারী** প্রয়াত সুব্রত অধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী **৫) শ্রীমতি শিবানি চক্রবর্তী** জামিনদাতা, **৬) শ্রী কৌশিক রায়** জামিনদাতা **৭) শ্রী লক্ষণ অধিকারী** প্রয়াত গোপাল অধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী এবং জামিনদাতা **৮) শ্রী সোমনাথ অধিকারী** প্রয়াত গোপাল অধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী এবং জামিনদাতা-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।

সংরক্ষিত মূল্য ঃ ২,১০,০০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ২১,০০,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১. ফ্যাক্টরি এবং ভবন :
ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ ৪০ ডেসিমেল, জেলা: হুগলি, থানা : মগরা, মৌজা : মিঞ্জাপুর, জেএল নং ৪২, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৪(৮০), দাগ নং ৬ (অংশ) এবং ১৭ ডেসিমেল, জেলা : হুগলি, থানা : মগরা, মৌজা : আমোদঘাটা, জেএল নং ৪০, আরএস খতিয়ান নং ৪৩৪, এলআর খতিয়ান নং ১৪৭৯(২৩৬), এলআর দাগ নং ৩২১, দলিল নং ১-১৭৯০/২০০৭, জেলা সাব রেজিস্ট্রার-১, হুগলি, সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ অধিকারীর নামে । খ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৫৭ ডেসিমেল, জেলা : হুগলি, থানা : মগরা, মৌজা : মিঞ্জাপুর, জেএল নং ৪২, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৩(৮০), এলআর দাগ নং ৬, দলিল নং ১-১৭৯৪/২০০৭, জেলা সাব রেজিস্টার -১, হুগলি, সম্পত্তিশ্রী সুব্রত অধিকারীর নামে। গ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৪৩ ডেসিমেল , জেলা : হুগলি,থানা : মগরা, মৌজা : মিঞ্জাপুর, জেএল নং ৪২, এলআর খতিয়ান নং ৪৪২(৮০), দাগ নং ৬(অংশ) এবং ১৪ ডেসিমেল , জেলা : হুগলি,থানা : মগরা, মৌজা : আমোদঘাটা, জেএল নং ৪০, আরএস খতিয়ান নং ৪৩৪, এলআর খতিয়ান নং ১৪৮০(২৩৬), এলআর দাগ নং ৩২০(অংশ)দলিল নং ১-১৭৮৮/২০০৭, জেলা সাব রেজিস্ট্রার -১, হুগলি, সম্পত্তি শ্রী লক্ষ্মণ অধিকারীর নামে। ঘ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৫ ছটাক (আনুমানিক ২.১৬ ডেসিমেল) , জেলা : হুগলি, থানা : মগরা, মৌজা : মিঞ্জাপুর, জেএল নং ৪২, আরএস খতিয়ান নং ৭৬, এলআর খতিয়ান নং ১৬১, দাগ নং ৭, দলিল নং ১-১০২/১৯৯৫, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হুগলি, সম্পত্তি শ্রী সুব্রত অধিকারী, শ্রী সোমনাথ অধিকারী এবং শ্রী লক্ষ্মণ অধিকারীর নামে।

সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তির জন্য অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট **https://ibapi.in/Sale_info_login.aspx** এবং **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ ঃ ১০.০৫.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

গরিবের সঙ্গে চোরেদের লড়াই, গরিব জিতবে, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দলিত গরিবের সঙ্গে চোরেদের লড়াই। এই লড়াইয়ে গরিব জিতবে। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত জেলাশাসকের দপ্তরে বসিরহাট ও বারাসাতের দুই বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র ও স্বপন মজুমদার মনোনয়ন জমা দেন। এই দুই পদ্ম প্রার্থীর সমর্থনে বারাসাতের রথতলা থেকে জেলাশাসকের দফতর পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই সন্দেশখালি ও রেখা পাত্র প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করেন শুভেন্দু। এদিন তিনি বলেন, সন্দেশখালিতে যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আইপ্যাকের কারসাজি। তিনি বলেন, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়াল আদালতে যাবেন এবং ওই ভিডিওর সত্যতা প্রমাণের জন্য সিবিআই তদন্তের দাবি জানাবেন। তিনি আরও বলেন, ১৩ বছরের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ পিসি আর ভাইপো একটি দলিত ও গরিব পরিবারের মহিলাকে ভয় পাচ্ছেন। এটাই আমাদের কাছে গর্বের। দুই হাজার কোটি টাকা ইলেকট্রোরাল বন্ডে জমা করার পর, বড় বড় পাঁচতলা-সাততলা বাড়ি বানানোর পর, চারটে হেলিকপ্টার, দুটি চাটার্ড ফ্লাইট কেনার পরে একটা গরিব বাড়ির মেয়েকে ভয় পাচ্ছে। গরিবের সঙ্গে চোরেদের লড়াই। এই লড়াইয়ে গরিব জিতবে। রেখা পাত্র জিতবে। নিজেদের হার নিশ্চিত ভেবেই এইসব অপবাদ দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের এই অপশাসনে বসিরহাট থেকে রেখা পাত্র এবং বারাসাত থেকে স্বপন মজুমদার বিপুল ভোটে জিতবে। পাশাপাশি আগামী ১৩ তারিখ ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এর সমর্থনে ভাটপাড়ার জীলাপি মাঠে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অভিযোগ সেই মাঠ সংস্কারের নামে খুড়ে দিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, তৃণমূল এখন মাঠ খুঁড়ছে, ৪ তারিখের পর কপাল খুঁড়বে।

বারাসাতের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার বলেন, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কাকলি দেবী বারাসাতে কোনও কাজ করেননি। নিজের উন্নয়ন তহবিলের টাকায় তার ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দিয়ে তার থেকে ৭০-৮০ শতাংশ কাটমানি খেয়েছেন। আগামীদিনে তারও হিসেব হবে। তাই বারাসাতের লোকসভাবাসী এবার তাকে বয়কট করবেন। বিজেপির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।

শুভেন্দু বাঁকুড়ায় মহিলাদের কুরুচিকর মন্তব্যের দাবিতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

৪৮ ঘণ্টায় ক্ষমা চাওয়ার দাবি সুজাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শুভেন্দু অধিকারী বাঁকুড়ায় মহিলাদের কুরুচিকর মন্তব্যের দাবিতে প্রতিবাদে ইন্দাসে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন মহিলারা। শুভেন্দু অধিকারীকে ৪৮

ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি সুজাতা মণ্ডল।

বুধবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পাত্রসায়ের ব্লকের বালসি জনসভা থেকে রায়পুরের মিছিলে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই সিমলাপালের হেতাগোড়ায় তৃণমূলের একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেই সভা থেকে শুভেন্দুর উদ্দেশ্যে চোর স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা, এরপরেই মেজাজ হারিয়ে কনভয় থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, পুলিশকে ধমক দেওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন বিরোধী দলের নেতা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বৃহস্পতিবার ইন্দাসের সাহসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারানপুর গ্রামে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের নেতৃত্বে এবং ইন্দাস ব্লক সভাপতি উপস্থিতিতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের দাবি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মহিলাদের কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে শুভেন্দু অধিকারীকে। তিনি যদি ক্ষমা না চান আগামী দিনে এই ইন্দাস থেকে প্রতিবাদ গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং মহিলারা শুভেন্দু অধিকারীকে ঘর থেকে বেরনো বন্ধ করে দেবে।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, ‘যে ভিডিওটা এসেছে তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী গালাগালি করতে পারে না। তবে পুলিশের কর্তব্য বিরোধী দলনেতাকে প্রোটেকশন দিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই কাজ পুলিশ করে না।’

বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের লাভপুর বিধানসভা এলাকার শ্রীনিধিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে প্রচার করলেন বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহা। প্রচারের সময় গ্রামেরই শিশুকে কোলে তুলে নেন।

নির্বাচনী প্রচারে আমডাঙা আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আগামী ১৩ তারিখে আমডাঙার সাধনপুর মাঠে নির্বাচনী জনসভা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের সমর্থনে এই সভা করবেন দলনেত্রী। সেই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার মাঠ পরিদর্শনে যান বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতিক্ষা ঝারখরিয়া, আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান সহ অন্যান্যরা। রফিকুর রহমান জানান, আগামী ১৩ তারিখে আমডাঙার সাধনপুর মাঠে সভা করবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত ঠিক হয়েছে ওইদিন দুপুর ২ টো নাগাদ সভা শুরু হবে। তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক জানান, আপাতত ঠিক হয়েছে ১৩ তারিখ দলনেত্রী বারাকপুর লোকসভার প্রচারে আসবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সভার পর জয়ের ব্যবধান বাড়বে বলেই মনে করছেন পার্থ ভৌমিক। তৃণমূল সূত্রে খবর আগে ঠিক হয়েছিল আমডাঙা বিধানসভার দত্তপুর রেল ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর সভা হওয়ার। পরবর্তীতে ঠিক হয় আমডাঙার সাধনপুর মাঠে সভা করা হবে। সেইমতো এদিন সাধনপুর মাঠ পরিদর্শনে যান সকলে।

সংস্কৃতে ১০০ পেয়ে তাক লাগাল বাগনানের মৃত্তিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: ব্রাত্য সংস্কৃত বিষয়ে ১০০ পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। হাওড়া বাগনানের মুগকল্যাণ হাইস্কুলের ছাত্রী মৃত্তিকা ভট্টাচার্য। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮০। জানা গিয়েছে, মৃত্তিকার বাবা নীলাদ্রি ভট্টাচার্য পেশায় একটি আলতা সিঁদুর প্রস্তুতকারী সংস্থার কর্মী। মৃত্তিকার বাড়ির বাগানের

অখ্যাত বাঁটুল গ্রামে। মা লিপিকা ভট্টাচার্য একজন গৃহবধূ। মৃত্তিকার এক বিবাহিত দিদি রয়েছে সংসারে রয়েছে ঠাম্মাও। উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগের এই ছাত্রী সংস্কৃত নিয়ে রীতিমতো সিরিয়াস ভাবেই পড়াশোনা করেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি তার নেশা ছবি আঁকা এবং বই পড়া। লেখাপড়া থাকে যে কোনও বই তার প্রিয়। মন ভালো রাখতে সেই ছবি আঁকে। মোবাইল আসক্তি তার নেই। ভবিষ্যতে অধ্যাপনা করার ইচ্ছে আছে বলে জানিয়েছে মৃত্তিকা। এহেন ছাত্রীর সাফল্যে খুশি মুগকল্যাণ হাইস্কুলের সকলে। খুশি এলাকার মানুষও।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আসানসোল প্রধান শাখা
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি.টি. রোড, আসানসোল
জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পঃবঃ) পিন - ৭১৩ ৩০১
ই-মেইল: a659@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বেকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), আসানসোল প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ১২.০৬.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বেকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), আসানসোল প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)- এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা-:** **শ্রী শম্ভু নাথ শ'** পিতা- প্রয়াত জগন্নাথ শ' নবঘাঁটি রোড রামবন্ধ, কালী মন্দিরের কাছে, বার্নপুর, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান পিন - ৭১৩৩২৫ **জামিনদার :** **শ্রীমতী লক্ষ্মী শ'** স্বামী- শম্ভু নাথ শ', নবঘণ্টি রোড রামবন্ধ, কালী মন্দিরের কাছে, বার্নপুর, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান পিন - ৭১৩৩২৫ **খ) আসানসোল প্রধান শাখা**	**সম্পত্তি নং ১ :** বর্ধমান জেলায়, পোস্ট- বার্নপুর, থানা - হীরাপুর, মহকুমা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আসানসোল, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৪৩ এর অধীনে, হোল্ডিং নং ২৮২/১১৪, জেএল নং ২১, মৌজা - নরসিংবান্ধ, সি.এস. প্লট নং ১৩১৬ (এক হাজার তিনশো ষোল) এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত জমি , সিএস খতিয়ান নং ২৯১ (দুইশত একানব্বই) এর অধীনে আরএস প্লট নং ৩৪০৫ (তিন হাজার চারশত পাঁচ) এর সাথে সম্পর্কিত আরএস খতিয়ান নং ২২৯৯ (দুই হাজার দুইশত নিরানব্বই) জমির পরিমাপ ৩৬০ (তিনশোষাট) বর্গফুট যা ০.৮২ শতক বা ৮ (আট) শতকের সমতুল্য সেইসঙ্গে তারউপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি তলা বিল্ডিং যার এলাকা ১৬০ (একশো ষাট) বর্গফুট। এবং খালি জায়গা ২০০ বর্গফুট সকল সুবিধার অধিকার, এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত ফিটিং, ফিক্সচার এবং বৈদ্যুতিক ফিটিংস সহ এতদ্বারা বিক্রি করা হয়। ২৩.১০.২০০৯ তারিখে **শম্ভু নাথ শ'-এর মালিকানাধীন** বিক্রয় দলিল নং আই- ৮৩৯৪। **সম্পত্তির সীমানা :** উত্তর- মোহনলাল আগরওয়ালের জমি, দক্ষিণ- আজকের ক্রেতা অজয় বিশ্বাস, পূর্ব- মানিক রায়ের বাড়ি, পশ্চিম- শম্ভু নাথ শ'-এর বাড়ি। **সম্পত্তি নং ২ [তফসিল 'ক'] :** বর্ধমান জেলার মধ্যে, মহকুমা এবং সাব-রেজিস্ট্রি আসানসোল, থানা- হীরাপুর, মৌজা - নরসিংবান্ধের মধ্যে, খতিয়ান নং ২৯১ (দুইশো একানব্বই) প্লট নং ১৩১৬ (এক হাজার তিনশত ষোল) এর সাথে সম্পর্কিত পুরোনো বাড়িসহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মধ্যে রয়েছে ৬টি কক্ষ, কোর্ট ইয়ার্ড, খোলা উঠানসহ অন্যান্য স্থাপনা ও সুবিধার অধিকার, জমির পরিমাপ ১৭০০ (এক হাজার সাতশত) বর্গফুট। প্রায় ২ (দুই) কাঠা ৫ (পাঁচ) ছটাক এবং ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট , মোট জমির পরিমাপ ৪ (চার) কাঠা (১৯৪৯ সালের ইজারা দলিল নং ১০৬৬ অনুযায়ী) আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ১১১ (পুরানো) নতুন ২৮২/১১৪-এর অংশ। মোট আচ্ছাদিত এলাকা ১০৮০ বর্গফুট (যার মধ্যে দাতার ১/২ শেয়ার অর্থাৎ ৫৪০ বর্গ ফুট এতদ্বারা স্থানান্তরিত হয়েছে), খালি এলাকা ৬২০ বর্গ ফুট। এতদ্বারা হস্তান্তরিত মোট সম্পত্তি উপরের সম্পত্তির মাত্র ১/২। গিফট ডিড আই-১১০৬ তারিখ- ২৫.০২.১৯৯৯ তারিখে **শম্ভু নাথ শ' এর মালিকানাধীন**। **[তফসিল 'খ']** বর্ধমান জেলার মধ্যে, সাব-ডিভিশন এবং সাব-রেজিস্ট্রি আসানসোল, থানা , হীরাপুর, হীরাপুর মৌজার মধ্যে, খতিয়ান নং ২৫১ (দুইশত একান্ন) প্লট নং ৩৮৫৫ (তিন হাজার আটশত পঞ্চান্ন) এর সাথে সম্পর্কিত, ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মোট জমির পরিমাপের মধ্যে ৫ (পাঁচ) কাঠা (প্রয়াত রামধানি শ-এর ১৯৫১ সালের ইজারা দলিল নং ২৪১১ অনুসারে) বাঁশ এবং খড় দিয়ে তৈরি একটি কুঁড়েঘর (১০'x১০') সমন্বিত তাতে সমস্ত সুবিধার অধিকার রয়েছে। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ৭৭ (পুরানো) এর অংশ। আচ্ছাদিত এলাকা ১০০ বর্গফুট (এলাকা স্থানান্তরিত ৫০ বর্গ ফুট।) খালি এলাকা ১৭৯০ বর্গফুট (এলাকা স্থানান্তরিত ৮৯৫ বর্গ ফুট।) মোট সম্পত্তি হস্তান্তর করা হচ্ছে উপরের তফসিলের ১/২ ভাগ। গিফট ডিড আই-১১০৬ তারিখ- ২৫.০২.১৯৯৯ **শম্ভু নাথ শ' এর মালিকানাধীন**।	**৬২,৪৬,০৯৩.০০ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিরানব্বই টাকা মাত্র)। ০৯.০৫.২০২৪ **অনুযায়ী** তদুপরি **১০.০৫.২০২৪ থেকে** আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৩৯,৩৭,০০০.০০ টাকা (*)** (উনত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,৯৪,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৪০,০০০/- টাকা** (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **ঙ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা:** **প্রয়াত সোমেনাথ ব্যানার্জির আইনগত উত্তরাধিকারী** শ্রী সুভাষ ব্যানার্জীর পুত্র, সুমাথপল্লী (পশ্চিম), ৭ আসানসোল (দক্ষিণ), পোস্ট- আসানসোল, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০১ **সহ-ঋণগ্রহীতা: অর্পিতা ব্যানার্জী** স্বামী-শ্রী সোমনাথ ব্যানার্জি, সুমাথপল্লী (পশ্চিম), ৭, আসানসোল (দক্ষিণ) পোস্ট-আসানসোল, জেলা-বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩০১ **জামিনদার :- সুজিত মুখার্জি** এস. বি. গড়াই রোড, মৌমিতা অ্যাপার্টমেন্ট পোস্ট - আসানসোল, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০৪ **খ) আসানসোল প্রধান শাখা**	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং আবাসিক বিল্ডিং বিয়ারিং হাউস নং ০০৭০০৯৫৮, হোল্ডিং নং ৫৮৪/৩৯৫/১, ওয়ার্ড নং ০৭, আরএস প্লট নং ৫২০০, আরএস খতিয়ান নং ৪৭১৫, জে এল নং ২০, মৌজা -আসানসোল পৌরসভা, জমির এলাকার পরিমাপ ২ কাঠা এবং ৮ ছটাক। এডিএসআর আসানসোল, জেলা - বর্ধমান (পঃবঃ), **শ্রী সোম নাথ ব্যানার্জির মালিকানাধীন,** পিতা- শ্রী সুভাষ ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং- ০১৬৮০/২০১১ তারিখ- ২৩.০২.২০১১-এর মাধ্যমে বই , ১, সিডি ভলিউম নম্বর - ৫, পৃষ্ঠা ৩৮৮৭ থেকে ৩৮৯৭ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর - শ্রীমতী রমা রানী হাজরার সম্পত্তি, দক্ষিণ- শ্রী স্বপন মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি, পূর্ব- রাস্তা, পশ্চিম- অনিল বাবুর সম্পত্তি দ্বারা।	**১৭,২১,৮৪৪.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ একুশ হাজার আটশো চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) **০৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি **০৮.০৫.২০২৪ থেকে** আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ২০,০৫,০০০.০০ টাকা (*)** (কুড়ি লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,০০,৫০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পাঁচশো টাকা মাত্র) **গ) ৪০,০০০/- টাকা** (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **ঙ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০৩.০৬.২০২৪ থেকে ০৭.০৬.২০২৪; সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১২.০৬.২০২৪; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৭.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **iba-piop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।**

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৯.০৫.২০২৪
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৮.০৫.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ২১.০৫.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে ডাকদাতার ওয়ালেটের মাধ্যমে যা মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-অকশন সাইট **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** মাধ্যমে আরটিজিএস/ এনইএফটি দ্বারা স্থানান্তর/দাখিল করতে হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিটক প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক ইএমডি ক্রেডিট স্বীকৃতি দেওয়া হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গৃহীত এবং আপডেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে দেখার পরই। এই প্রক্রিয়া ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগতে পারে ফলে ডাকদাতাগণকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে দাখিল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

আগ্রহী ডাকদাতারা কেবলমাত্র প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির জন্য দর দিতে পারেন। যাহোক, জমি এবং ভবন সহ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি একত্রে কেনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে। শুধু জমি এবং ভবন বিক্রি হবে না

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে '**যেখানে যেমন আছে**', '**যেখানে যা আছে**' এবং '**যেখানে যেমন অবস্থায় আছে**' ভিত্তিতে ২৮.০৫.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]
সংশ্লিষ্ট ৯,৯৫,১১,২১২.০৩ টাকা (৩১.০৩.২০১৫ অনুযায়ী) জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি., ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা : ১) শ্রী অলোক কুমার মিত্র ২) শ্রী অসীম কুমার মিত্র কর্পোরেট জামিনদাতা : শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ২,৪৮,০০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ২৪,৮০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২ ঃ ১০,০০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ১,০০,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি নং ১. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ৩.৪৬ একর জমি এবং তদস্থিত ভবন কোল্ড স্টোরেজ অবস্থিত থানা : বিষ্ণুপুর, মৌজা : আপার আমডহরা, জেএল নং ১৪৬, সিএস/আরএস খতিয়ান নং ২৯ এবং ৩০, আরএস প্লট নং ২৩৫, ২৩৬, এলআর প্লট নং ১৭২, ১৭৩(অংশ), দলিল নং ১-১,২,৩,৪,৫,৬,৭ এবং ৮ -১৯৮৮ সালের। সম্পত্তি **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি.** এর নামে।
সম্পত্তি নং ২. প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি.** এর স্ক্র্যাপ আকারে।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তির জন্য অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ক্রম নং ০২
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **৯,৭৬,২৫,০৯৫.৪৬ টাকা (১১.০৬.২০১৫ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি. এবং অংশীদার/জামিনদাতাগণ নাম - ১) শ্রী শ্রীকান্ত কেশ ২) শ্রীমতি আনন্দময়ী কেশ ৩) শ্রী সুরজিৎ যশ ৪) শ্রী রবীন্দ্রনাথ যশ ৫) শ্রী অভিজিৎ যশ**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ৩.৬৬ কোটি টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ৩৬,৬০,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি নং ১ :
ক) ফ্যাক্টরি জমি, শেড এবং তদস্থিত ভবন, অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা লি.এর। গ্রাম : মূলগ্রাম, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪২৬, মৌজা : মূলগ্রাম এবং সিজনা, জেএল নং ২৫, ২৬, খতিয়ান নং ২৫২২, ২১৫৫ এরিয়া ২.৬৫ একর, স্বত্ব দলিল নং ৩৫৫, ৩৫৭, ৪৫২-২০০৯ সালের সম্পত্তি অজিত কুমার অ্যাগ্রো ফুড প্রোডাক্টস প্রা লি. এর নামে।
খ) জমি মৌজা : সিজনা, জেএল নং ২৬, প্লট নং : ৭৮৪, খতিয়ান নং ৭২৮ এরিয়া ০.৬৪ একর,দলিল নং ২৫৪/২০১০ , সম্পত্তি শ্রীকান্ত কেশ এর নামে।
গ) জামি মৌজা : সিজনা, জেএল নং ২৬, প্লট নং ৭৮৪, ৭৮৪/৯৭৪ , খতিয়ান নং ৫৫৭স ৭২৮স এরিয়া ০.৭৬ একর, দলিল নং ১২৬৩, ১২৬৪ এবং ১২৬৬ -২০১২ সালের, সম্পত্তি শ্রীকান্ত কেশ এর নামে। **মোট জমির এরিয়া : ৪.০৫ একর।**
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তির জন্য অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ক্রম নং ০৩
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]
সংশ্লিষ্ট **৮৬,৮২,০০০.০০ টাকা (১৬.০৩.২০২০ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স রামগতি রাইস মিল প্রা. লি এবং অংশীদার/জামিনদাতা নাম ১) শ্রী কালীকৃষ্ণ দে ২) দেবরাজ দে আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত লীলা দে'র, ৩) বর্ণালী দে আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত লীলা দে'র,**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ **সম্পত্তি নং ১ ঃ ১৩০.৯৬ লাখ টাকা ২) ২৮.৬৯ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ১) ১৩,০৯,৬০০.০০ টাকা ২) ২,৮৬,৯০০.০০ টাকা যথাক্রমে।** ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
১) ফ্যাক্টরি জমি, শেড এবং তদস্থিত ভবন -রামগতি রাইস মিল প্রা লি এর- গ্রাম : চকনেত্র, পো : মাইগ্রাছত্র,থানা : গোঘাট, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৬০২
ক) প্লট নং ২২১,জেএল নং ৬৮,আরএস নং ৪৮, এমএস খতিয়ান নং ১০৩ দলিল নং ৪২৩৯/১৯৯৪ জমির এরিয়া ০.৫৫ একর।
খ) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এমএসখতিয়ান নং ১২৭/১, দলিল নং ৪২৪০/১৯৯৪, জমির এরিয়া ০.১০ একর।
গ) প্লট নং ২২৪, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৭৪, এমএস খতিয়ান নং ১১৬, ১১৮, দলিল নং ৪২৪১/১৯৯৪, জমির এরিয়া ০.১৫ একর।
ঘ) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এমএস খতিয়ান নং ১৪৩দলিল নং ৪২৪২/১৯৯৪, জমির এরিয়া ০.৭২ একর।
ঙ) প্লট নং ২২৩, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ১২, এমএস খতিয়ান নং ০২, দলিল নং ৪৩০৬/১৯৯৪, জমির এরিয়া ০.১৪ একর।
মোট জমি : ১.৬৬ একর।
২) ফ্যাক্টরি প্রেমিসেসে প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তির জন্য অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ক্রম নং ০৪
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]
সংশ্লিষ্ট **৯,৪১,০০,০০০.০০ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি., ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা নাম ১) শ্রী অলোক কুমার মিত্র ২) অসীম কুমার মিত্র এবং কর্পোরেট জামিনদাতা মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ (প্রা.) লি.**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ৩.৩০ কোটি টাকা [(ক) ৩.০৬ কোটি টাকা + (খ) ২৪.০০ লাখ টাকা] এবং বায়না জমা দাখিল ৩৩,০০,০০০.০০ টাকা [(ক) ৩০.৬০ লাখ টাকা + (খ) ২.৪০ লাখ টাকা]
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি ১ : ক) শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি এর সম্পদ জমি এবং ভবন বিক্রয় , গ্রাম/পো : সিহর, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : কোতুলপুর, মৌজা : সিহর, জেএল নং ১৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫৫ এবং ৩৮৯, আরএস প্লট নং ৫২৭৯, ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, ৫২৮৩,৫২৮৪, ৫২৮৬, ৫২৮৭, ৫২৮৯, ৫২৯০, ৫২৯১, ৫২৯২, ৫২৯৩, ৫২৯৪, ৫৩০৬, ৫২৮১/৫৫১৬, ৫২৮১/৫৫১৭, ৫২৮১/৫৫১৮, এবং ৫২৮৩/৫৫১৯, দলিল নং ৫৯৪৬, ৫৯৪৭, ৫৯৪৯, ৫৯৫০, ৫৯৫৪, ৫৯৬০, ৫৯৬১। সম্পত্তি শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি. রে নামে সারফেসি আইন ২০০২/আরডিএফবিআই আইন ১৯৯৩ অধীনে। মোট জমির এরিয়া : ১.৫১ এরক।
খ) **শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি.** এর সম্পদ প্ল্যান্ট এবং মেশিনার বিক্রয়, গ্রাম/পো : সিহর, জেলা : বাঁকুড়া-৭২২১৬১, সারফেসি আইন ২০০২/আরডিএফবিআই আইন ১৯৯৩ অধীনে উক্ত ঠিকানাস্থিত।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তির জন্য অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_info_login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ ঃ ১০.০৫.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভার্চুয়াল সভা

বাংলাকে কলুষিত করার নির্লজ্জ ঘটনা জনসম্মুখে চলে এসেছে: অভিষেক

মিলন গোস্বামী ● বীরভূম

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বীরভূমের রামপুরহাটের জনসভায় আসতে পারলেন না তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ভার্চুয়াল জনসভায় বক্তৃতা দিলেন তিনি। অভিষেকের বক্তৃতা শোনাবার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেছিল তৃণমূল, সভার শুরুতেই উন্নয়ন প্রসঙ্গ তুলে ধরে বীরভূম জেলার খতিয়ান তুলে তিনি বলেন ১০০ দিনের বকেয়া অর্থ থেকে শুরু করে লদীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী বিনামূল্য রেশন সহ একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে রাজ্য সরকার । এই প্রসঙ্গ তুলে ধরেই মোদি সরকার কে তুলোধোনা করে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের ১০০ দিনের টাকা, জলপ্রকল্পের টাকা কিছুই দিচ্ছে না। শুধু তাই নয় বাংলায় হেরে যাওয়ার পর আবাস যোজনার টাকা এক পয়সাও দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার তার দাবি বিজেপির কোন নেতা যদি একথা প্রমাণ করে দেন তাহলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কোনও আসনেই তৃণমূলের হয়ে ভোট চাইতে আর যাবেন না।'

বিজেপিকে বাংলা বিরোধী বলে তকমা দিয়ে অভিষেক জানান কবিগুরুর কর্মভূমি শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের নাম মুছে ফেলতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী । শুধু তাই নয় বাংলার মনীষীদের অপমান, রাজ্যের মহিলাদের অপমানিত কলুষিত করার চক্রান্ত করেছে বিজেপি। সন্দেশখালির ঘটনা প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বাংলাকে কলুষিত করার নির্লজ্জ ঘটনা জনসম্মুখে চলে এসেছে। তিনি বলেন, 'কয়েকটা ভোটের জন্য নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাংলার মানুষকে অপমানিত করেছে। বাংলাকে কলুষিত করেছে বিজেপি।' বিজেপির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থীর ভিডিও নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন এদিনের ভার্চুয়াল সভা মঞ্চে। অভিষেক এদিনও অভিযোগ করে বলেন 'শীতলকুচি হত্যাকাণ্ডের নায়ক' কে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করতে চেয়েছিল বিজেপি , নির্বাচন কমিশন তার মনোনয়ন বাতিল করেছেন এখন ডামি প্রার্থী ভোটে লড়ছেন । এসএসসি শিক্ষক দুর্নীতি প্রসঙ্গে এদিনও মুখ খুলেছেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'এসএসসি নিয়ে ওরা বলেছিল এমন বোমা ফেলব তৃণমূল দলটা বেসামাল হয়ে যাবে। এরা মানুষের চাকরি খাওয়ার যে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করেছিল সেটাও সুপ্রিম কোর্ট সেই বেলুনে আলপিন ফুটিয়ে দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট ২৫ হাজার জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের যে অর্ডার দিয়েছিল সেই বাতিলের অর্ডার এর ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট।' বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখে অভিষেক বলেন, এখনও বিচার ব্যবস্থায় অনেক মেরুদন্ড সোজা রাখা মানুষ জন আছেন আর তাই দেশটা এখনো বেঁচে আছে ।

বিধাননগর পুরনিগম এলাকায় ৩৩৩টি বাড়ি চিহ্নিত হল বেআইনি নির্মাণ হিসেবে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধাননগর পুরনিগম এলাকায় ৩৩৩টি বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করেছে পুরনিগম। এরপরই ওই সমস্ত বাড়ির মালিকরা এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের অভিযোগ, পুরনিগমের তরফ থেকে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নথি সঠিক ভাবে না পর্যালোচনা করে দেওয়া হয়েছে বাড়ি ভাঙার নির্দেশ।

বাড়ির মালিকদের এই আর্জির প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বৃহস্পতিবার নির্দেশ দেন, এই ৩৩৩টি নির্মাণের আবাসিকদের যাদের যাদের মনে হচ্ছে তাদের নির্মাণ বৈধ, তাঁরা বিধাননগর পুর কমিশনারের কাছে সমস্ত নথিপত্র দিয়ে আবেদন জানাবেন। কমিশনার সমস্ত খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে।

প্রসঙ্গত, বিধাননগর পুরনিগম এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন পুরনিগমের তৎকালীন মেয়ের সব্যসাচী দত্ত। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বিধাননগর পুরসভাকে বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন। পুরসভা টিম গঠন করে বেআইনি বাড়ি চিহ্নিত করেছিল। তবে এখন ওই বাসিন্দাদের দাবি, সব্যসাচী দত্ত সহ অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই মামলা করেছিলেন।

এদিকে গার্ডেনরিচের ঘটনার পরই আদালতের তরফ থেকে বেআইনি নির্মাণ ইস্যুতে কড়া অবস্থান নেওয়া হয়। একাধিক জায়গা থেকে অভিযোগ আসার ঘটনায় পুরসভাকে কড়া কিছু নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে কলকাতার একাধিক জায়গার বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশও দেওয়া হয়।

পাণ্ডুয়ায় বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুতে গ্রেপ্তার আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: পাণ্ডুয়ায় বোমা বিস্ফোরণে কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বিহার থেকে দেবাশিস সরকার নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে খুন, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা-সহ একাধিক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। এর আগে ওই বিস্ফোরণেই আহত এক কিশোরের মা রীতা মণ্ডল সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই বর্তমান স্বামী দেবাশিসকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন দেবাশিস বিহারের মুঙ্গেরে থাকেন। প্রাক্তনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর মাস চারেক আগে রীতা বিয়ে করেন দেবাশিসকে। ঘটনার দিন অর্থাৎ গত ৬ মে রীতা পাণ্ডুয়ায় তাঁর বাবার বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন দেবাশিস কোথায় ছিলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পর রীতার প্রাক্তন স্বামী সুখদেব বল্লভ অভিযোগ দায়ের করেন, তাঁর ছেলেকে খুনের উদ্দেশ্যেই নেতাজি পল্লিতে বোমা রাখা হয়েছিল। আর সেই ঘটনায় রীতা ও তাঁর বর্তমান স্বামী জড়িত। অভিযোগের ভিত্তিতে রীতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেবাশিসকে গ্রেপ্তার করে। পুকুরপাড়ে বোমা রাখা ছিল। আর বোমা বল ভেবে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ হয়। আর তাতে মৃত্যু হয় মামার বাড়ি বেড়াতে আসা পাল্লা রোডের কিশোর রাজ বিশ্বাসের। গুরুতর আহত হয় রীতার ছেলে-সহ দুই কিশোর। তাদের চিকিৎসা চলছে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পুলিশি তদন্তে খুশি নন বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। বুধবারই বিজেপি পাণ্ডুয়া থানায় বিক্ষোভ দেখান। সঠিক তদন্ত দাবি তুলেছেন তাঁরা। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তদন্তভার দেওয়া হয় একজন ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার অফিসারকে।

রাজমাতার সমর্থনে মিঠুনের রোড শোতে জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গোটা ভারতবর্ষের পাখির চোখ কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র। তাই একের পর এক হেভিওয়েট নেতারা আসছেন, কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনে ভোট প্রচার করতে। অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের কালিগঞ্জ বিধানসভার, দেবগ্রাম মণ্ডল ২ এলাকায় রোড শো এর মাধ্যমে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনে ভোট প্রচার করলেন। এদিন এই রোড শোতে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়-সহ একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব। তবে মিঠুনকে একবার সামনা সামনি থেকে দেখতে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। যদিও অমৃতা রায়ের সমর্থনে ইতিমধ্যে দুটি সভা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অপরদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একাধিক সভা করেছেন অমৃতা রায়ের সমর্থনে। কিছুদিন আগেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রার্থীর সমর্থনে এসে রোড শো করে তৃণমূলকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। অপরদিকে জমি ছাড়তে নারাজ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি সভা করেছেন তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র সমর্থনে। তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইতিমধ্যে সভা করে মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষা করেছেন, কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রর হয়ে। এতে করেই বোঝা যাচ্ছে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র পাখির চোখ করে এগোচ্ছে শাসক-বিরোধী শিবির। এক চুলও জমি ছাড়তে নারাজ রাজ্যের প্রধান দুই প্রতিপক্ষ। একদিকে যখন তৃণমূল কংগ্রেস সিএএ নিয়ে সরব হয়ে সাধারণ মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। অপরদিকে বিজেপি নাগরিকত্ব আইন নিয়ে তৃণমূল মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে, এই বার্তা দিয়ে মানুষকে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন। কোনও সময় তৃণমূলের মুখে উঠে আসছে লদীর ভাণ্ডারের কথা। অপরদিকে বিজেপির মুখে আসছে তৃণমূলের দুর্নীতির কথা। কার্যত শাসকবিরোধী শিবিরের এই ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। যদিও ভোট বাক্সে কি প্রভাব পড়ে তার দিকেই তাকিয়ে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষ। আদেও প্রাক্তন সংসদ মহুয়া মৈত্রর ওপর ভরসা রাখেন কৃষ্ণনগরবাসী নাকি অমৃতা রায়কে জিতিয়ে নতুন সংসদ নির্বাচিত হয় কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে সেটাই এখন দেখার।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাঠে কৃষিকাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম সমরেন্দ্রনাথ কোনার। বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। বৃহস্পতিবার দুপুরে এমনই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত আমড়াল গ্রামে। হঠাৎ করেই মাঠের মধ্যে বজ্রপাত হয় এবং সেই বজ্রপাতের জেরে তিনি নিমেষের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফের ভাঙন তৃণমূলে। বৃহস্পতিবার বিকেলে নৈহাটির সাহেব কলোনির মোড় থেকে পদযাত্রা শুরুর আগে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত ঘোষ-সহ তিনশো জন কর্মী তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাঁদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। যোগদান নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'নৈহাটি পুরসভার ১৯ জন কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগ দিতে তৈরি আছেন। কিন্তু তাদেরকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।' তাঁর দাবি, নির্বাচনের ফল বের হলে দেখবেন তৃণমূল কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি ভোটে নৈহাটি থেকে হারবে। রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'যারা তৃণমূল করতে গিয়ে মার খেয়েছেন। যারা তৃণমূল করতে গিয়ে জেল খেটেছেন। দলে এখন তাদের গুরুত্ব নেই। তাই আজ তৃণমূলে ধস নেমেছে। এখন মানুষ মোদিজির গ্যারান্টির ওপর বিশ্বাস করেন।' তাঁর দাবি, জাল গোটালে তৃণমূল পুরো ফাঁকা হয়ে যাবে।

স্বস্তির বৃষ্টিতে খুশি আরামবাগ মহকুমাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি আরামবাগ সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জায়গায়। আরামবাগ মহকুমা জুড়ে এদিন বিকাল পাঁচটা নাগাদ প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। তীব্র গরমের পর এই বৃষ্টি মানুষের মনে যেন শান্তির বার্তা নিয়ে আসে। তীব্র তাপদাহের পরে গোটা আরামবাগবাসী যেন বৃষ্টি ও স্বস্তির জন্য বসে ছিল। বৃহস্পতিবার সেই আশাপূরণ হল আরামবাগবাসীর। তবে গত মঙ্গলবার থেকেই আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তনের পূর্বাভাস ছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার তা পূরণ হল। আরামবাগে হল তুমুল বৃষ্টি। তাপমাত্রা অনেকটাই কমল। বাতাসে একটা ঠান্ডা আমেজ যুক্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, এবার উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি আসছে। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও মাঝে মধ্যে বৃষ্টিপাত হবে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাসেই ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এদিনের আবহাওয়ার আপডেটের মধ্যে সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল তাপমাত্রার পতন। গত ৬ দিন ধরে ক্রমাগত নেমেছে আরামবাগ-সহ হুগলি জেলার তাপমাত্রা। ৪৪ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলা পারদ নেমে এসেছিল ৩০-এর ঘরে! এদিন বিকালে বৃষ্টির পর তাপমাত্রা অনেকটাই কমে যায়। ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে থাকে। এই বিষয়ে সৌমিত্র রায় নামে এক ব্যক্তি বলেন, প্রায় ২৫ দিন ধরে গরমের দাপট ছিল।

কোথায় গেল কলকাতার সেই সব 'রাজা' স্কুল

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা: হিন্দু, হেয়ার, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট; কলকাতার এককালের তিন তথাকথিত রাজা স্কুল কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে? দীর্ঘকাল ধরে এই তিন স্কুল উচ্চ মাধ্যমিকে শীর্ষস্থানাধিকারীদের উপহার দিয়েছে। মাধ্যমিক শুরুর পরেও কিছুটা ঝলক দিত এই তিন প্রাচীন সরকারি স্কুল। কিন্তু বুধবার

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে প্রথম ৫৮ জনের মধ্যে একজনও নেই অতীতের এই তিন 'রাজা' স্কুলের। কেবল এবার নয়, গত কয়েক বছরের চিত্রটাও যথেষ্ঠ হতাশাব্যঞ্জক। কলকাতাকে কেন্দ্র করে যখন আধুনিক পঠনপাঠন শুরু হচ্ছিল, প্রায় সেই সময়কালে ১৮১৭-র ২০ জানুয়ারি তৈরি হয় হিন্দু স্কুল। পরের বছর হেয়ার স্কুল। ১৮২৪-এ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল। ১৯২৭-এ বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট। প্রথম তিনটি দ্বিশতবর্ষ পার করে দিয়েছে। চতুর্থটি শতবর্ষের অপেক্ষায়। যুগ যুগ ধরে উপহার দিয়ে এসেছে কৃতিদের। স্কুলগুলোর মেরিট বোর্ডে এখনও করছে স্থানাধিকারীদের নাম।

এবার উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম ৫৮ জনের মধ্যে ৫ম স্থানে স্কটিশ চার্চ স্কুলের শৌনক কর ছাড়া রয়েছে পাঠভবনের উজান চক্রবর্তী (৯ম), যোধপুর পার্কের পাথফাইন্ডারের তন্নিষ্ঠা দাস এবং টাকি মাল্টিপার্পাসের শতপর্না মিল। কলকাতার নামী স্কুলগুলো তাহলে গেল কোথায়? কেবল গৌরবের স্মৃতি আঁকড়েই টিঁকে থাকবে সেগুলো?

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টের প্রধান শিক্ষক রণজিৎ গরাং প্রতিক্রিয়ায় এই প্রতিবেদককে বলেন, 'প্রায় এক যুগ ধরে আছি এই স্কুলে। এর আগে ছিলাম হাওড়া ও কৃষ্ণনগরের সরকারি স্কুলে। ওই স্কুলগুলোও যথেষ্ঠ ভাল ফল করত। কৃষ্ণনগরের ৭৫ জন উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণর ৭৪ জনই হয়ত স্টার পেত। সত্যি, যে সোনালি সময় ছিল সরকারি স্কুলগুলোয়, অন্য কোনও চাকরি, এমনকি কলেজের শিক্ষকতাতেও যাওয়ার কথা ভাবিনি। অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতার অপর একটি একদা নামী সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'এই অবস্থার একটা প্রধান কারণ, তথাকথিত অবস্থাপন্ন পরিবারের মানুষজন আগে যেভাবে সন্তানদের এই সব স্কুলে ভর্তি করাতেন, এখন তা হয় না। তাঁরা অনেক দিন ধরেই ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোয় ঝুঁকেছেন। এখন প্রাইভেট টিউশনিটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সরকারি স্কুলের ছাত্রদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকদের কাছে আলাদা শেখার বা বোঝার সুযোগ পায় না। এটা একটা ছোট সমস্যা তো বটেই!'

রণজিৎ গরাং বলেন, 'সামগ্রিকভাবেই বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলো নানাভাবে ধাক্কা খেয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় গোটাকয় স্কুলে ১১-১২ ক্লাসে বিজ্ঞান শাখার বরাদ্দ আসন পূর্ণ হচ্ছে। তার মধ্যে আছে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট। এই স্কুলে বিজ্ঞানের ছাত্রদের বছরে দিতে লাগছে ২৯৫ টাকা করে। বেসরকারি স্কুলগুলোয় খরচ বহুগুন। সবার পক্ষে কি তা দেওয়া সম্ভব? স্কুলের মূল্যায়ণ কি কেবল স্থানাধিকারির সংখ্যা দিয়ে করা যায়? এবার মাধ্যমিকে আমাদের স্কুলের ১১ জন পেয়েছে ৬০০-র ওপর নম্বর। উচ্চ মাধ্যমিকে এবার এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে আমাদের পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর হল ৪৫৬।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষকে মতে, সরকারি স্কুলে শিক্ষকের স্বল্পতা কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে। এখন সরকারি নির্দেশিকা মেনে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত বছরে তিনটে করে পরীক্ষা নেওয়ার অবকাশ রয়েছে। আগে সরকারি ভাল কিছু স্কুলে সাপ্তাহিক পরীক্ষার রেওয়াজ ছিল। তাতে নিঃসন্দেহে কিছু বাড়তি চর্চার সুযোগ পেত পড়ুয়ারা। তবে, এর মধ্যে থেকেই আমাদের স্কুলের মানোন্নয়নের সব কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

সামগ্রিকভাবে কি রাজ্যের স্কুলশিক্ষা-বিষয়ক সুদূরপ্রসারি দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের কোনও মাশুল কি কলকাতার সরকারি স্কুলগুলোকে দিতে হচ্ছে? রণজিৎবাবুর জবাব, 'না। কমবেশি সমস্যা সর্বত্রই থাকে। এই সব সরকারি স্কুলে পড়াশোনাটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিক্ষকরাও যথেষ্ঠ নিষ্ঠাবান। সামগ্রিক ফল আরও ভাল হলে ভাল হয়। সেই চেষ্টা চালিয়ে যাই আমরা।'

তামিলনাড়ুর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, ঝলসে মৃত ৮ শ্রমিক

চেন্নাই, ৯ মে: মাত্র সাত মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার। ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তামিলনাড়ুর বাজি কারখানা। সেখানে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গুরুতর আহত অন্তত ১২। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণটি ঘটেছে ভিরুদনগর জেলার শিবকাশীতে। বাজি বানানোর 'হাব' হিসাবে গোটা দেশে পরিচিত এই এলাকা। সারা ভারতে যতটা বাজি উৎপাদন হয়, তার অধিকাংশই আসে এই শিবকাশী থেকে। বৃহস্পতিবার সেই বাজি কারখানার একটিতেই প্রবল বিস্ফোরণ হয়। ঘটনাস্থলেই ৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সূত্রের খবর, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৫ মহিলাও।

বিস্ফোরণে ঝলসে যান আরও ১২ জন। আপাতত তাঁদের চিকিৎসা চলছে বলেই খবর। বিস্ফোরণের জেরে বাজি কারখানায় দাউদাউ করে আগুন ধরে যায়। তার জেরে কারখানার ৭টি ঘর একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

ইতিমধ্যেই বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পর্যাপ্ত লাইসেন্স ছিল ওই কারখানার। তা সত্ত্বেও কেন বিস্ফোরণ হল, উঠছে প্রশ্ন। উল্লেখ্য, গত অক্টোবর মাসেও একইভাবে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল তামিলনাড়ুর একটি বাজি কারখানা। ভিরাগালুর গ্রামের আরিয়ালুর অঞ্চলের একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে আগুন ধরে যায়। সেখানেই ঝলসে গিয়ে মোট ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

রামমন্দির দর্শন করলেন কেরলের রাজ্যপাল

অযোধ্যা, ৯ মে: কেরলের রাজ্যপাল আরিফ খান এবার অযোধ্যা সফরে গিয়ে রামমন্দির দর্শন করলেন। ভক্তিভরে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন রামলালাকে। কেরল রাজভবনের এক্স হ্যান্ডেলে আরিফের রামভক্তির এই ভিডিও আপলোড করা হয়েছে।

রামমন্দির দর্শনের পর কেরলের রাজ্যপাল বলেন, 'আমি জানুয়ারি মাসে দুবার অযোধ্যায় এসেছি। অযোধ্যা আসা এবং ভগবান রামের পুজো দেওয়া কেবল আনন্দে নয়, গর্বেরও বিষয়।' কেরল রাজভবনের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, আরিফ খান হাঁটু মুড়ে বসে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে রামলালাকে প্রণাম করছেন। ওই সময় জয় শ্রীরাম স্লোগানও শোনা গিয়েছে।

বিতর্ক তথা সংবাদ শিরোনামে থাকা কেরল রাজ্যপাল আরিফ খান গত বছর নিজেকে 'হিন্দু' বলেও দাবি করেছিলেন। তিরুঅনন্তপুরমে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনারা আমাকে হিন্দু বলতে পারেন।' যুক্তি দেন, যাঁরা ভারতের মাটিতে জন্মেছেন, এ দেশের উৎপন্ন হওয়া খাদ্য গ্রহণ করেছেন, এখানকার নদীর জল পান করেছেন, তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলার অধিকারী। কার্যত আরএসএসের বুলি আওরাতে শোনা যায় গেরুয়া শিবিরের ঘনিষ্ঠ রাজ্যপালের মুখে।

অন্ধ্রপ্রদেশে ট্রাক থেকে বাজেয়াপ্ত কয়েক কোটি টাকা

অমরাবতী, ৯ মে: ভোটের আবহে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কয়েক কোটি টাকা উদ্ধার হল বৃহস্পতিবার। এনটিআর জেলায় গরিকাপাড়ুতে নাকাতল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই সময় একটি ট্রাক থেকে নগদ আট কোটি টাকা উদ্ধার হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে তারা খবর পায় একটি ট্রাকে করে টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই খবর পেয়েই নজরদারি চালানো শুরু হয়। গরিকাপাড়ু চেকপোস্টে নাকাতল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। সূত্রের দেওয়া খবর অনুযায়ী ট্রাকটিকে আটক করে তারা। তল্লাশি চালানোর সময় ট্রাকের ভিতর থেকে ৫০০ টাকার নোটের প্রচুর বান্ডিল উদ্ধার হয়। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানিয়েছে, যে টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার পরিমাণ আট কোটি টাকা।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ট্রাকের চালক এবং তাঁর সঙ্গীকে আটক করা হয়েছে। দু'জনকে জেরা করে প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে হায়দরাবাদ থেকে গুন্টুরে যাচ্ছিল ট্রাকটি। কিন্তু এত টাকা কার কাছে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

পড়তে না চেয়ে মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে বাড়ি ছাড়লেন কোটার নিট পড়ুয়া

কোটা, ৯ মে: তিনি আর পড়তে চান না। বাবা-মায়ের উদ্দেশে এসএমএস করে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেলেন রাজস্থানের কোটার এক নিট পড়ুয়া। মোবাইলে পুত্রের মেসেজ পেয়েই দিশাহারা বাবা-মা। একটি নিখোঁজ ডায়েরিও করেছেন তাঁরা।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই নিট পড়ুয়ার নাম রাজেন্দ্র মীনা। তিনি গঙ্গারামপুরে বামনবাসের বাসিন্দা। নিট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গত ৬ মে থেকে রাজেন্দ্র নিখোঁজ। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা হলেও পড়াশোনার জন্য কোটাতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকতেন রাজেন্দ্র। সেখান থেকেই তিনি নিখোঁজ হয়ে যান বলে জানিয়েছেন রাজেন্দ্রের পরিবার।

রাজেন্দ্রর বাবা জগদীশ মীনা জানিয়েছেন, মোবাইলে একটি এসএমএস পাঠান তাঁদের পুত্র। সেই মেসেজে লেখা ছিল, 'বাড়ি ছেড়ে চললাম। আর পড়াশোনা করতে চাই না।' ওই মেসেজে আরও লেখা ছিল, 'আমার কাছে ৮ হাজার টাকা আছে। পাঁচ বছরের জন্য বাড়ি ছাড়লাম। আমার মোবাইলটি বিক্রি করে দেব। যোগাযোগ করার চেষ্টা কোরো না।'

রাজেন্দ্র এটাও লিখেছেন, 'মাকে চিন্তা করতে বারণ কোরো। কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেব না। আমার কাছে সকলের নম্বর রয়েছে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করে নেব।' এই মেসেজ পাওয়ার পরই কোটায় ছোটেন রাজেন্দ্রের বাবা। সেখানে পুলিশের কাছে গিয়েও বিষয়টি জানান। একটি নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়। পরিবার আশঙ্কায় রয়েছে, তাঁদের ছেলে কোনও ভুল পদক্ষেপ করলেন না তো? কোটায় নিট পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তার সঙ্গে কয়েক জন পড়ুয়া নিখোঁজ হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এমন পরিস্থিতিতে রাজেন্দ্রের উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা শোরগোল ফেলেছে। যদিও পুলিশ রাজেন্দ্রকে খুঁজে বার করার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত ব্রাজিল, মৃত কমপক্ষে ১০০, নিখোঁজ ১৩০

ব্রাসিলিয়া, ৯ মে: প্রবল বর্ষণ ও ভয়াবহ বন্যায় বিধ্বস্ত ব্রাজিল। সঙ্গে রয়েছে ঝড়ের দাপট। প্রকৃতির রুদ্ররোষে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ইতিমধ্যেই তা একশো পেরিয়ে গিয়েছে। ঘরছাড়া প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ। প্লাবনে তলিয়ে গিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। বন্ধ একাধিক বিমানবন্দর ও রেলপথ।

জানা গিয়েছে, বন্যার জেরে ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ রিও গ্র্যান্ডে ডো সুলে জলের তলায় চলে গিয়েছে। এই প্রদেশের রাজধানী তথা ব্রাজিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর পোর্তো আলেগ্রের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। গোটা দেশের সঙ্গে এই শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। গত ৮০ বছরের মধ্যে এটাই সেদেশের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব কিছু হারিয়েছেন এই শহরের এক বাসিন্দা আদ্রিয়ানা ফ্রেইটাস। মাথা গোঁজার যে ঠাঁই ছিল তার এখন আর কোনও চিহ্ন নেই। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, আমরা সবকিছু হারিয়েছি। গুয়াইবা নদীর পার ভেঙে শহরের সব রাস্তা প্লাবিত হয়েছে। যখন আমরা শহর, আমাদের বাড়ি দেখি জলে ডুবে গিয়েছে, মনে হয় পৃথিবীটা যেন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

ব্রাজিলের প্রশাসন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ১০০ জন মারা গিয়েছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে। ঘরছাড়া প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ। নিখোঁজ প্রায় ১৩০জন। অন্তত ৪৯৭টি শহর ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোথায় গিয়ে থামবে তা জানা নেই। চারদিকে এখন শুধু ধ্বংসের ছবি। এখনও বেশ কিছু অঞ্চলে প্রবল বর্ষণ ও ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে উদ্ধারকারী দলের কাজ চালিয়ে যেতে খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। নেটে ছড়িয়ে পড়েছে বন্যার বহু ছবি। ব্রাজিলের বহু শহরের রাস্তা নদীতে পরিণত হয়েছে।

মোদির আত্মনির্ভর ভারতের দাবি নিয়ে কটাক্ষ প্রিয়াঙ্কার

রায়বরেলি, ৯ মে: আত্মনির্ভর ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা। লোকসভার প্রচারে এই দুটি বিষয়কেই হাতিয়ার করছে বিজেপি। এবার একযোগে মোদির এই দুটি হাতিয়ারকেই ভোঁতা করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি।

দাদা রাহুল গান্ধির হয়ে ভোটপ্রচারে এই মুহূর্তে রায়বরেলিতে পড়ে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। ছোট ছোট 'নুক্কড়' সভা, কর্মিসভা, রোড শো সবই করছেন প্রিয়াঙ্কা। প্রচার করছেন আমেঠিতেও। নিজেদের গড় থেকেই মোদির হাতিয়ারে তাঁকে পালটা বিঁধতে চাইলেন প্রিয়াঙ্কা। বলেন, 'পাঁচ কেজি করে রেশন দিয়ে মানুষকে আত্মনির্ভর বানানো যায় না।' কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রায়বরেলির এক সভায় বলেন, '৫ কেজি রেশন দিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে না। এভাবে আপনারা আত্মনির্ভর হবেন না। আমি যদি আপনাদের প্রশ্ন করি, আপনারা কী চান, চাকরি নাকি পাঁচ কেজি রেশন? আপনার সবাই চাকরিকেই বেছে নেবেন। কারণ এটা আপনাদের আত্মনির্ভর বানাবে। তাই সেই দলকে ভোট দিন, যারা আপনাকে আত্মনির্ভর করবে।' প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ, 'যেসব দল আপনাকে পাঁচ কেজি রেশন দেওয়ার কথা বলছে, তাঁরা আপনাকে আত্মনির্ভর হতে দেবে না। ওরা আপনাকে পরনির্ভর করে দিতে চায়।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

KAZI NAZRUL ISLAM B.ED COLLEGE
Vill-Armia, P.O-Noapara, P.S-Dhubulia, Dist-Nadia, Pin-741140, W.B.
Recognised by N.C.T.E & Affiliated to BSAEU & WBBPE,
Email-knibedc@gmail.com
Invites applications for appointments in the posts of Assistant Professor of **Perspectives in Education (Foundation)-01, and Performing Art-01 for B.Ed Department. Qualification-** As per NCTE norms 2014. Apply within **07 days by post.**
Cont-Secretary -8900303133

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
রাসেল স্ট্রিট ব্রাঞ্চ
৫বি, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১

পরিশিষ্ট ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৬.১০.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী হৃদয় নাথ রায় পিতা শ্রী বৈদ্য নাথ রায়, ৩১/২০ কে সি সি সরণি, ভদ্রেশ্বর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২ ১২৪ এবং শ্রীমতি দীপা রায় প্রযত্নে শ্রী হৃদয় নাথ রায়, ৩১/২০ কে সি সি সরণি, ভদ্রেশ্বর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২ ১২৪ (এ/সি - ৬৫০২৪৭৪৩৯৮ এবং ৭০৯১৭১৭৯৫২)** রাসেল স্ট্রিট শাখার নিকট নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৩,৭৭,৭০৭.০০ টাকা (তেরো লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশ সাত টাকা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৪ মে ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া ১৪৭৩৪১৯.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ তিয়াত্তর হাজার চারশ উনিশ টাকা) টাকা ০৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের তথা বাণিজ্যিক ভবনে ঢাকা এরিয়া ১২৫৪ বর্গফুট বসবাসের স্পেস এবং ১৮০ বর্গফুট বাণিজ্যিক স্পেস একতলায় এবং ঢাকা এরিয়া ১৪৩৪ বর্গফুট বসবাসের স্পেস দোতলায় নির্মিত জমির পরিমাণ ০৩ কাঠা ১২ বর্গফুট প্রেমিসেস নং ৩২/২৫, কে সি সি সরণি,ওয়ার্ড নং ৪, ভদ্রেশ্বর পুরসভা, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১২৪, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** জমি দাগ নং ৮৩৪, **দক্ষিণে :** কে সি সি সরণি, **পূর্বে :** দয়াল কৃষ্ণ দাসের জমি, **পশ্চিমে :** আরতি ভৌমিকের জমি।
তারিখ : ০৪.০৫.২০২৪, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

IndusInd Bank
রিজিওনাল অফিস :
সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে ০১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স ই ওয়ার্ল্ড টেকলাইফ প্রা. লি., শ্রী প্রবীন কুমার পুগালিয়া, শ্রী প্রদীপ কুমার পুগালিয়া, শ্রীমতি অঞ্জনা পুগালিয়া** এবং **শ্রীমতি কমলা দেবী পুগালিয়া** কে **১,৩৬,১৩,১৩৪.৩৪ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লাখ তেরো হাজার একশ চৌত্রিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা ০১ ডিসেম্বর ২০২১** তারিখের উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট সুবিধার সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখ থেকে আরও সুদ এবং প্লাস পেনাল সুদ বার্ষিক @ ১৮.৭৫% (সরল ভিত্তিতে) প্লাস মুল্য, চার্জ এবং খরচ ইত্যাদি সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৭ মে, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **১,৩৬,১৩,১৩৪.৩৪ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লাখ তেরো হাজার একশ চৌত্রিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা ০১ ডিসেম্বর ২০২১** তারিখের উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট সুবিধার সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখ থেকে আরও সুদ এবং প্লাস পেনাল সুদ বার্ষিক @ ১৮.৭৫% (সরল ভিত্তিতে) প্লাস মুল্য, চার্জ এবং খরচ ইত্যাদি সহ ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ব্যক্তিগত অবিভাজ্য অংশ জমির চাতাল এবং অফিস ঘর ইউনিট নং এইচআরজি-৩০৯, এরিয়া আনুমানিক ১২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , চতুর্থ তলে, অংশ প্রেমিসেস নং ১৯ সিনাগগ স্ট্রিট, পরিচিত "রিটেইনড বিল্ট আপ পোর্শেন", সিটি সেন্টার, থানা : বড়বাজার, কলকাতা -৭০০০০১।
*** সম্পত্তির আরও বিশেষ বিস্তারিত বর্ণিত দলিল নং ১-১৯০৩-০৫৮৯১-২০২০ সালের , তারিখ ২৩/১১/২০২০, সম্পত্তি শ্রী প্রবীণ কুমার পুগালিয়ার নামে।
তারিখ- ৭ মে ২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান- কলকাতা **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ**

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা , ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট-IV, [রুল-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৯-০২-২০২৪ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি** প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা মিস সোমা সরকার,** পিতা- সমর সরকার, নাগারথুবা, আকরামপুর, হাবড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৬৩ -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **১৬,৬৮,১৬৬ টাকা + ৩০.১২.২০২৩ থেকে ইউসিআই (ষোল লক্ষ আটষট্টি হাজার একশো ছেষট্টি টাকা)** বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৬ মে, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **১৬,৬৮,১৬৬ টাকা (ষোল লক্ষ আটষট্টি হাজার একশো ছেষট্টি টাকা)** এবং তদুপরি সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, তেঘরিয়া শাখা**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
স্থাবর সম্পত্তি/সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ
ফ্ল্যাট সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার ফ্ল্যাট নম্বর ৪বি-, চতুর্থ ফ্লোর, পরিমাপ ৮৬৫ বর্গফুট পরিমাপ, মৌজা বাদ্রায় অবস্থিত, জেএল নং ৮৪, আরএস দাগ নং ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৬, আরএস খতিয়ান নং ১১৩, দমদম পৌরসভার সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ০১, হোল্ডিং নং ৬৭, গোপেশ্বর মন্দির লেন, থানা- দমদম, কলকাতা-৭০০০৭৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।
জমি এবং বিল্ডিং এর চৌহদ্দি :
সম্পত্তির সীমানা: উত্তর- রাস্তা, **দক্ষিণ**- প্লট নং ১এ, **পূর্ব**- দাগ নং ৪৩৬, **পশ্চিম**- সাধারণ পথ দ্বারা।
ফ্ল্যাটের সীমানা: উত্তর- খোলা আকাশ, **দক্ষিণ**- অন্যান্য ফ্ল্যাট, **পূর্ব**- খোলা আকাশ, **পশ্চিম**- সিঁড়ি দ্বারা।
তারিখ: ০৬.০৫.২০২৪ **স্বা/-চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বাগুইআটি **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বারাসাত জোন**

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ও-এসি-টি-২৪ টু ৩১-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখঃ ০৭.০৫.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নং-১। কেস নম্বর ঃ ও-এসি-টি-২৪-২৪-২৫। কাজের নামঃ** সীতারামপুর-প্রধানখুন্তার মাঝে জিসি শাখায় আপ ও ডাউনে ব্রিজ নম্বর ৪৩-এর আরসিসি জ্যাকেটিং-এর জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৩৭,৮৯,৩২৬.০৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,১৮,৯০০ টাকা। **ক্রমিক নং-২। কেস নম্বর ঃ ও-এসি-টি-২৫-২৪-২৫। কাজের নামঃ** এইএন/II/আসানসোল-এর অধীনস্থ ছোটা আম্বোনা-কালুবাথান-এর মাঝে ব্রিজ নম্বর ৭০ (স্প্যান ১x৩.১এম)-এর জ্যাকেটিং-এর জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৩৯,১৯,৮১৭.১৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,১৯,৬০০ টাকা। **ক্রমিক নং-৩। কেস নম্বর ঃ ও-এসি-টি-২৬-২৪-২৫। কাজের নামঃ** ডিইএন/১/আসানসোল-এর অধীনে সীতারামপুর-প্রধানখুন্তার মাঝে জিসি শাখায় ব্রিজ নম্বর ৮২-এর আরসিসি জ্যাকেটিং-এর জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,৩৩,৮৬,৭৮৮.০৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৬৬,৯০০ টাকা। **ক্রমিক নং-৪। কেস নম্বর ঃ ও-এসি-টি-২৭-২৪-২৫। কাজের নামঃ** এইএন/মধুপুর-এর অধীনে এসএসই/পি(ওয়ে)/মধুপুর-এর শাখায় ট্র্যাক মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯৩,৬৫,৯৭২.৩৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৮৭,৩০০ টাকা। **ক্রমিক নং-৫। কেস নম্বর ঃ ও-এসি-টি-২৮-২৪-২৫। কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোল-এর অধীনে ব্লক শাখায় ১৪টি ইন্টারলকড্ লেভেল ক্রসিং গেটের অবশিষ্ট পরিমাণ ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই-এর জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮৭,২৫,৫২১.৬৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৭৪,৫০০ টাকা। **ক্রমিক নং-৬। কেস নম্বর ঃ ও-এসি-টি-২৯-২৪-২৫। কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোল অধিক্ষেত্রের আওতায় টয়লেট, কিচেন, মেস, ডাইনিং ইত্যাদি সহ রাণীগঞ্জ-এ নতুন ২০ শয্যার আরপিএফ ব্যারাক নির্মাণের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬৩,৪৮,৬৫৭.৫৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,২৭,৯০০ টাকা। **ক্রমিক নং-৭। কেস নম্বর ঃ ও-এসি-টি-৩০-২৪-২৫। কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোল অধিক্ষেত্রের আওতায় টয়লেট, ডাইনিং, মেস/কিচেন ইত্যাদি সহ অন্ডাল (ওএল) পোস্ট-এ ৫০ শয্যার (জি+১) নতুন আরপিএফ ব্যারাক নির্মাণের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৬৬,৩০,৩৭২.৯৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৩৩,২০০ টাকা। **ক্রমিক নং-৮। কেস নম্বর ঃ ও-এসি-টি-৩১-২৪-২৫। কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোল-এর অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ব্রিজ নম্বর ৫৩৩ (স্প্যান ১, ২, ৩, ৪, ও ৫)-এর আরসিসি জ্যাকেটিং-এর জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,৩২,৭৯,১৪৪.৫০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৬৬,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস (ক্রমিক নং ১ ও ৪ থেকে ৮-এর জন্য) এবং ০৯ মাস (ক্রমিক নং ২ ও ৩-এর জন্য)। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৬.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২.০০টা (ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৮ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। (ASN-44/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ...
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
...
তারিখ - ০৭.০৫.২০২৪, স্থান : পুরুলিয়া অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট, ব্রাঞ্চ কোড ১৬৮২২
সম্ভোগ ভবন, ৩য় তল, সিটি সেন্টার - II-এর নিকট নিউ টাউন, কলকাতা ৭০০১৬১, ইমেল- sbi.16822@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, রাজারহাট শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, ...
...
তারিখ - ০৭.০৫.২০২৪ স্থান - রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই, আরএসিপিসি, বিধান নগর
কোড নং- ১৫৩৪২,জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬ ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]
এ/সি নং- ৩৮৬১৪৩৭০১৫৬ (এইচবিএল), এ/সি নং- ৩৮৭৩৭৮৮৭৫৩৮ (সুরক্ষা লোন)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধান নগর, জোনাল অফিস বিল্ডিং** ...
...
তারিখ: ০৭.০৫.২০২৪, স্থান: কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, আরএসিপিসি, বিধাননগর

স্বদেশী আন্দোলন —স্বাদেশিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

শান্তনু রায়

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের গৌরবময় ইতিহাসের কথা সকলেই অল্পবিস্তর অবগত; একই পরিবারের অনেকগুলি কীর্তিমান মানুষের একত্র সমাবেশ বড়ই দূর্লভ বস্তু। এ বিষয়ে ঠাকুর পরিবার অনন্যসাধারন। বস্তুত বাংলার সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক নবজাগরনে ঠাকুরবাড়ির যে এক মুখ্য ভূমিকা ছিল তা আজ সর্বজনবিদিত;কিন্তু পিছিয়ে ছিল না ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলও। নারী জাগরনের পটভূমিতেও ঠাকুরবাড়ির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহনকারী মহীয়সী মহিলাদের কথা আলোচনা করতে গেলেও উল্লেখ করতে হয় যে এ ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের এক অগ্রনী ভূমিকা ছিল। ঠাকুরপরিবারের মধ্যে মেয়েদের জাগরনের যে প্রবল জোয়ার এসেছিল তারই অভিঘাতে ঋদ্ধ হয়েছিল সমকালীন বঙ্গীয় নারী সমাজ।

প্রসঙ্গত প্রতিষ্ঠার চার বছর পর ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্নকুমারী দেবী এবং প্রথম মহিলা স্নাতকের অন্যতমা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি যোগদান করলে সেই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে নারীর অংশ গ্রহনের সূচনা।

১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হলে তা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকেও প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে। স্বদেশী মেলায় ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সক্রিয় ও সোৎসাহে অংশগ্রহণ ইতিহাসের এক অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথও সমর্থন করেছিলেন এই আন্দোলনকে. অন্তত একটা পর্যায়ে। তবে তার আগেও কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হতেন রবীন্দ্রনাথ-সহ ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যরা যোগদানও করতেন।

প্রসঙ্গত ১৮৯৬-এ কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতায়। সে সময় ব্রিটিশ সরকার ময়দানের দিকে কোথাও রাজনৈতিক সমাবেশ করতে দিত না। সেজন্য স্থির হয়েছিল বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেস অধিবেশন হবে। সেইমতো সেখানেই প্যাণ্ডাল হলো যেখান থেকে আবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি খুব কাছে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পিতৃস্মৃতি'তে লিখছেন-'আমাদের বাড়িতেও তাই কংগ্রেসের আয়োজন নিয়ে বেশ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল, বাবার উপর ভার পড়ল গানের ব্যবস্থা করবার। রিহার্সেল চলতে লাগল'। রবীন্দ্রনাথ তখন ৩৫,তিনি এ উপলক্ষে সুর দিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম'-এ এবং অধিবেশনের আরম্ভে একা গানটি গাইলেন-সঙ্গে অর্গান বাজিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন ভাগ্নী, স্বর্নকুমারী দেবী ও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা জানকীনাথ ঘোষালের সুযোগ্যা কন্যা সরলা দেবী। তখন মাইকের ব্যবহার ছিল না, কিন্তু রথীন্দ্রনাথের বিবরণ অনুসারে 'বাবার গলা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই প্যাণ্ডেলের বিপুল জনতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। পরের বছর ১৮৯৭এ বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন হয় রাজশাহীর নাটোরে। নিমন্ত্রণকর্তা ছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ। তাঁর আমন্ত্রনে নাটোরে উপস্থিত হয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির পুরুষেরা সবাই এবং রবীন্দ্রনাথও। তবে তাঁর দাবি ছিল সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে হবে বাংলায়। রথীন্দ্রনাথ সে অধিবেশনের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন-১৮৯৭ সালে যে ভূমিকম্প হয় সেরকম ভূমিকম্প বাংলায় আর কখনো হয়নি। প্রথম দিনেই যা কনফারেন্স হয়েছিল। ঘটনার অনেকদিন পরে বাবার কাছে তার একটি গল্প শুনি। ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজি ভাষা হয় তার মানে আছে, কিন্তু প্রাদেশিক সম্মেলনেও ইংরেজিতে বক্তৃতা হবে বাবার তাতে খুব আপত্তি ছিল। কনফারেন্সের সভাপতি মেজ জ্যাঠামশায়েরও তাই মন দেখে, বাবা বললেন, বাংলা ভাষা ব্যবহার হোক, এই মর্মে সভার প্রারম্ভেই তিনি এক প্রস্তাব তুললেন। প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু কংগ্রেসের যারা প্রকৃত পাণ্ডা তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন দেখে বাবা তাঁদের শান্ত করলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, তাঁদের ইংরেজি বক্তৃতা তিনি নিজে সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তর্জমা করে দেবেন। তাঁরা তখনকার মত আশ্বস্ত হলেন বটে কিন্তু তাঁদের মনে রাগ রয়ে গেল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ সব মহারথীরা বরাবর ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়েছেন-তাঁদের ইংরেজি ভাষায় যেমন দখল, বক্তৃতা দেবার ক্ষমতাও তেমনি আশ্চর্য। তাঁরা বাংলায় কি করে বক্তৃতা দেবেন? অধিবেশন ভাঙ্গার সময় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাট্টা করে বাবাকে বললেন- 'Rabibabu your Bengali was wonderful–but do you think your chasa and bhusas understand melliflous Bengali better than our English'

রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সম্পর্কে বলেছেন- রাজশাহী সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলা ভাষা প্রবর্তন করাবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি সমসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রুপ করেছিলেন, ... পর বৎসরে রুগ্ন শরীরে ঢাকা কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদযোগ করেছি।...বাঙ্গালির ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে।

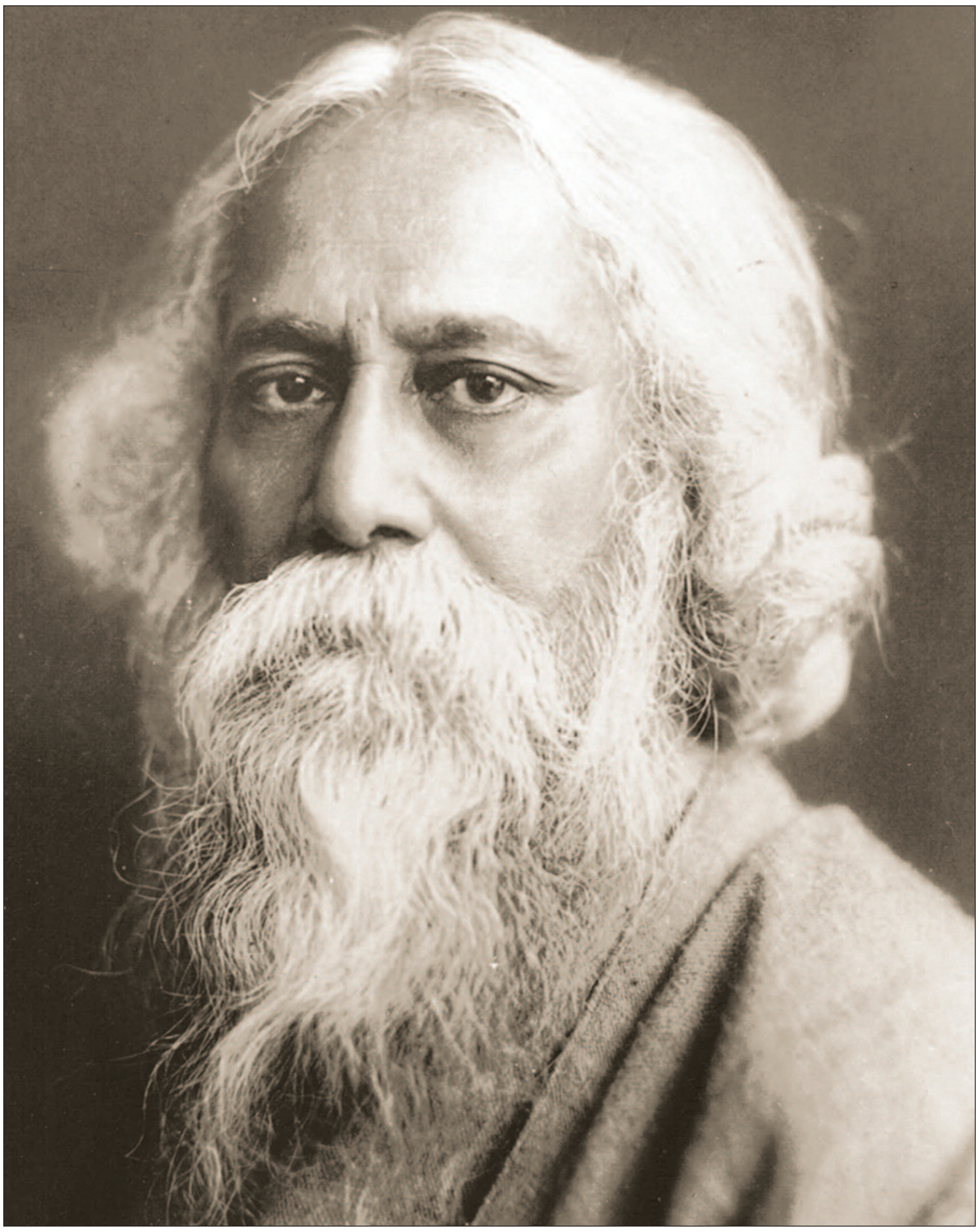

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, স্বদেশপ্রীতি আমাদের বাড়িতে নতুন নয়। আমার প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর যদিও ইংরেজ বনিক সম্প্রদায় ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখতেন, তাদের বাগানবাড়ীতে নিমন্ত্রন করে প্রায়ই ভোজ খাওয়াতেন,বিলাতের ধনী পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করতেনত। কিন্তু তবু তিনি তাঁর ভারতবর্ষীয় বেশ কখনো ছাড়েননি বা চালচলনের পরিবর্তন করেননি। মহর্ষি আমলেও কোন বিদেশীভাব, আচার অনুষ্ঠান আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে পারেনি। আমার জ্যাঠামশায়রা সকলেই দেশভক্ত ছিলেন। নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা বাংলা সাহিত্য সঙ্গীত, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়ে স্বাদেশিকতায় লোককে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তখনকার দিনে ভারতীয় আই সি এস'রা উগ্র রকমের সাহেব বনে যেতেন। মেজ জ্যাঠামশায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রনী ছিলেন তবু তাঁর মধ্যে সাহেবিয়ানা মোটেই ছিলনা। তিনিই প্রথম ভারতের জাতীয়সঙ্গীত লেখেন-'মিলে সবে ভারতসন্তান'। এই গানটি হিন্দুমেলায় প্রথম গীত হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে'।

'জীবনস্মৃতি'তে বিধৃত আছে রবীন্দ্রনাথের বালকবেলায় ঠাকুর পরিবারে স্বাদেশিকতার আবহ কেমন ছিল। দেশলাই তৈরি করে স্বদেশী শিল্প প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ও স্বদেশি জাহাজ চালাতে গিয়ে কিভাবে ও কীরকম ঋনজালে জড়িয়ে পড়ার ঘটনাও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে কবিগুরুর লেখনীতে। রথীন্দ্রনাথের কথায়,স্বদেশপ্রেম আমাদের সকলের মজ্জাগত ছিল। তাই বাংলায় যখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তার সাড়া পড়তে বাধা পায়নি,সকলেই এই আন্দোলনে পুরোমাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন যদি কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন হত তাহলে জ্যাঠামশায়রা বা বাবা এত উৎসাহ পেতেন কিনা সন্দেহ আছে'। স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ শান্তিনিকেতনেও এসে পৌছেঁছিল। রথীন্দ্রনাথের দেওয়া বিবরনে পাওয়া যায়-আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলুম। দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে প্রত্যহ ভোরবেলায় গ্রামে চলে যেতে লাগলেন উষা কীর্তন করতে। বাবা তখন স্বদেশিগান তৈরি করছেন। এক একটি গান বাঁধা হয় দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী বাবার কাছ থেকে সেগুলি শিখে নিয়ে দেশময় ছড়িয়ে যাবার আগেই শান্তিনিকেতনের চারদিকের গ্রামে সেগুলি পরিবেশন করে আসেন। এই সময় জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ের সংবাদ এসে পৌঁছলে উৎসাহ যেন আরো বেড়ে গেল। রথীন্দ্রনাথের কথায়-এশিয়ার একটি নবজাগ্রত ক্ষুদ্র দেশ জাপানের জয় পূর্ব-মহাদেশের জয় মনে করে আমাদের বুক ফুলে উঠল'। তাঁর অনুভবে- জাপানের কাছে রুশের পরাজয় আমাদের মনে স্বাধীনতা পাবার আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।তবে রবীন্দ্রনাথের অনুভবে ছিল যে 'দেশের আসল সমস্যা হল স্বদেশি শিক্ষার সমস্যা এবং দেশের শিক্ষা সমস্যা একমাত্র প্রতিকার হলো স্বদেশি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা'। রথীন্দ্রনাথের বিবরনে জানা যায় এই চিন্তা তাঁকে যেন পেয়ে বসল। সেদিনই গিরিডি ছেড়ে চলে এলেন কোলকাতায় এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন) যে শিক্ষায়তন শুরু করবে তার নিয়মতন্ত্র ও পাঠ্যক্রম নিজের হাতে প্রস্তুত করে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু কাউন্সিলের দু/চারটে অধিবেশনে যোগ দিয়ে বুঝলেন উদ্যোক্তাদের অধিকাংশ চাইছেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। সে যাই হোক, পূর্বেই উল্লেখিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে রবীন্দ্রনাথও সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন এর সাথে। ১৭ই সেপ্টেম্বর সাবিত্রী লাইব্রেরিতে এক সভায় সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ১৬ই অক্টোবর 'অরন্ধন' পালন করে উপোষের মাধ্যমে প্রতিবাদ করার এবং বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রকাশ হিসেবে রাখীবন্ধন উৎসবের আহ্বান করেন। গিরিডিতে থাকাকালীন এই উপলক্ষে তিনি 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং আরও কিছু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যেগুলি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের মুখেও ভাষা যুগিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পায় নি বললে কম বলা হয়,তিনি এর তীব্র বিরোধী ছিলেন।

রথীন্দ্রনাথের ভাষ্যে — বাংলার অগ্নিযুগে বাবা যেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একবারে সামনের সারিতে এসে দাঁড়ালেন। গানে, কবিতায়, বক্তৃতায় কার্জনের ভেদনীতির তীব্র বিরোধিতা করে ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি রাখিবন্ধন উৎসবকে এক নুতন তাৎপর্য দিলেন। কিন্তু এরপর স্বদেশি আন্দোলন যখন সন্ত্রাসবাদের চোরাগলির দিকে পা বাড়াল বাবা বুঝলেন তার পথ স্বতন্ত্র। স্বদেশি আন্দোলনর সময় থেকে শুরু করে একেবারে অসহযোগের যুগ অবধি বাবাকে দেখেছি তিনি বারবার দেশ গড়বার উপর জোর দিয়েছেন ভাঙবার দিকে নয়। আর পাঁচজন লোক তাঁকে ভুল বুঝেছে নিন্দা করেছে কিন্তু তিনি তাঁর নিজের পথ ছাড়েননি। এই কারণে বাবা অসহযোগকে 'রাজনৈতিক বৈরাগ্য' বলে অভিহিত করেছেন এবং ১৯২০-২১ সালের আন্দোলনকে মেনে নিতে পারেননি। যদিও 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ' গ্রন্থের রচয়িতা হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় এর মতে- বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সত্যকার রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হবার পূর্বে 'বয়কট' নীতি বাংলাদেশে প্রায় সার্বজনিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু সংগ্রাম আরম্ভ হলে কোনও কোনও ব্যক্তি 'বয়কট' এর ভয়াবহ শক্তি লক্ষ্য করে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান এবং এই বলে অভিযোগ করেন যে,এজাতীয় স্বদেশনিষ্ঠা বিশ্বপ্রেমের বিরোধী,অতএব নিন্দনীয়। ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথও এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি ছিলেন। তখন তিনি 'বয়কট'কে আর সমর্থন করতে পারলেন না এই বলে যে, এর সর্বাঙ্গে জড়ানো রয়েছে বিজাতীয় বিদ্বেষ, যা মানবধর্মের বিরোধী'।

রবীন্দ্রনাথের এমন প্রতীতির প্রকাশই হয়ত পেয়েছে ১৯১৬-এ প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' এবং অনেক পরে ১৯৩৪ এ প্রকাশিত 'চার অধ্যায়ে'।

আবার ১৯১০ এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 'গোরা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার বা ইপ্সিত ভারতবর্ষের যে রূপ দিতে প্রয়াসী তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় ১৯০৯এর অক্টোবরে অজিত কুমার চক্রবর্তীকে লেখা পত্রে- বর্তমান ভারতবর্ষে যাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকুলতা আছে এ রাখি তাদের কাছ থেকেও নিরস্ত হবে না। তারা যদি প্রত্যাখান করে আমরা প্রত্যাখান করব না-আমরা বারম্বার সহস্রবার সকলকেই প্রীতির বন্ধনে ঐক্যে বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করব-এইটেই আমাদের একটা দায়। অন্যদেশের পলিটিক্যাল ইতিহাস থেকে এ সম্বন্ধে আমি কোন শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নই-আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র।

তিনি সর্বদা দেশের মানুষের আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতার স্বায়ত্বশাসনের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর অনুভবে ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র হলো জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের প্রধান আধার হলো সমাজ। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের সর্ববৃহৎ ও জটিল উপন্যাস ১৯১০ এ প্রকাশিত 'গোরা', যেখানে রবীন্দ্রালোকে ও ভাবাদর্শে সৃজিতা আনন্দময়ীই যেন ভারতমাতার প্রকৃত রূপ— যাঁর স্নেহের আঁচলে আছে জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নির্ভয় আশ্রয়। নিবেদিতা না চাওয়াতেই এ উপন্যাসের বিয়োগান্ত সমাপ্তি করতে পারেননি এবং উপন্যাস সমাপ্ত করার পরও সেকারণে পরিবর্তন করতে হয়েছিল সেকথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে কথপোকথনে এবং উইলিয়াম পিয়ারসনকে এক পত্রে এভাবে-She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. উপন্যাসে গোরার কোন কোন চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সাথে একদা রবীন্দ্রসুহৃদ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-এর চরিত্রের মিল অনেকে খুঁজে পান। আর বিনয় চরিত্র যেন রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন সত্তা। বিনয় হয়ত সে কারণেই বলে আমরা দেশকে বলি মাতৃভূমি কিন্তু দেশের সেই নারীমূর্তির মহিমা দেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ না করি তাহলে কখনোই দেশের উপলব্ধি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। বিষয় দৃষ্টিভঙ্গী ও আখ্যান নিয়ে 'ঘরে বাইরে' কিংবা 'চার অধ্যায়'-এ রাজনৈতিক উপন্যাসদ্বয়ের মত 'গোরা' বাঙ্গালীর মনীষার বিতর্কের উপজীব্য না হয়েও আজও প্রাসঙ্গিক বাঙ্গালী মননে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার দ্যোতনা হিসেবে। সক্রিয় রাজনীতির অঙ্গনে বিচরনে তাঁর আগ্রহ না থাকলেও দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিশ্বভাবনাও স্বদেশভাবনা ব্যতিরেকে নয়; যখনই ডাক এসেছে তাঁর প্রতিবাদী সত্তা,অন্তরের অপরিসীম মমত্ব তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ অবস্থায়ও মানুষের পাশে, ন্যায়ের পাশে এককভাবে হলেও, দাঁড়াতে শক্তি যুগিয়েছে। যখনই কোন অন্যায় অনৈতিকতা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে বা তাঁর অনুভবে এসেছে স্রোতের অনুকূলে ভাসতে অনাগ্রহী তিনি সমালোচিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও নিজের অনুভব সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর বক্তব্যে ও লেখনীতে। আজ সেই মহাপ্রাণের একশ বাষট্টিতম জন্মবার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ প্রণামে উচ্চারিত হোক

আকাশে বরুনে দূরে স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয়নাম
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা—
কোনখানে রাখব প্রনাম'।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসাধনা ও উপনিষদ চর্চা

নন্দিতা চ্যাটার্জি

ছোট্ট রবি পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শেখা ঈশোপনিষদের এই মন্ত্র টি 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধ।' আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে - লোভ করোনা। কাব্য সাধনায় এই মন্ত্রই হলো মূলধন। তিনি ব্রহ্মকারা বৃত্তিতে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন,তাই ঋষি রবীন্দ্রনাথ বললে অত্যুক্তি হয়না। আমরা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ কে চিনি কিন্তু তার সাহিত্য চর্চার পিছনে আছে গভীর ঈশ্বর সাধনা তা আমরা অনেকেই জানিনা। তাঁর আশি বছরের জীবন ছিল বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ। তিনি উপন্যাস,ছোট গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ অনেক রচনা করেছেন। তাঁর প্রতিভা সমস্ত সৃষ্টি কে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে গেছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সুখ আর আনন্দ এক জিনিস নয়। দুঃখের রক্ত কমলে আনন্দের অধিষ্ঠান।

'সুখেতে আসক্তি যার, আনন্দ তাহারে করে ঘৃনা/কঠিন বীর্যের তারে বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা'।

ঋষি রবীন্দ্রনাথের জীবন ছিল আঘাতে আঘাতে পরিপূর্ণ। প্রিয়জনের মৃত্যুশোক তাকে ধরাশায়ী করে ফেলতে পারেনি। ব্যথা বেদনার দহন বুকের মধ্যে ধরে রেখে তিনি বলেন - 'নম্রশিরে সুখের দিনে/তোমার মুখ লইব চিনে/দুখের রাতে নিখিল ধরা/যেদিন করে বঞ্চনা/তোমারে যেনো না করি সংশয়।'

ঋষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিরাকারের উপাসক ছিলেন,কিন্তু তিনি প্রতিমা পূজায় বিশ্বাস করতেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন সগুন ব্রহ্ম (প্রতিমা পূজা) থেকে নিরাকার ব্রহ্মে পৌঁছাতে গেলে প্রতিমা পূজার প্রয়োজন আছে। আবার হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের আগাছা গুলিকে উবরে ফেলে উপনিষদ ও গীতার আদর্শে জীবন গঠন করেছেন।

ঋষি রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায় অচলায়তন নাটকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন। এই নাটকে দেখা যায় মহা পঞ্চক ও পঞ্চক দুই ভাইই আশ্রমিক। দুইজনের ই চরিত্র আলাদা। মহা পঞ্চকের আচার অনুষ্ঠান ছিল পর্বতপ্রমাণ। পঞ্চক এই আচার অনুষ্ঠানের আবরণ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। এমন সময় গুরু এসে আশ্রম এর দেওয়ালগুলিকে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। মহা পঞ্চকের দল ও মহা পঞ্চক আক্রমন চালালেন গুরুর বিরুদ্ধে কিন্তু অবশেষে ব্যর্থ হলো।

'শ্যামলী' কাব্যে 'আমি' কবিতার মধ্যে দেখা যায় বেদান্তের নির্যাস।তিনি বিরাট সত্তা কে প্রত্যেক জীবের মধ্যে অনুভব করেছেন।

'আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ/চুনী উঠলো রাঙা হয়ে/আমি চোখ মেললুম আকাশে/জ্বলে উঠলো আলো/পূবে পশ্চিমে।/গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'-/সুন্দর হলো সে।'

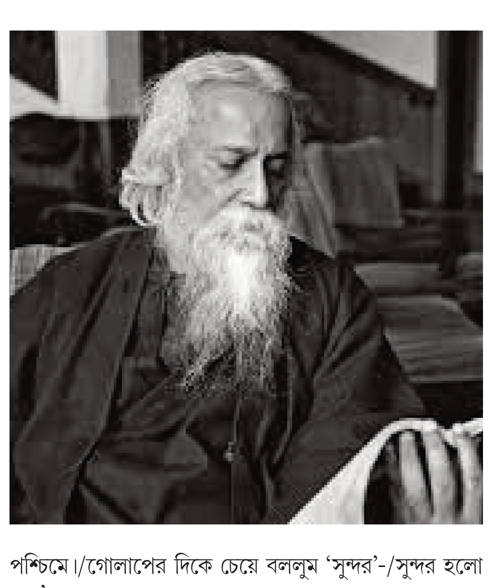

সেই বিরাট সত্তার একটু ক্ষুদ্র সত্তা আমাদের মধ্যে আছে বলেই তাঁরই চেতনার উপস্থিতি তে পান্না কে সবুজ দেখি,চুনী কে দেখি লাল এবং গোলাপ কে সুন্দর দেখি। সেই বিরাট সত্তার ক্ষুদ্র অংশ যখন আমাদের দেহ থেকে বিদায় নেয় তখন আর কোনো অনুভব থাকে না। দেহ জড়ে পরিণত হয়।

'নৈবেদ্য' কাব্যের মধ্যে ভাবের ব্যঞ্জনা প্রায় একই,তার মধ্যে 'মুক্তি' কবিতাটি তে দেখি বন্ধন ও মুক্তি এবং ত্যাগ দ্র ভোগের এক পরস্পর বিরোধী মনী কাঞ্চনের যোগ আছে। তিনি সাধকদের মত নিবৃত্তির পথকে বেছে নেন নি বরং গোপীনিদের মতো প্রবৃত্তির পথ বেছে নিয়েছেন।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার/রুদ্ধ করি যোগাসন,সে নহে আমার/যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে/তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

এখানে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পরম পিতার তপস্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'গীতাঞ্জলি' কাব্য গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যায় এই কাব্য গ্রন্থের গান ও কবিতা গুলি মন দিয়ে পড়লে অনাস্বাদিত ভাব মাধুর্য লাভ করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মৃত সৈনিকের পকেটে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের এর কবিতার দুইখানি লাইন পাওয়া গেছে।

যাবার দিনে এই কথাটি/বলে যে যাই — /যা দেখেছি যা পেয়েছি/তুলনা তার নাই।

রবীন্দ্রনাথের গভীর আধ্যাত্ম সাধনা ছিল গীতার কর্মযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত।ভক্তির ক্ষেত্রে অপ্রমত্ত ও শান্ত ভাব এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে বুদ্ধ, চৈতন্য ভাবের ধারায় প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথের গান গুলি বিশেষ করে পূজা ও ব্রহ্ম সঙ্গীত গুলিতে গীতার প্রভাব আছে। যেমন গীতার একাদশ অধ্যায় 'বিশ্বরূপ দর্শন' যোগে সঞ্জয় বলছেন দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ যুগপৎ উত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশি সা স্যাৎ ভাসঃ তস্য মহাত্মনঃ।।১২।।

সঞ্জয় বলছেন বিশ্বরূপ সম্পর্কে আকাশে সহস্র সূর্য উঠলেও পরমাত্মার জ্যোতির কাছে ম্লান। কারণ চেতন সত্তাতেই সব প্রকাশিত হয় আর সমস্তই জড়।এই শ্লোকের ছায়ায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয় পুর মাঝে/চরণতলে কোটী শশী সূর্য মরে লাজে।।/গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পড়ে লুটিয়া, /সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে।।'

মানুষের এমন কোনো চিন্তা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বিচরণ করেনি। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির জমি ছিল উপনিষদ, গীতা ও বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কে মূল্যায়ন করা অসম্ভব,একমাত্র আরেকটি রবীন্দ্রনাথ পারবে ঋষি রবীন্দ্রনাথের সঠিক মূল্যায়ন করতে।

Ekdin_Page_11_10052024_Layout 1 5/9/2024 9:49 PM Page 1

অনুশীলনই করতে পারল না দুই দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেনে শনিবার মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু বৃহস্পতিবার অনুশীলনই করতে পারল না দুই দল। এ দিন দুপুর থেকে বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। দু'টি দলেরই বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে ইডেনে অনুশীলন করার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে অনুশীলন বাতিল করে দেয় দুই দলই।

এ বারের আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছে মুম্বই। কোনও ভাবেই হার্দিক পাণ্ড্যের দল প্লে-অফে উঠতে পারবে না। অন্য দিকে, কলকাতা লিগ শীর্ষে রয়েছে। প্লে-অফের রাস্তা প্রায় পরিষ্কার করে ফেলেছেন শ্রেয়স আয়ারেরা। আর একটি ম্যাচ জিতলেই প্রথম চারে জায়গা পাকা হতে পারে নাইটদের। এমন অবস্থায় দুই দলের প্রস্তুতিতে বাধা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি।

কলকাতার কিছু অংশে বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলাবৃষ্টি হয়। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ আশপাশের জেলাতেও বৃষ্টি হয়েছে। তবে কলকাতার সব জায়গায় একসঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির হওয়ার কথা। বৃষ্টির সময় বাসিন্দাদের ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে হাওয়া অফিস।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এই সপ্তাহে বৃষ্টি চলবে। আপাতত আগামী শনিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। শনিবারই ইডেনে কলকাতা বনাম মুম্বই ম্যাচ। সেই সময় বৃষ্টি হলে ভেস্তে যেতে পারে খেলা। সে ক্ষেত্রে পয়েন্ট ভাগ হয়ে যাবে দুই দলের মধ্যে।

কলকাতার বিরুদ্ধে জার্সি বদলে নামবে শুভমনের গুজরাত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জার্সির রং বদল গুজরাত টাইটান্সের। গত বছর ল্যাভেন্ডার রঙের জার্সি পরেছিলেন শুভমন গিলেরা। এ বারেও সেটাই করবেন তাঁরা। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে গুজরাত দলকে দেখা যাবে ওই বিশেষ জার্সিতে।

ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শুভমন বলেন, তখেলোয়াড় হিসাবে আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে সমাজের কাছে। ল্যাভেন্ডার জার্সি পরে আমরা ক্যানসর যোদ্ধাদের সম্মান জানাতে চাই। তাঁদের সাহসকে কুর্নিশ জানাতে চাই আমরা। এই পৃথিবীতে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা কমানোর জন্য এর সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণেই আমরা সচেতনতার বার্তা দিতে চাই।দ

ল্যাভেন্ডার এমন একটি রং যা, সব ধরনের ক্যানসারের প্রতীক। এই রোগ কারও শরীরে দ্রুত নির্ণয় হলে সুস্থ হওয়া সম্ভব। সেই বার্তাই দিতে চাইছেন শুভমনেরা। গুজরাতের সিওও কর্নেল অরবিন্দর সিংহ বলেন, তক্যানসার বহু প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আমরা ল্যাভেন্ডার জার্সি পরে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। ক্যানসার রোগী এবং জয়ীদের পাশে থাকার বার্তা এই জার্সি।দ

কেকেআরের বিরুদ্ধে গুজরাতের ম্যাচ রয়েছে ১৩ মে। সোমবার আমদাবাদে খেলবে এই দুই দল। লিগ তালিকায় সবার শেষে রয়েছেন শুভমনেরা। কলকাতা সবার উপরে। এখন দেখার এই ম্যাচে শুভমনেরা কোনও অঘটন ঘটাতে পারেন কি না। গত বারের আইপিএলে আমদাবাদে গুজরাতের বিরুদ্ধে পাঁচটি ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন রিঙ্কু সিংহ।

Format C-1

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about Criminal Cases

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate : **KUNDAN SINGH,** **Son of Chandra Bhan Singh aged 40 years, resident of 183, Oria Para Road, Post Office:- Garulia & Police Station: - Noapara, District:-North 24 Parganas, Pin. 743133 (W.B)

Name of political party : **"INDEPENDENT"** (Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : **-THE HOUSE OF PEOPLE 2024**

*Name of Constituency : **-15 - BARRACKPORE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY**

I, KUNDAN SINGH (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:-

(A) Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of the court	Case No. and dated	Status of Case(s)	Section (s) of Acts concerned and brief description of offences
1.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-116 of 2020	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore.	Noapara PS Case No-116 of 2020 Under Section 323 /325 /147 /143/34 IPC Punishment for voluntarily hurt, Voluntarily causing Grievous Hurt, Rioting, Unlawful assembly, Act done by several persons in furtherance of common intention.
2.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-142 of 2020	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-142 of 2020 Under Section 147 /148 /149 /323 /325/ 34 IPC Rioting, Unlawful assembly, Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object, Act done by several persons in furtherance of common intention.

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

S.L. NO.	Name of court & Date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
NIL	NIL	NIL	NIL

Format C-1

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about Criminal Cases

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate : **SANJAY SINGH** and Holding No:-18 BL No.18 P.O. & P.S. Jagatdal, District:-North 24 Parganas,Pin. 743125 (W.B)

Name of political party : **"INDEPENDENT"** (Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : **-THE HOUSE OF PEOPLE 2024**

*Name of Constituency : **-15 - BARRACKPORE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY**

I, SANJAY SINGH (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:-

(A) Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of the court	Case No. and dated	Status of Case(s)	Section (s) of Acts concerned and brief description of offences
1.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -284/19 **DATED 01-04-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore.	**U/S 341/323/34 I.P.C.** Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Act done by several persons in furtherance of common intention
2.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -302/19 **DATED 08-04-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/324/325/506/34 I.P.C** Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention
3.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -646/19 **DATED 18-07-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/325/506/34 I.P.C.,** Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
4.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -663/19 **DATED 24-07-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 147/148/149/307 I.P.C., &25/27 Arms Act & ¾ E.S. Act. & 9 MPO Act.** Rioting, Rioting armed with deadly weapon, Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object, attempt to murder, Punishment for causing explosion likely to endanger life or property. Section 4. Punishment for attempt to cause explosion, or for making or keeping explosive with intent to endanger life or property, any person commits any subversive act
5.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -990/19 **DATED 21-11-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 448/325/308/427/379/506/34 I.P.C.** House trespass, voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to commit culpable homicide, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Theft, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
6.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -142/2022 **DATED 27-02-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/506/186/34 I.P.C & 131 Representative of the People's Act 1951.** Punishment for wrongful restraint, Criminal Intimation, Obstructing public servant in discharge of his public functions, Act done by several persons in furtherance of common intentional Penalty for disorderly conduct in or near Poling Station
7.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -146/22 **DATED 22-02-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore.	**U/S341/323/506/504/34 I.P.C** Punishment for wrongful restraint, voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Insult intended to provoke breach of the peace, Act done by several persons in furtherance of common intention
8.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO- 339/22 **DATED 26-05-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/325/307/506/34 I.P.C & 25/27 Arms Act.** Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, attempt to murder, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. Whoever acquires, has in his possession or carries any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7(Seven) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 7[seven years but which may extend to fourteen years] and shall also be liable to fine
9.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -355/22 **DATED 03-06-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 448/384/506/120B/34 I.P.C** House trespass, Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, Criminal Intimation, Criminal conspiracy, Act done by several persons in furtherance of common intention.
10.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -372/22 **DATED 11-06-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/323/506/34 IPC** Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Criminal Intimation and Act done by several persons in furtherance of common intention
11.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO-107/2024 **DATED 02-04-2024**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 447/427/323/325/307/506/34 IPC** Criminal trespass, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Punishment for voluntarily hurt, Voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to murder, Crimination Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

S.L. NO.	Name of court& Date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
NIL	NIL	NIL	NIL

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 327, KOLKATA, FRIDAY, 10 MAY 2024, PAGE 12
কলকাতা ১০ মে, ২০২৪

শতরান হাতছাড়া বিরাটের

পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ২৪১ রান তুলল বেঙ্গালুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার বড় রান তুলল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। বৃষ্টির জন্য এ দিন খেলা বন্ধ ছিল কিছু ক্ষণের জন্য। তাতে বেঙ্গালুরুর রানের গতি কমেনি। বিরাট কোহলি ছিলেন স্বমেজাজে। ৯২ রান করেন তিনি।

টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পঞ্জাবের অধিনায়ক স্যাম কারেন। শিখর ধাওয়ান এখনও চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে পারেননি। তাই কারেনই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত কতটা ঠিক, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ প্রশ্নকর্তার নাম বিরাট কোহলি। তিনি বৃহস্পতিবার ৪৭ বলে ৯২ রান করেন। শতরান যখন মনে হচ্ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা, তখনই আরশদীপ সিংহের বলে স্লাইস করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন রিলি রুসোর হাতে।

হার্দিকের নেতৃত্বে খুশি নন দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটারেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বারের আইপিএলে প্রথম দল হিসাবে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তার পরেই দলের অন্দরের ঝামেলা প্রকাশ্যে এল। মুম্বইয়ের ব্যর্থতার নেপথ্যে হার্দিকের নেতৃত্ব দেওয়ার ধরনই আলোচনায় এসেছে বেশি।

মুম্বইয়ের এক কর্তা জানিয়েছেন, দলের নেতৃত্ব দেওয়ার লোকের অভাব নেই। কিন্তু গত ১০ বছরে রোহিতের অধীনে খেলা ক্রিকেটারেরা আচমকা হার্দিকের নেতৃত্বের ধরনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছেন না।

মুম্বইয়ের অন্দরের ঝামেলা প্রকাশ্যে

ওই কর্তা বলেছেন, তনেতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্যাগুলো হয়, সেগুলো এখনও হয়ে চলেছে। যে কোনও খেলাধুলোর ক্ষেত্রেই এটা দেখা যেতে পারে।

একটি ম্যাচের পর ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফেরা বৈঠকে মিলিত হন। সেই বৈঠকে রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব এবং যশপ্রীত বুমরা ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতেই নিজেদের ভাবনাচিন্তার কথা জানান। দল কোথায় ভাল পারফর্ম করছে না, সে ব্যাপারে বিস্তারিত বলেন। দলের কয়েকজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের সঙ্গে দল পরিচালন সমিতির সদস্যদের বৈঠক হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। তাতেও কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি।

শোনা গিয়েছে, দিল্লির কাছে হারের পর সমস্যা আরও বেড়ে যায়। সেই ম্যাচে মুম্বইয়ের হয়ে খেলা সবচেয়ে ভাল ক্রিকেটার তিলক বর্মার সমালোচনা করেছিলেন হার্দিক। বলেছিলেন, তঅখন অক্ষর বল করছিল এক জন বাঁ হাতিকে (তিলক), তখন শুরু থেকেই তাঁকে আক্রমণ করা উচিত ছিল। পরিস্থিতির প্রতি সামান্য সচেতনতা থাকলে সেটা করা যেত। দিনের শেষে ম্যাচটা আমাদের হারতে হল।

কেকেআরে স্বামী-স্ত্রী লড়াই! এক ম্যাচ খেলে চোট পাওয়া ক্রিকেটার স্ত্রীকে সামলাতে হিমশিম

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলতে পারছেন না। চোট রয়েছে তাঁর। সেই নীতীশ রানাকেই দেখা গেল ক্রিকেট খেলতে। তবে কেকেআরের হয়ে নয়, তিনি খেললেন স্ত্রীয়ের সঙ্গে।

কেকেআর একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে নীতীশ তাঁর স্ত্রী সাচি মারওয়ার সঙ্গে খেলছেন। সেই ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই বহু মানুষ দেখেছেন। নীতীশকে ওই ভিডিয়োয় এক জন জিজ্ঞেস করেন, তএখানে কী চলছে?দ উত্তরে নীতীশ বলেন, তস্বামী, স্ত্রীর লড়াই।

নীতীশ বল করছেন। আর তাঁর স্ত্রী ব্যাট করছেন। নীতীশের করা বলে পুল মারেন সাচি। যা দেখে কেকেআরের ক্রিকেটার বলেন, তআমার থেকে ভাল পুল মারছে।দ সাচির ব্যাটিং দেখে প্রশংসা করেন নীতীশ।

এ বারের আইপিএলে দারুণ ফর্মে রয়েছে কেকেআর। লিগ তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৬ পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছে। রাজস্থান রয়্যালসেরও ১৬ পয়েন্ট। কিন্তু নেট রানরেটে এগিয়ে রয়েছে কেকেআর।

২০১২ এবং ২০১৪ সালে আইপিএল জিতেছিল কলকাতা। সে বার অধিনায়ক ছিলেন গৌতম গম্ভীর। এ বছর তিনি কলকাতার মেন্টর। আরও এক বার আইপিএল জেতার জন্য মরিয়া কেকেআর।

হেডের ঝড়ের ঠিক আগে ছয় ব্যাটার শূন্য রানে আউট ১২ রানে শেষ ইনিংস! টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে লজ্জার নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: লখনউয়ের ১৬৫ রান তাড়া করতে নেমে হায়দরাবাদ যেখানে কোনও উইকেট না হারিয়ে ৯.৪ ওভারে ১৬৭ রান তুলে জিতে গিয়েছে, সেখানে ২১৮ রান তাড়া করতে নেমে ১২ রানে শেষ একটি দলের ইনিংস! টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বিতীয় নিম্নতম রানের ইনিংস। ট্রেভিস হেড এবং অভিষেক শর্মার ঝড়ের ঠিক আগে জাপান সফরে গিয়ে লজ্জার নজির গড়ল মঙ্গোলিয়ার ক্রিকেট দল।

গত এশিয়ান গেমসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় মঙ্গোলিয়ার। এখনও পর্যন্ত কোনও ম্যাচ জিততে পারেনি তারা। জাপান সফরে গিয়ে লজ্জার নজির গড়ল তারা। বুধবার সাত ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ়ের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল জাপান এবং মঙ্গোলিয়া। আয়োজক জাপান প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ২১৭ রান করেন। জাপানের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেন সাবারিশ রবিচন্দ্রন। তিনি ৩৯ বলে ৬৯ রান করেছেন ৬টি চার এবং ৪টি ছয়ের সাহায্যে। জবাবে ৮.২ ওভারে ১২ রানে শেষ হয়ে যায় মঙ্গোলিয়ার ইনিংস। ২০৫ রানে ম্যাচ জিতে নেয় জাপান।

মঙ্গোলিয়ার পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেছেন সাত নম্বরে ব্যাট করতে নামা তুর আর্দেন সুমিয়া। তিনি ১১ বলে ৪ করেছেন তিনি। তাঁর পর সর্বোচ্চ অতিরিক্ত ৩ রান। ছ’জন ব্যাটার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। ২০ ওভারের ক্রিকেট হলেও মঙ্গোলিয়ার ইনিংসে কোনও চার বা ছয় হয়নি। জাপানের জোরে বোলার কাজুমা কাতো স্ট্যাফোর্ড ৭ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন।

টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বনিম্ন রানের নজির রয়েছে আইস অফ ম্যানের। ২০২৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি স্পেনের বিরুদ্ধে তাদের ইনিংস শেষ হয়েছিল ১০ রানে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং